"দিশারী পুরস্কার বিজয়ী"

পাগলা গারদ

(সামাজিক নাটক)

নাচমহল, রাজবন্দী, খন্তি মেয়ে, দিল্লী অনেক দূর প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

—কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ—

লোকনাট্যে অভিনীত।

(প্রথম অভিনয় রজনী—কালীঘাট মন্দির-প্রাঙ্গন।)

[দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কয়েকটি ভালো নাটক

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

দিল্লী অনেক দূর (ঐতিহাসিক নাটক
পাগলাগারদ (সামাজিক নাটক)
রাজবন্দী (কাল্পনিক নাটক

রঞ্জন দেবনাথ প্রণীত

গলি থেকে রাজপথ (সামাজিক নাটক)
একমুঠো অন্ন চাই (সামাজিক নাটক)
একটি গোলাপের মৃত্যু (সামাজিক নাটক)
এরই নাম সংসার (সামাজিক নাটক)
পান্না-হীরে-চুনী (সামাজিক নাটক)
রক্তাক্ত গৌড় (ঐতিহাসিক নাটক)

কমলেশ ব্যানার্জী প্রণীত

আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও (সামাজিক নাটক)
হাসির হাটে কান্না (সামাজিক নাটক)
কূলভাঙা ঢেউ (সামাজিক নাটক)
অভিশপ্ত ফুলশয্যা (সামাজিক নাটক)
দুঃস্বপনের রাত্রি (সামাজিক নাটক)
অন্নপূর্ণার মন্দির (সামাজিক নাটক)
পোষ্টমাষ্টার (সামাজিক নাটক)
সমাজ (সামাজিক নাটক)
মার্ডার (সামাজিক নাটক)

নির্মল মুখার্জী প্রণীত

মা যদি মন্দ হয় (সামাজিক নাটক)
সোনাডাঙার বউ (সামাজিক নাটক)
জুয়াড়ী (সামাজিক নাটক)

প্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

রক্তাক্ত উদয়গড় (কাল্পনিক নাটক)
নীল আকাশের নীচে (সামাজিক নাটক)

প্রকাশিকা
বি দেবী, এম দেবী
সাহিত্যমালা
৫এ, কৃপানাথ লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৫

প্রকাশিত হইল :

- পাগলাগারদ
- অভিশপ্ত ফুলশয্যা
- কূলভাঙা ঢেউ
- সোনাডাঙার বৌ
- পোষ্টমাষ্টার
- মা যদি মন্দ হয়
- নিজেরে হারায়ে খুঁজি
- অন্ধ নিয়তি
- সূর্য, আলো দাও
- আমি যারে চাই
- বধূ কেন কাঁদে ?
- নরক থেকে বলছি
- বন্দী

মুদ্রক :
শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
১৯।এ।এইচ.২, গোয়াবাগান ষ্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০০৬

এইমাত্র যে জন্ম গ্রহণ করলো
সেই চব্বিশ বছরের
শিশু···ভাই সুনীল চৌধুরীকে
আমার স্নেহের "পাগলা গারদে"
বন্দী করে তালা বন্ধ করলাম।

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়
(জামাইবাবু)

সত্যপ্রকাশ দত্ত প্রণীত

বধূ কেন কাঁদে

●

রঞ্জন দেবনাথ প্রণীত

গলি থেকে রাজপথ

●

নির্মল মুখার্জী প্রণীত

সোনাডাঙার বৌ

●

কমলেশ ব্যানার্জী প্রণীত

অভিশপ্ত ফুলশয্যা

ভূমিকা

সুহৃদ্বেষু !

আপনি পাগলা গারদের ভূমিকা পড়ছেন। নিশ্চয়ই পড়বেন—না পড়লে কি করে জানবেন এ নাটকের বিষয়বস্তু কি ? আমার সম্বোধন যদি সত্যি হয় তাহলে আপনিই নায়ক এ নাটকের—পৃথিবী—সমাজ-সংসারকে আপনি স্নেহ, প্রেম, প্রীতির শৃঙ্খলে বেঁধেছিলেন—আপনার হৃদয় সমুদ্রের সবকটি মুক্তভরা ঝিনুক দিয়ে আপন করে পেতে চেয়েছিলেন সহস্র মানব মন, কিন্তু—

সমাজ—সংসার আপনাকে নিহত করলো ব্যথা-বঞ্চনা আর অবিশ্বাসের তীরে—আপনি মরে বেঁচে রইলেন—পাগল হয়ে গেলেন—লোকে বলে আপনি পাগল—কিন্তু আপনার এক হাত তখন সূর্য্যের দিকে তোলা, আপনি চীৎকার করে বলছেন তোমরা—তোমরা আজ লোভ লালসা প্রবঞ্চনার নেশায় পাগল—সমাজ—সংসার আজ পাগলা গারদ।

বলা বাহুল্য লোকনাট্য সংস্থা এই নাটক অভিনয় করে আমার ভাবনার ভূমিতে স্বার্থকতার ফসল ফুটিয়েছে। শ্রদ্ধাপদেষু শ্রীমোহিত বিশ্বাস এ নাটক সংশোধন করে ছাপার উপযোগী করে তুলেছেন। তাই এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তরুণ নাট্যকার সুনীল চৌধুরী প্রণীত ও
ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় সংশোধিত।

কি পেলাম

পায়ে চলা পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন—বাঁদিকে মহুয়া গাছের মেলা, ডান পাশে দুষ্ট ঝরনা—সামনে ছোটছোট মাটির ঘর দিয়ে সাজানো যে গ্রামটি—হ্যাঁ—ওই সেই "সোনামুখি গ্রাম"। সহজ সরল মানুষগুলোকে মনে হয় কত চেনা—রাঙামাটি নিকোনো প্রাচীর আঙ্গিনায় ফুটে তাকে গাঁদা—অতসী—নয়নতারা ফুল—

ভুল হয়ে গেল সব—ভালবাসার মন্দিরে ভেঙ্গে নির্মিত হল বিলাসের হর্ম্যপ্রাসাদ—সত্য পড়ে রইল মুখ থুবড়ে পচা নর্দ্দমায়—তাকে মাড়িয়ে এল—মিথ্যে বোঝাই ট্রাক—বাঁশের বাঁশীর বদলে বেজে উঠলো কলের বাঁশী। মানুষ ছুটতে শুরু করলো—ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে—দাঁড়াবার সময় নেই। একটু দাঁড়বেন কি—ঠিক আছে দাঁড়ান—ওই দেখুন মৃতদেহ ঝুলছে—ওজন দরে বিক্রি হচ্ছে হাসি গান ভালবাসা—। ওই দেখুন নিবেদিতা গ্রামটির মাটি ফুঁড়ে কিলবিল করে বেরিয়ে আসছে—কামনার অজস্র পোকা।—না দাঁড়াবেন না—আরও একটু চলুন—হ্যাঁ, এখানে—এখানেই সেই প্রশ্ন মাথা কুটে মরে—সে প্রশ্ন "কি পেলাম"?

চরিত্র	পরিচিতি
উপেন	মধ্যবিত্ত গৃহস্থ
সোমেন	ঐ মধ্যম ভ্রাতা
রমেন	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা
শান্তি বৌদি	ঐ স্ত্রী
জপমালা	বাস্তুহারা মেয়ে
সুব্রত	কবি
সুনীতি	বাড়ীওয়ালা
কল্যাণ	মুখার্জী ড্রাগ ইণ্ডাষ্ট্রির মালিক
মঙ্গল	ঐ ভ্রাতা
শাঁওলী	ঐ ভগ্নী
শিবু	ঐ ভৃত্য
জ্ঞানবাবু	ঐ কর্ম্মচারী
ধর্ম্মদাস	সত্যাশ্রয়ী বৃদ্ধ
কিংশুক	ঐ পুত্র
সিঁদুর	ঐ কন্যা
টোটা, বল্টু	বিপথগামী যুবক
বাদল	ফেরিওয়ালা
অমল	পথচারী
সন্দীপ	নাট্যকার

———

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা অভিনেতৃবৃন্দ

স্থান: কালীঘাট মন্দির-প্রাঙ্গণ

উপেন :	রবীন চ্যাটার্জি।
সোমেন :	মনোজকুমার।
রমেন :	অনুপকুমার।
শান্তি :	বেলা সরকার।
রূপ :	গীতশ্রী দাস।
সুব্রত :	প্রবীরকুমার।
সুনীতি :	ফণি নস্কর।
কল্যাণ :	অনাদি চক্রবর্ত্তি।
মঙ্গল :	স্বরূপ ভট্টাচার্য্য।
শাঁওলী :	বর্ণালী ব্যানার্জি।
শিবু :	বঙ্কিম গোস্বামী।
জ্ঞানবাবু :	রমেন ভাদুড়ী।
ধর্ম্মদাস :	গোকুল দেবনাথ।
কিংশুক :	স্বদেশকুমার।
সিঁদুর :	অরুণা গোস্বামী।
টোটা :	মহাদেব দাস।
বল্টু :	তপনকুমার।
বাদল :	বঙ্কিম মুখার্জী।
অমল :	ননী দাস।
সন্দীপ :	মধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
প্রযোজনা :	নীলমণি দে (লোকনাট্য)
নির্দেশনা :	অমর ঘোষ।
আলো :	বাদল দাস।

পাগলা-গারদ

—পূর্বাভাষ—

সবুজ পার্ক।

ভীত-চকিত সোমেন দ্রুতবেগে ছুটে আসে। তার মুখ-
মণ্ডল দাড়ি-গোঁফে ভরা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল।
পরনে ছেঁড়া জামা পাতলুন। খালি পা।
হাতে এক টুকরো ময়লা কাগজ।

সোমেন। না-না—মারবেন না—আমাকে মারবেন না। বিশ্বাস করুন, আমি কোন অন্যায় কাজ করিনি। জীবনে আমি কখনও কারও ক্ষতি করিনি—আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না—আমার একটা কথা শুনুন—

দ্রুতবেগে অমল আসে।

অমল। চুপ কর শালা শয়তান!

সোমেন। না-না—বিশ্বাস করুন, আমি শয়তান নই।

অমল। শয়তান নও শালা শুয়ারের বাচ্চা!

[অমল সোমেনকে ঘুসি মারে, সোমেন আর্তনাদ করে পড়ে যায়]

সোমেন। আঃ—

অমল। বল জানোয়ার! আর কখনও এমন কাজ করবি?

সোমেন। আমি তো অন্যায় কাজ করিনি।

অমল। আরে শালা! এখনও বাতেলা হচ্ছে? দেব শালাকে

লাথি মেরে ড্রেনের মধ্যে ফেলে? [অমল লাথি মারিতে উদ্যত হয়]

সন্দীপ আসে। তার হাতে একটি ব্যাগ।

সন্দীপ। মারবেন না—মারবেন না—শুনুন—পাগলকে মেরে কি লাভ?

অমল। পাগল না হাতি। শালা শয়তান পাগল সেজে থাকে।

সন্দীপ। পাগল সেজে থাকে!

অমল। আজ্ঞে হ্যাঁ। জানোয়ারটা পাগল সেজে মেয়েদের সামনে গিয়ে দেয়ালা করে। শালা এক নম্বরের লম্পট।

সোমেন। মিথ্যে—ভয়ঙ্কর মিথ্যে—

অমল। মিথ্যে তো—মীনার সামনে দাঁড়িয়েছিলি কেন? তাকে কলম চেয়েছিলি কেন? জানেন স্যার! মীনা ভীষণ ভদ্র মেয়ে, তাই ওই জানোয়ারটাকে কিছু বলেনি। পাড়ার ফোরটোয়েন্টি মেয়ে হলে জুতিয়ে শালার মুখ চ্যাপ্টা করে দিত। বুঝলেন।

[প্রস্থান।

সোমেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সন্দীপ। হাসছেন কেন?

সোমেন। কই! হাসিনি তো।

সন্দীপ। সত্যিই মেয়েটির কাছে আপনি কলম চেয়েছিলেন?

সোমেন। হ্যাঁ।

সন্দীপ। কেন?

সোমেন। ঠিকানা লিখবো বলে।

সন্দীপ। কিসের ঠিকানা?

সোমেন। চিঠির।

সন্দীপ। কার চিঠি?

সোমেন। ভগবানের।

সন্দীপ। কি বললেন!

সোমেন। ভগবানকে আমি চিঠি লিখেছি। কি লিখেছি শুনবেন? শুনুন—

শ্রীচরণেষু ভগবান!

আমি পৃথিবী থেকে চিঠি লিখছি:—স্নেহ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ-করেছে—প্রেম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—কর্ত্তব্য যেন আজ ক্রুশবিদ্ধ যিশু—স্বার্থ-লোভ-হিংসার নেশায় মানুষগুলো সব পাগল হয়ে গেছে—তোমার সুন্দর পৃথিবী আজ—পাগলা-গারদ। ইতি – ই—তি—যা—একেবারে ভুলে গেছি। আচ্ছা স্যার! একটা উপকার করবেন?

সন্দীপ। বলুন।

সোমেন। দয়া করে আমার নামটা বলে দেবেন?

সন্দীপ। তার মানে –

সোমেন। আমার নামটা আমি ভুলে গেছি—অনুগ্রহ করে মনে পড়িয়ে দেবেন?

সন্দীপ। আপনার নাম আমি জানবো কেমন করে?

সোমেন। যেমন করে আমি আপনার নাম জানি। আপনার নাম—শ্রীযুক্ত বাবু বদ্ধ পাগল।

সন্দীপ। কি বললেন!

সোমেন। ঠিকানা—পাগলা-গারদ।

সন্দীপ। আশ্চর্য্য—

সোমেন। আপনি কি করেন বলবো?

সন্দীপ। বলুন।

সোমেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্বার্থের নেশায় ছুটে বেড়ান। ভাই-বন্ধু-আত্মীয়-পরিজনকে ফাঁকি দিয়ে লোভের গেলাশে লালসার মদ খান। মুখে ভালবাসার কথা বলেন কিন্তু মনে মনে ঠিক করেন কখন ঢেলে দেবেন ঘৃণার বীভৎস বিষ। বলুন—আমি মিথ্যা বলেছি? বলুন—[সোমেন শেষ কথা তীব্রকণ্ঠে বলে সন্দীপের দিকে চেয়ে বলে] পা থেকে কোমর পর্য্যন্ত মানুষের মত—কোমর থেকে গলা পর্য্যন্ত চেনা যায় না—কিন্তু গলার উপর মুণ্ডুটা? মুণ্ডুটা অবিকল হিংস্র হায়নার—কি আশ্চর্য্য, হরিণের গলায় হায়নার মুণ্ডু—হায়নার মুখে অজগরের হাসি—অজগরের চোখে কুমীরের অশ্রু। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [কাশি ও রক্ত বমন]

সন্দীপ। একি! মুখ দিয়ে যে রক্ত উঠছে!

সোমেন। [রক্ত হাতে নিয়ে] না। রক্ত নয়—এ আমার হৃদয়-কাননের ভালবাসার পারিজাত—স্নেহবিহ্বল সোনালী স্বপ্নপ্রদীপ—কর্ত্তব্যের কৌটায় রাখা নিষ্ঠায় রাঙ্গা মুক্তা।

সন্দীপ। আপনি কোথায় থাকেন?

সোমেন। পথে।

সন্দীপ। আপনার কে আছে?

সোমেন। শুধু আমি।

সন্দীপ। আপনাকে হাসপাতালে দেওয়া উচিত। চলুন—

সোমেন। যাবার সময় নেই। এই রক্ত দিয়ে এখন ভগবানের ঠিকানা লিখে চিঠিখানা পোষ্ট করে দিতে হবে। [রক্ত দিয়ে হাতের ময়লা কাগজে কি যেন লেখে। তারপর বলে]

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবান দেব। স্বর্গধাম রোড—জেলা—স্বর্গ—কি সুন্দর,

ঠিক লিখেছি তো? আরজেণ্ট চিঠি—শেষকালে কি লিখেছি জানেন? লিখেছি—হে ভগবান! আর কত দিন—আর কত দিন দেরী হবে তোমার এই পৃথিবীতে আসতে? [প্রস্থানোদ্যত]

সন্দীপ। শুনুন।

সোমেন। কে! ও—আপনি! কুমীরের অশ্রুতে নদী বয়ে যাচ্ছে—সেই নদীতে খেলা করছে হিংসার মাছ হিংসার মাছ তাড়া করেছে অহিংসার ঝিনুকগুলোকে—ওদিক থেকে ছুটে আসছে সন্ধানী ডুবুরীর দল—খুন করবে-ঝিনুকগুলোকে খুন করে মুক্তগুলো লুট করবে—আমি পালাই—চিঠিখানা এখনি পোষ্ট করতে হবে—

জ্ঞানবাবু আসে। তার হাতে চটের থলি।

জ্ঞান। চিঠিটা আমাকে দিন সোমেনবাবু!

সোমেন। না-না—কিছুতেই না। তুমি চিঠি পোষ্ট করবে না। তোমাদের কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। তোমরা সবাই পাগল। স্বার্থ, লোভ, আত্মসুখের নেশায় পাগল হয়ে অন্ধকার পাগলা-গারদে বাস করছো—আমি—শুধু আমি পালিয়ে এসেছি সেই পাগলা-গারদ ভেঙ্গে—আমার পায়ে লালসার শেকল নেই—আমার হাতে পৃথিবীর চিঠি—আমি পৃথিবীর রাণার—আমি ছুটে চলেছি সূর্য ওঠার দেশে—অনেক পিছনে ফেলে যাচ্ছি রুদ্ধ পাগলা-গারদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[ছুটিয়া প্রস্থান।

জ্ঞান। আশ্চর্য্য! ভদ্রলোকের কি নিদারুণ পরিণতি। মানুষকে ভালবেসে—দেশকে ভালবেসে—না যাই দেখি, বাজারে আবার কি পাওয়া যায়। [প্রস্থানোদ্যত]

সন্দীপ। পাগলটাকে আপনি চেনেন?

জ্ঞান। চিনি মানে? ভীষণভাবে চিনি। উনি ছিলেন ফার্স্ট ক্লাশ কেমিষ্ট।

সন্দীপ। বলেন কি?

জ্ঞান। ঠিকই বলছি স্যার। কারণ মুখার্জি ড্রাগ ইণ্ডাষ্ট্রিজে একসঙ্গে চাকরি করতাম।

সন্দীপ। কিন্তু ভদ্রলোক পাগল হয়ে গেলেন কি করে?

জ্ঞান। আপনিও কি মশাই পাগল নাকি?

সন্দীপ। পাগল না হলেও পাগলের মতই দিন রাত খুঁজে বেড়াচ্ছি।

জ্ঞান। কি?

সন্দীপ। চরিত্র, ইতিহাস, কাহিনী—এই নিন সিগারেট খান—আমি একজন নাট্যকার, বুঝলেন—পাগলটার জীবন-কাহিনী নিয়ে আমি নাটক লিখব—দয়া করে আপনি পাগলের সম্বন্ধে যা জানেন, আমাকে বলুন—

জ্ঞান। তা হলে তো বসতে হয় মশাই। আপনি বসুন—আমিও বসি। [জ্ঞানবাবু বসেন। সন্দীপ বসে ব্যাগ থেকে ডাইরী বার করে] সোমেন বাবুরা তিন ভাই। বড় ভাই উপেন ব্যানার্জী—

সন্দীপ। বলে যান। [ডাইরীতে লেখে] উ-পে-ন ব্যানার্জী—

জ্ঞান। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি—ভদ্রলোক ছোটোখাটো একটা ব্যবসা নিয়ে থাকতেন—

সন্দীপ। আপনি বলে যান। আমি মনে মনে চরিত্রটা কল্পনা করে নিই।

জ্ঞান। বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল উপেন ব্যানার্জীর—টাকা-পয়সাকেই তিনি বড় করে দেখতেন।

[সন্দীপ গালে কলম রেখে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার কাল্পনিক উপেনবাবু মঞ্চের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যায়]

জ্ঞান। কিন্তু তার বিদুষী স্ত্রী শান্তি দেবী ছিলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-প্রতিমা। স্বামীর অর্থ-মোহকে তিনি ঠিক মেনে নিতে পারতেন না। স্বামী সুবিধাবাদী হলেও শান্তি দেবী ছিলেন সত্যবাদিনী, ধর্মপরায়ণা এবং স্নেহশীলা।

সন্দীপ। [লেখে] শ্রীমতী শান্তি দেবী—

জ্ঞান। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ হবে—আর বলবো কি স্যার, মধ্যবিত্ত ঘরে অমন সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

[সন্দীপের মানসচক্ষে শান্তির ছবি ভেসে ওঠে। শান্তি মঞ্চের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যায়]

জ্ঞান। দুধে-আলতায় গোলা ছিল গায়ের রং—টানা টানা চোখ—দেখলেই মনে হ'তো সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী—রমেন ছিল সোমেনবাবুর ছোট ভাই।

সন্দীপ। [লেখে] রমেন ব্যানার্জী—

জ্ঞান। কলেজে পড়তো। চপল চঞ্চল ছিল তাঁর স্বভাব—কথায় কথায় লোককে হাসাতো—

[সন্দীপের কল্পনার রমেন মঞ্চের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যায়]

জ্ঞান। দাদা-বৌদি এবং রমেনের চোখের মণি ছিলেন সোমেন-বাবু।

সন্দীপ। তা হলে উনি পাগল হলেন কি করে?

জ্ঞান। সে এক বিচিত্র কাহিনী।

সন্দীপ। আপনি বলুন, আমি শুনবো।

জ্ঞান। তা হলে চলুন ওই ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে গোড়া থেকে শুরু করি।

সন্দীপ। চলুন।

[দুজনে ওঠে এবং চলতে চলতে জ্ঞানবাবু বলে]

জ্ঞান। কাহিনীর শুরু সোমেনবাবুর বাড়ীতেই। সেদিন ছিল রবিবার—সন্ধ্যা সাতটার সময় সোমেনবাবুদের বাড়ীতে এলেন কিংশুক চ্যাটার্জি—

[সন্দীপ ও জ্ঞানবাবুর প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্য।

উপেনবাবুর বাড়ী।

চিন্তাচ্ছন্ন কিংশুক আসে। পোশাক-পরিচ্ছদে দারিদ্র্যের ছাপ।

কিংশুক। সোমেন—সোমেন—কি ব্যাপার! বাড়ীতে কেউ নেই নাকি? আমার যা ভাগ্য—হয়তো সোমেনের সঙ্গে দেখাই হবে না—দেখি আর একবার ডেকে। সোমেন—

শান্তি আসে।

শান্তি। কে?

কিংশুক। আমি কিংশুক।

শান্তি। ওমা—কি ভাগ্যি—পথ ভুল করেছ নিশ্চয়ই?

কিংশুক। যার পথ নেই—তার আবার পথ ভুল বৌদি! যাক সেকথা—সোমেন কোথায়?

শান্তি। অফিসে।

কিংশুক। রবিবারে অফিস—

শান্তি। এ অফিস সে অফিস নয় ভাই—

কিংশুক। তবে?

শান্তি। প্রেমের অফিস।

কিংশুক। তার মানে?

শান্তি। সোমেন আজ শাঁওলীর প্রেমের অফিসে ডিউটি দিচ্ছে।

কিংশুক। শাঁওলী কে বৌদি?

শান্তি। সেকি! তুমি জানো না? তোমাকে বলেনি?

কিংশুক। না।

শান্তি। তা হলে শোনো। শাঁওলী হচ্ছে কল্যাণবাবুর বোন।

কিংশুক। ও!

শান্তি। তা বর্ত্তমানে চাকরী পাওয়া মানে রাজ্য পাওয়া।

কিংশুক। নিশ্চয়।

শান্তি। তোমার বন্ধু শুধু রাজ্য নয়—রাজ্যের সঙ্গে রাজকন্যাও পেয়েছে।

কিংশুক। শুভ সংবাদ।

শান্তি। এবার তোমার সংবাদ বল।

কিংশুক। ভাল।

শান্তি। কাকাবাবু কেমন আছেন?

কিংশুক। ভালই।

শান্তি। সিঁদুরের বিয়ের কিছু ব্যবস্থা করেছ?

কিংশুক। পাকা দেখা হয়ে গেছে—সামনের মাসে পাত্র পক্ষ আশীর্ব্বাদ করবেন।

শান্তি। যাক। বোনের বিয়েতে নিশ্চয়ই তোমাদের বাড়ী যাব। তার আগে তো নিয়ে গেলে না।

কিংশুক। শুধু আপনি নয় বৌদি—সোমেনকেও আমি আজ পর্য্যন্ত বাড়ী নিয়ে যেতে পারিনি। কোথায় নিয়ে যেতাম বলুন? বাড়ীটা তো বাড়ী ছিল না—ছিল আঁস্তাকুড়—চাকরী পাওয়ার পর বাড়ী পাল্টেছি।

শান্তি। ফ্ল্যাট নিয়েছ নিশ্চয়ই ?

কিংশুক। হ্যাঁ বৌদি। সুন্দর ফ্ল্যাট। বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বোনের বিয়ে দিচ্ছি—কাজেই—

শান্তি। চাকরীটা তা হলে ভালই পেয়েছ বলতে হবে ?

কিংশুক। ভাল মানে ? আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে সম্মানের চাকরী পেয়েছি বৌদি।

শান্তি। কি করতে হয় তোমাকে ?

কিংশুক। ভিক্ষে।

শান্তি। কিংশুক ঠাকুরপো !

কিংশুক। হ্যাঁ বৌদি। ভিক্ষে করেই আজ-কাল সংসার চালাচ্ছি। অবশ্য বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। তবে রাস্তার ভিখিরীতে প্রমোশন পেতে বেশী দেরী নেই।

শান্তি। বড় ব্যথা পেলাম কিংশুক ঠাকুরপো ! বিশ্বাস কর, কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার খবর আমি জানতে চাইনি ভাই ! তুমি যেন আমাকে ভুল বুঝো না লক্ষীটি।

কিংশুক। ছিঃ ছিঃ বৌদি ! আপনাকে আমি ভুল বুঝবো কেন ? আমিই তো ঠাট্টা করে প্রসঙ্গটা তুললাম। কি জানেন বৌদি ! বাস্তব জীবন যখন বিষময় হয়ে ওঠে—তখন কল্পনার রাজপুত্র সেজে মনটাকে সান্ত্বনা দিই। যাক, ক'টা বাজলো ?

শান্তি। তোমার হাতে—

কিংশুক। ঘড়ি নেই বৌদি। অভাবের দায়ে বিক্রি করে দিয়েছি।

শান্তি। ঘড়িটাও বিক্রি করেছ ?

কিংশুক। শুধু ঘড়ি নয় বৌদি ! বিক্রি করার মত সংসারে

যা ছিল তা সবই শেষ হয়ে গেছে—এবার আমার—নিজেকে শেষ করার পালা।

শান্তি। ছিঃ ঠাকুরপো! ওসব কথা বলতে নেই।

কিংশুক। তাছাড়া কোন উপায় নেই বৌদি! বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন, আইবুড়ো বোনটার দিকে তাকানো যায় না। সমস্ত সংসারটা যেন আগুনের মত জ্বলছে,—একটা বেকার নিরুপায় ছেলে আমি—কত দিন আর মুখ বুজে থাকতে পারি বলুন?

শান্তি। ভেঙ্গে প'ড়ো না ভাই। মানুষের সব দিন সমান যায় না। তুমি দেখে নিও, একদিন এ দুঃখের শেষ হবেই।

কিংশুক। বিশ্বাস করি না বৌদি। কোন সান্ত্বনা-বাক্যে আজ আর মন মানে না। বাবার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকাগুলো নষ্ট করে লেখাপড়া শিখলাম—কেমিষ্ট্রিতে সেকেণ্ড ক্লাশ পেলাম, কিন্তু কি লাভ হ'লো তাতে? যে কোন একটা চাকরীর জন্যে হন্যে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি—কিন্তু কোথায় চাকরী? সোমেনই আমার শেষ ভরসা বৌদি—তার ফার্মে যদি চাকরী না হয় তা হলে আত্মহত্যা ছাড়া কোন পথ নেই।

পাজামা পাঞ্জাবী পরে রমেন আসে।

রমেন। আছে।

কিংশুক। কি আছে?

রমেন। বাঃ, এমনি এমনি বলে দেব? কখনও না। কথা দাও, মিষ্টি খাওয়াবে?

শান্তি। ওর মনের অবস্থা ভাল নেই ছোট্ ঠাকুরপো।

রমেন। তুমি থামো তো মশাই! তোমাকে আর কিংশুকদার হয়ে ওকালতি করতে হবে না। [চেয়ারে বসে। সামনে টেবিল]

কিংশুক। আমি কিন্তু বৌদিকেই উকিল ধরলাম।

রমেন। বৌদি যত বড় উকিলই হোক, কেস হালকা হবে না। কারণ জজ আমি—ভীম নাগের সন্দেশ এবং বাগবাজারের রসগোল্লা ছাড়া কারও ওকালতিতেই আমি কথা প্রকাশ করছি না।

কিংশুক। বিপদে ফেললে বৌদি!

শান্তি। কিছু চিন্তা নেই। আমি উকিল, আমার উপর ভরসা রাখুন—[উকিলের মত ষ্টাইলে] মাই লর্ড! আমার মক্কেল জানতে চায়, তার এই জরিমানা হবার কারণ কি?

কিংশুক। জ্ঞানতঃ আমি কোন অপরাধ করিনি।

রমেন। অর্ডার—অর্ডার—যা বলবার উকিলবাবুই বলবেন।

শান্তি। ইয়োর অনার! আমার মক্কেল বেকার। কাজেই জরিমানা একটু কমিয়ে দেওয়া হোক—

রমেন। কি বলতে চান আপনি?

শান্তি। হয় সন্দেশ নয় রসগোল্লা—যে কোন এক দফা আদায় করার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

রমেন। অলরাইট! কিন্তু জামিন হবেন কে?

শান্তি। আজ্ঞে আমি ধর্মাবতার।

রমেন। ভেরী গুড্। এবার তা হলে রায় প্রকাশ করছি। আগামী কাল বেলা সাড়ে নয় ঘটিকায় আপনার মক্কেল মুখার্জি ড্রাগ ইণ্ডাষ্ট্রীজের অফিসে হাজির হবেন।

কিংশুক। }
শান্তি। } কারণ?

রমেন। কাল ভদ্রলোকের ইণ্টারভিউ ডেট।

কিংশুক। সত্যি!

সোমেন আসে। তার মুখে মৃদু হাসি। সে বলে।

সোমেন। হ্যাঁ কিংশুক, সত্যি।

কিংশুক। সোমেন!

সোমেন। নাম মাত্র ইণ্টারভিউ নেবে—ভেতরের কাজ যা করার, আমি করে রেখেছি। কল্যাণবাবুকে বলেছি, কিংশুক আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। কাজেই তুই নিশ্চিন্ত থাক—মুখার্জি ড্রাগ ইণ্ডাষ্ট্রিজের সহকারী কেমিষ্টের পোষ্ট তোর বাঁধা। কিন্তু এক সেট দামী স্যুট তোকে পরে যেতে হবে কিংশুক।

কিংশুক। এই মরেছে—কোথায় পাবো! যা পরে আছি—এ ছাড়া আমার আর কিছু নেই।

সোমেন। তোর না থাক, আমার আছে। রমেন! আমার নতুন স্যুট নতুন জুতো আর ব্লাক ডায়েল ঘড়িটা নিয়ে আয়।

রমেন। যাচ্ছি—[যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়] কিন্তু—

সোমেন। কিন্তু কি?

রমেন। সন্দেশ—

সোমেন। আবার ইয়াকি!

রমেন। বৌদি! কেস কিন্তু হালকা হয়ে যাচ্ছে।

শান্তি। এই নাও তো দশটা টাকা। [বুকের ভেতর রাখা ব্যাগ থেকে দশ টাকা দেয়।]

রমেন। থ্রি চিয়ার্স ফর বৌদি। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!

[প্রস্থান।

কিংশুক। একেবারে ছেলেমানুষ! সব সময় আনন্দে টলমল করছে। তোদের তিন ভাইয়ের মধ্যে রমেনই হবে জিনিয়াস।

সোমেন। শোন কিংশুক! কাল কিন্তু সাড়ে নটার মধ্যে অফিসে হাজির হবি। ট্রাম-বাসের যা অবস্থা, আগে থেকে রেডি হয়ে থাকাই ভাল। কি হ'লো, কথা বলছিস না কেন?

কিংশুক। এত সুখ আমার ভাগ্যে সইবে তো?

শান্তি। সত্যি! কাকাবাবু শুনলে খুব খুশী হবেন।

কিংশুক। সিঁতুর তো বিশ্বাসই করবে না।

উপেন আসে।

উপেন। না করাই উচিত। কারণ, বিশ্বাস করলেই বিপদ। আরে! কিংশুক যে? বুঝলি সোমেন! সেই বিশাখা দত্ত—যাকে বিশ্বাস করে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু গোপন কথা বলেছিলাম—সে ব্যাটা সব ফাঁস করে দিয়েছে।

সোমেন। কার কাছে?

উপেন। শিবনাথ সেনের কাছে। আরে বাবা, বলে আমার কি করবি? কম দামে মাল আমি ছাড়ব না। মাল হোল্ড করে রাখা মানেই সোনার খনি খুঁড়ে রাখা, না কি বল কিংশুক?

কিংশুক। সে তো বটেই।

উপেন। সে তো বটেই মানে! গোয়েঙ্কা প্রাইভেট লিমিটেড—প্রতাপ এণ্ড ব্রাদার্স মাত্র কয়েক গোডাইন কেরোসিন হোল্ড করে রেখে দুদিনে ক'লাখ টাকা লাভ করল বল দেখি?

[রমেন আসে। তার এক হাতে স্যুট ও জুতোর প্যাকেট, অন্য হাতে ঘড়ি।

রমেন। শুনুন উকিলবাবু!

যে দেশে মাটি নেই

সেই দেশ সন্দেশ,

এখনি আনিতে আমি

উৰ্দ্ধশ্বাসে করিব গমন।

[বড়দাকে দেখে জিভ কাটে]

উপেন। কি ব্যাপার ?

রমেন। স্যুট--

উপেন। স্যুট !

রমেন। জুতো—এবং ঘড়ি। কিংশুকদাকে দেব। এই নাও কিংশুকদা। [দুটি প্যাকেট দেয়। ঘড়ি দেয়। কিংশুক সেগুলো নিয়ে উপেনকে বলে]

কিংশুক। জানেন দাদা! কাল মুখার্জি ড্রাগ ইণ্ডাষ্ট্রিজে আমার ইণ্টারভিউ।

উপেন। তার মানে, তুমি চাকরী করবে ?

শান্তি। তবে কি তোমার মত ব্যবসা করবে ?

উপেন। ব্যবসায় কি মজা জানো ? কি হবে চাকরী করে ? একটু বুদ্ধি খাটিয়ে যে কোন একটা ব্যবসা করতে পারলে দু'বছরেই অবস্থা একেবারে লাল হয়ে যাবে, বুঝলে ?

শান্তি। থামো তো। খুব হয়েছে—চন্দন কাঠ আর পিঁড়ি আনতে বলেছিলাম, এনেছ ?

উপেন। এই দেখেছো। একেবারে ভুলে গেছি। আরে ভুল হয় আর না হয়, মিস্ত্রির কোম্পানীর লোকটা শেষ কালে এমন ঝামালা করল—ঠিক আছে, কাল নিশ্চয়ই এনে দেব।

শান্তি। খুব হয়েছে। দয়া করে আর তোমাকে আনতে হবে না। আমিই রমেনকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছি।

কিংশুক। চলুন বৌদি। আমিও তো বাজার হয়ে যাব। আসুন—

সোমেন। গোটা কুড়ি টাকা দাও তো বৌদি। [শান্তি কুড়ি টাকা সোমেনের হাতে দেয়। সোমেন কিংশুককে দেয়] কুড়িটা টাকা রেখে দে। দরকার বুঝলে ট্যাক্সি করে অফিসে পৌছোবি।

কিংশুক। সোমেন! তোর এ ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না।

সোমেন। পাগলামী করিস না তো—বাড়ী চলে যা—

শান্তি। হ্যাঁ ভাই, তুমি বাড়ী গিয়ে সুখবরটা দাওগে।

কিংশুক। সুখবর নয় বৌদি! নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে সোমেন এনে দিয়েছে আলোর স্বপ্ন। এ স্বপ্ন যদি সার্থক হয় তাহলে—

শান্তি।
রমেন। } তাহলে?

কিংশুক। মুখে আর বলব না। হৃদয় দিয়ে অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো। [প্রস্থান।

রমেন। কিংশুকদা সত্যিই বেঁচে গেল।

উপেন। তা তো গেল—কিন্তু কুড়িটা টাকা সোমেন না দিলেও পারতো। টাকা দেখছি তোদের কাছে খোলামকুচি। যেমন তুই তেমনি তোর বৌদি।

শান্তি। টাকাই জীবনের বড় জিনিষ নয়, বুঝলে?

উপেন। জীবন—জীবন। টাকাই হ'লো মানুষের জীবন। সেদিন মানুভাই আগরওয়ালা—

শান্তি। উঃ, চব্বিশ ঘণ্টা শুধু ব্যবসা আর ব্যবসা। শোনো—স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা নিয়ে ব্যবসা হয় না। কিংশুক ঠাকুরপোর সংসারের অবস্থা যদি জানতে—

উপেন। জানি—জানি—বাংলা দেশের অনেক কিংশুকের সংসার যে চলে না সে খবর আমি রাখি। তাই বলে তাদের জন্যে তো আমি আমার সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারি না।

শান্তি। কুড়ি টাকাতেই তোমার সর্বস্ব চলে গেল?

উপেন। কুড়িটা টাকার কত দাম জানো? কুড়ি লক্ষ টাকা

সোমেন।
রমেন।   } হাঃ-হাঃ-হাঃ!
শান্তি।

উপেন। হাসির কি হ'লো? আমাকে তোরা পাগল ভেবেছিস? তাহলে শোন! কল্যাণ মুখুজ্যের বাবা পবিত্র মুখুজ্যে মাত্র দশ টাকা নিয়ে ব্যবসা করতে নেমে মারা যাবার আগে কয়েক কোটি টাকা ব্যাঙ্কে রেখে গেছেন।

সোমেন। তুমিও তো ব্যবসা করছো দাদা। দেখা যাক ক' কোটি টাকা ব্যাঙ্কে জমাও।

উপেন। নিশ্চয়ই জমাব। তুই চাকরী করছিস, আমি ব্যবসা করছি, রমেন লেখাপড়া শেষ করে রোজগার করবে, ব্যস—তিন ভাইয়ের পয়সা এক করলে—

শান্তি। ব্যাঙ্কে রাখার জায়গা হবে না।

উপেন। দেখে নিও—দেখে নিও—পাঁচ বছর পরে যদি তোমাকে—আরে সর্বনাশ—হারাধন হালদারের সঙ্গে আসল কথাটাই আলোচনা করা হয়নি—কি মুশকিল—তোমাদের জন্যে দেখছি ব্যবসা-পত্তর সব

মাথায় উঠবে—দেখি বসাক ব্রাদার্স আবার কি কথা বলে—ওদিকে শেঠ কোম্পানী হাঁ করে বসে আছে—দুর-দুর, তোমাদের জন্যে কিছু হবে না। যত সব—

[প্রস্থান।

সোমেন।
রমেন। } হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শান্তি। রমেন! আমার বেতের ব্যাগটা নিয়ে এস তো।

রমেন। সত্যিই বাজারে যাবে?

শান্তি। হ্যাঁ। ক'টা জিনিস ফুরিয়ে গেছে—

[সোমেন রমেনকে ইশারা করে সিগারেট আনতে বলে।
শান্তি বুঝতে পেরে বলে]

শান্তি। কিসের ইশারা হ'লো?

রমেন। কিছু না—মেজদার ইয়ে, মানে—

সোমেন। নস্যি।

রমেন। হ্যাঁ, নস্যি ফুরিয়ে গেছে, তাই দশ পয়সা আনতে বললে। আনবো নিশ্চয় তোমার—ইয়ে—মানে—নস্যি আনব।

[প্রস্থান।

[শান্তি বুঝতে পেরে মৃদু হেসে সোমেনের দিকে
চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে]

শান্তি। জানো ঠাকুরপো! আজ সকালে তোমার ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে দেখি—

সোমেন। কি দেখেছ বৌদি?

শান্তি। দখিন দিকের জানালার কাছে কয়েকটা সাদা রংয়ের কিসের টুকরো পড়ে রয়েছে—

সোমেন । ও, কাল সুব্রত এসেছিল—সে সিগারেট খেয়েছিল—বোধ হয় তারই—

শান্তি । আর তোমার বালিশের তলায় যে একটা সুন্দরী মেয়ের ফটো দেখলাম—

সোমেন । এ্যা—না—মানে—

শান্তি । ঢোক গিলতে হবে না । ওটাও সুব্রতর কোন মেয়ে বন্ধুর ছবি ।

সোমেন । ঠিক বলেছ,—তুমি বাজার থেকে ঘুরে এস বৌদি—আমি উপরে চললাম ।

শান্তি । শোনো ।

সোমেন । বল ।

শান্তি । সুব্রত কিন্তু সিগারেট খায় না ।

সোমেন । তাহলে—মানে—

শান্তি । তিন মাস সে বাংলা দেশের বাইরে—

সোমেন । কিন্তু—

শান্তি । মেয়েটিকে আমি চিনি ।

সোমেন । না—মানে—শোনো বৌদি ! আমি—

শান্তি । ডুবে ডুবে বেশী জল খেয়ো না ঠাকুরপো । শাঁওলীকে একদিন আসতে ব'লো ।

[প্রস্থান ।

সোমেন । বৌদিটা সাংঘাতিক মেয়ে তো—ভেতরে ভেতরে সব খবর রাখে ! শাঁওলীকে তখনই বলেছিলাম—ছবি দিতে হবে না—তোমার ছবি আমার হৃদয়ে আঁকা আছে—এতক্ষণ সে বোধ হয় বিছানায় এলিয়ে পড়ে আমার কথাই ভাবছে আর গান গাইছে—

[সোমেন মৃদুকণ্ঠে গান গাহিতেছিল]

গান

কি যে হ'লো বুকে মোর
ঘুম আসে না।
দু'চোখ জুড়িয়া আছো
তবু মন হাসে না॥

সহসা ঝড়ের বেগে জপমালা ছুটে আসে।

[তার আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে—চোখে ভয়—আর্ত্তকণ্ঠে বলে]

জপ। দুয়ারটা বন্ধ করে দিন—শীগগির বন্ধ করে দিন।

সোমেন। কে আপনি ?

জপ। আগে দুয়ারটা বন্ধ করে আলোটা নিভিয়ে দিন—তার পর সব বলছি।

সোমেন। আপনি কি ভেবেছেন !

জপ। ভুল বুঝবেন না—আমি কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসিনি—দুটো গুণ্ডা আমাকে তাড়া করেছিল, তাই—[নেপথ্যে টোটা ও বল্টু বলে—ওই দিকে—ওই দিকে—সামনের বাড়ীটার ভেতর ঢুকে গেছে] ওই শুনুন। ওরা এদিকেই আসছে—আপনার পায়ে পড়ছি, দুয়ারটা বন্ধ করে দিন।

সোমেন। না।

জপ। ওরা ভাল লোক নয়—ওরা অসভ্য—ওরা জানোয়ার।

বল্টু আসে।

বল্টু। খবরদার ছুকরী! বাজে কথা বললে অবস্থা কেরোসিন হয়ে যাবে। চলে এস।

জপ। না—

টোটা আসে।

টোটা। ভদ্রলোকের বাড়ীতে কিচাইন ক'রো না মাইরী। এস—

জপ। না—

বল্টু। শুনছেন স্যর! মেয়েটাকে বাড়ী থেকে বার করে দিন।

সোমেন। না।

বল্টু। না মানে?

টোটা। ইয়াকি পেয়েছেন?

বল্টু। কচি ডাব দেখে দাদার তেষ্টা পেয়ে গেছে দেখছি—

সোমেন। গেট আউট—গেট আউট—এখনি বেরিয়ে যাও, না হলে এখনি পুলিশে খবর দেব।

টোটা। চল বে দোস্ত—দাদা লড়কা দিচ্ছে—

বল্টু। দেবেই তো বে—শালা কার সেডে ইঞ্জিন ঢুকে গেছে আবার দেখতে হয়—কাট শালা। [প্রস্থান।

টোটা। যা ছুকরী, খুব বেঁচে গেছিস—লিন দাদা—লটারীর একখানা প্রাইজ পেয়ে গেলেন।

[প্রস্থান।

সোমেন। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, কবে যে এরা ঘরে ফিরবে কে জানে!

জপ। পুলিশে খবর না দিয়ে ওদের ছেড়ে দিলেন?

সোমেন। হ্যাঁ।

জপ। ভুল করলেন।

সোমেন। কেন?

জপ। পুলিশে দেওয়া উচিত ছিল।

সোমেন। তাই কি?

জপ। নিশ্চয়ই।

সোমেন। না-না, ওরা ছুটুক। ছুটতে ছুটতে যে দিন ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে—সে দিন দেখবেন, ওদের চরিত্র শুদ্ধ হয়ে গেছে।

জপ। জীবনে ওদের চরিত্র শুদ্ধ হবে না।

সোমেন। হবে—হবে। সবে পা ফেলতে শিখেছে—কত পড়বে—কত আঘাত পাবে—কত ব্যথা পাবে—মানুষ ঠকেই তো শেখে—ভুলের অনুশোচনা মানুষের জীবনে অসংখ্য ফুল ফোটায়—যাক সে-কথা, এবার বলুন, আপনি কোথায় যাবেন?

জপ। আমি! তা তো আমি জানি না।

সোমেন। কি বলছেন!

জপ। ঠিকই বলছি। পৃথিবীতে আমার আপনার বলতে কেউ নেই। পাকিস্তানী জানোয়ারদের ভয়ে দাদা, বৌদি আর আমি পূর্ব্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসছিলাম—কিন্তু—

সোমেন। বলুন।

জপ। খান-সেনারা পথের মধ্যে আমার দাদাকে খুন করে—বৌদিকে নিয়ে—

সোমেন। বুঝেছি। কিন্তু আপনি রেহাই পেলেন কি করে?

জপ। আমাকেও তারা ধরেছিল। কিন্তু হঠাৎ মুক্তি-সেনারা এসে পড়ায় খান-সেনারা পালিয়ে যায়। মুক্তি-ফৌজের ছেলেরা এপারে পৌঁছে দিয়ে আমার ইজ্জত রক্ষা করেন।

সোমেন। ভগবান আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

জপ। এর চেয়ে তিনি আমাকে মেরে ফেললে ভাল করতেন। চোখের সামনে দাদাকে একদল পশু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারলো, বৌদির সেই মর্ম্মভেদী চিৎকার এখনও আমার কানে বাজছে—সহায়-

সম্বল-হীনা এক বাস্তুহারা মেয়ে আমি, কি করে বেঁচে থাকবো বলতে পারেন দাদা?

সোমেন। দাদা!

[আচম্বিতে সোমেন যেন কেমন হয়ে যায়। দৃষ্টি অনেক দূরে। জপমালা বলে]

জপ দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের সন্ধানে এসে শুনলাম, কিছু দিন আগে তিনি মারা গেছেন—আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে শিয়ালদা ষ্টেশনে ফিরে যাচ্ছিলাম, কিন্তু অজানা অচেনা কলকাতা সহর—রাস্তা হারিয়ে ফেললাম। তখন থেকেই পিছু নিল ওই গুণ্ডা দুটো—আপনার দয়ায় ইজ্জত রক্ষা হল, কিন্তু—এবার যে কোথায় যাবো—

সোমেন। যাওয়ার পথ বন্ধ।

জপ। তার মানে?

সোমেন। এখান থেকে আর যাওয়া যাবে না।

জপ। কি বলছেন আপনি!

সোমেন। আপনি নয়, তুমি—

জপ। তুমি!

সোমেন। তোর স্নেহ-কণ্ঠের ছোট্ট ডাকে প্রীতির যে বন্ধ দুয়ার আমি খুলে দিয়েছি বোন—আর তো তোকে আমি চলে যেতে দেব না।

জপ। দাদা!

সোমেন। আমাদের বোন ছিল না রে। আয়, ঘরে আয়—দাদা, বৌদি, রমেন তোকে দেখে অবাক হয়ে যাবে—আমি হাসতে হাসতে বলব—অনেক দিনের মিষ্টি সাধ আজ ভগবান মিটিয়ে দিয়েছেন—স্নেহ-সুন্দর প্রদীপ জেলে আমাদের ঘরে এসেছে ছোট্ট একটি বোন।

[জপমালার হাত ধরে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মুখার্জি ম্যানসন।

সর্বাধুনিক পোশাকে সজ্জিতা শাঁওলী আসে।

তার কণ্ঠে গান।

গান।

শাঁওলী। একটি মন আমি কুড়িয়ে পেলাম—
কিছুটা প্রেম তাতে জড়িয়ে দিলাম—
তারপর কি হ'লো তা—
না-না-না, আমি বলব না।
দু'জনে কিছু কথা কিছু মেশা—
বিবশ তনু-মন কি যে নেশা—
বাসর-দীপ আমি নিভিয়ে দিলাম
সোহাগে হাতখানি হাতে রাখিলাম
তারপর কি হ'লো তা—
না-না-না, আমি বলব না।

মঙ্গল আসে। তার হাতে খাতা-কলম।

মঙ্গল। ঠিক এমনি করে—ঠিক এমনি করেই রাকা রজনীর জ্যোৎস্নাধারায় ভেসে গিয়েছিল পৃথিবীর আঙ্গিনা—

শাঁওলী। তার মানে—

মঙ্গল। অদূরে পাটুলীপুত্রের বিশাল প্রাসাদের সুশোভন হর্ম্মরাজি—প্রদীপ হাতে এগিয়ে আসে পূজারিনী শ্রীমতী—চোখে তার বিদিশার নিশা—মুখে তার শ্রাবস্তির কারুকার্য্য—

শাঁওলী। ছোট্দা!

মঙ্গল। ধীর পদক্ষেপে—ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মন্দির-সোপানে এসে থমকে দাঁড়ায়। পায়ে আজ নূপুর পরেছে সে—হাতে বাজে কঙ্কন কিঙ্কিনী—

শাঁওলী। কার কথা বলছিস রে?

মঙ্গল। কারাগারে বন্দী হয়ে আছেন নৃপতি বিম্বিসার। সারা দেশ আতঙ্কে অস্থির—সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দুর্ম্মদ রাজা অজাতশত্রু—হাতে তার অহিংসা নাশের রক্তমাখা হিংস্র হাতিয়ার। সহসা বুদ্ধ-মন্দির থেকে ভেসে আসে মহানির্ব্বানের অমৃত মন্ত্র বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি—ধর্ম্মং শরণম্ গচ্ছামি!

শাঁওলী। খুব হয়েছে, থাম তো।

মঙ্গল। বৎসরাজ উদয়ন, কোশলরাজ চণ্ড, রাজকুমারী বাসবদত্তা, এরা যদি আজ বেঁচে থাকতো জানিস শাঁওলী মাঝে মাঝে আমি দেখতে পাই—

শাঁওলী। কি?

মঙ্গল। সম্রাট অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, এরা সকলেই বেঁচে উঠেছে, চানক্য আবার নন্দ বংশ ধ্বংস করে অর্থশাস্ত্রের শ্লোক রচনা করছেন।

শাঁওলী। এখনি ডাক্তার বাবুকে ফোন করতে হবে।

মঙ্গল।

শাঁওলী। তোর মাথার গণ্ডগোল হয়েছে। তুই এক কাজ কর

ছোট্‌দা ! সোমেনের বন্ধু কিংশুকবাবুর সঙ্গে বন্ধুতা কর। সেও যেমন কাজ-পাগল—তুমিও তেমনি ইতিহাস-পাগল।

মঙ্গল। আমাদের এ্যাসিষ্টেণ্ট কেমিষ্টের কথা বলছিস ?

শাঁওলী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কল্যাণ মুখার্জি আসে।

কল্যাণ। নো—নেভার। ইডিয়েটটাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না।

মঙ্গল। কার কথা বলছো দাদা ?

কল্যাণ। বেয়ারার শিবুর কথা বলছি—

শাঁওলী। শিবু—শিবু—

শিবু আসে।

শিবু। আমাকে ডাকছেন মেমসাব ?

শাঁওলী। চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেব ননসেন্স।

শিবু। আমার অপরাধটা কি বলুন ? বলুন, আমি কি অন্যায় করেছি ?

শাঁওলী। দাদা ! শিবু কি অন্যায় করেছে ?

কল্যাণ। শিবু আবার কখন অন্যায় করলো ?

শাঁওলী। বাঃ, একটু আগে তুমি বললে শিবুকে দিয়ে কোন কাজ হবে না ?

কল্যাণ। শিবুর নাম বলেছি—না-না, শিবু নয় আমি বলছিলাম নন্দর কথা।

শাঁওলী। তা হলে তুই যা শিবু। [শিবু নীরবে প্রস্থানোদ্যত হলে মঙ্গল বলে]

মঙ্গল। কিছু বলবে না শিবুদা?

শিবু। কি আর বলব ছোটসাহেব। না বলেই তো কত অপরাধ করছি।

[প্রস্থান।

শাঁওলী। শিবুকে তুই শিবুদা বলিস?

মঙ্গল। কেন, প্রেষ্টিজে লাগলো নাকি?

কল্যাণ। মিঃ চক্রবর্তি।

শাঁওলী। মিঃ চক্রবর্তি—

জ্ঞানবাবু আসে। হাতে সংবাদপত্র।

জ্ঞান। ভাল করে ভেবে দেখুন স্যর!

কল্যাণ। নো-নো—ভাবনার কোন কারণ নেই। বৃষ্টি আজ হবেই। বাজী আমি জিতবোই।

শাঁওলী। কার সঙ্গে বাজী ধরেছ দাদা?

কল্যাণ। মিঃ গোয়েঙ্কার সঙ্গে।

মঙ্গল। কি নিয়ে?

কল্যাণ। আজ বৃষ্টি হবে কি হবে না।

মঙ্গল। কত টাকা?

কল্যাণ। পঞ্চাশ হাজার।

শাঁওলী। মাত্র?

কল্যাণ। আরে এতেই তো সোমেনের চোখ কপালে উঠেছিল।

জ্ঞান। উনি বলছিলেন মেঘ সেরকম নেই—যদি বৃষ্টি না হয়?

কল্যাণ। আঃ মিঃ চক্রবর্ত্তি! কেন আমাকে ডিসটার্ব করছেন? বলেছি তো, বৃষ্টি না হয় যাবে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা।

সোমেনটা যে কি? ভীষণ সেন্টিমেণ্টাল এণ্ড নার্ভাস। শাঁওলী! সোমেন সম্পর্কে এখনও ভেবে দেখ।

শাঁওলী। বাবাঃ বাবাঃ কতবার বলব, ভাবা আমার শেষ। সোমেনকেই আমি বিয়ে করব।—দুর-দুর—এক কথা একশো দিন ভাল লাগে না।

কল্যাণ। রাগ করিস না। তুই আমাদের একমাত্র বোন। তাই—

শাঁওলী। মালটিমিলিওনার প্রকাশ চ্যাটার্জির বিলেত ফেরৎ তাই বিলাসের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ভাবছো।

কল্যাণ। একজ্যাক্টলী।

শাঁওলী। দুর-দুর সে আবার একটা পুরুষ? তার গোটা শরীর খুঁজলে এক ফোঁটা প্রেম পাওয়া যাবে? মিঃ চক্রবর্ত্তি!

জ্ঞান। বলুন।

শাঁওলী। সোমেন অফিসে রয়েছে?

জ্ঞান। আজ্ঞে না।

কল্যাণ। সে বাড়ী চলে গেছে।

শাঁওলী। বোগাস।

কল্যাণ। তার মানে?

শাঁওলী। সে গেছে ইডেন গার্ডেনে।

কল্যাণ। কি—আমাকে যে বললো—বাড়ী যাচ্ছি?

শাঁওলী। তবে কি বলবে—স্যর, আমি আপনার বোন শাঁওলীর সঙ্গে প্রেম করতে যাচ্ছি? ননসেন্স। [প্রস্থান।

কল্যাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মেয়েটা আধ-পাগলী। মঙ্গল! ব্যারিষ্টার বি. বি. ব্যানার্জি টেলিফোন করেছিল?

মঙ্গল। না।

কল্যাণ। মিসেস মজুমদার?

মঙ্গল। হ্যাঁ।

কল্যাণ। কি বলেছো?

মঙ্গল। বলেছি, আপনি একজন অভদ্র মেয়েমানুষ।

কল্যাণ। হোয়াট্!

মঙ্গল। তা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

কল্যাণ। কেন, কি বলছিল সে?

মঙ্গল। আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

কল্যাণ। তুমি কি এখনও ছেলেমানুষ আছো?

মঙ্গল। ছেলে আছি কি না জানি না—তবে মানুষ আছি, একথা ঠিক।

[প্রস্থান]

কল্যাণ। স্কাউণ্ড্রেল! মিসেস মজুমদারের সঙ্গে আমার একটা—যাক—আপনি পড়ুন মিঃ চক্রবর্ত্তি। [বসে]

[জ্ঞানবাবু চেয়ারে বসে সংবাদপত্র পাঠ করতে থাকে।]

জ্ঞান। "চোরাকারবারীদের প্রতি সরকারের সতর্কবাণী" কলকাতা ২০শে মার্চ—

কল্যাণ। যেটা করতে বলব—ঠিক তার উল্টোটি করবে। একা এতগুলো বিজনেস—মাথার ঠিক থাকে? পড়ুন।

জ্ঞান। কলকাতা ২০শে মার্চ—

কল্যাণ। উঁহু। শুধু হেডলাইনগুলো পড়ে যান।

জ্ঞান। ঠিক আছে স্যর। "আরব রাষ্ট্রগুলির তৈলকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার", "দেশের জনগণের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর

রহমানের আহ্বান", "কয়লার মূল্যবৃদ্ধি", "ছাদ হইতে লাফাইয়া জনৈক যুবতীর আত্মহত্যা", মালয়েশীয়ায়—

কল্যাণ। ছাদ হইতে লাফাইয়া—

জ্ঞান। "জনৈক যুবতীর আত্মহত্যা"।

কল্যাণ। সবটা পড়ুন।

জ্ঞান। "কলিকাতা। ২০শে মার্চ। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন—আলীপুরের আমবাগানের পাশের বাড়ীর ছাদ হইতে লাফাইয়া একজন সুন্দরী যুবতী আত্মহত্যা করিয়াছে। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছে যুবতীর নাম উর্ব্বশী সেন। আত্মহত্যার কারণ জানা যায়নি।" সি, এম, ডি, এ—

কল্যাণ। মিঃ চক্রবর্ত্তি!

জ্ঞান। স্যর।

কল্যাণ। আর পড়তে হবে না। আপনি এ্যাসিষ্টেণ্ট কেমিষ্ট—কি যেন নামটা—

জ্ঞান। কিংশুক চ্যাটার্জি।

কল্যাণ। হ্যাঁ, কিংশুকবাবুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

জ্ঞান। আচ্ছা স্যর। নমস্কার।

[প্রস্থান।

কল্যাণ। শিবু—শিবু—

শিবু আসে।

শিবু। ডাকছেন বড় সায়েব?

কল্যাণ। হ্যাঁ—শোন।

শিবু। বলুন।

কল্যাণ। সুখেন্দুকে বলবি এখনি যেন মিঃ মেহেদীকে ফোন করে।

শিবু। আচ্ছা। [প্রস্থানোদ্যত]

কল্যাণ। দাঁড়া।

শিবু। বলুন।

কল্যাণ। যোগিন্দর সিংকে জানিয়ে দে সে যেন মিঃ ভার্মার সঙ্গে এখনি দেখা করে। যা—হ্যাঁ, আর একটা কথা—শাঁওলী মেমসাবকে বলবি—আজ সন্ধ্যায় মুখার্জি ম্যানসনে পার্টি দেব—সোমেনকে যেন খবরটা জানিয়ে দেয়।

শিবু। সেলাম—

[প্রস্থান।

কল্যাণ। উর্ব্বশী সেনের আত্মহত্যার কারণ পুলিশ কেন স্বয়ং ভগবানও জানতে পারবে না। উর্ব্বশী—কাল রাত তিনটে পর্য্যন্ত তুমি —হাঃ-হাঃ-হাঃ

দামী স্যুট পরে কিংশুক আসে।

কিংশুক। মে আই কাম ইন স্যর?

কল্যাণ। ইয়েস, আই এ্যাম ষ্টিল ওয়েটিং ফর ইউ।

কিংশুক। আপনি আমাকে ডেকেছেন স্যর?

কল্যাণ। হ্যাঁ। আপনার নামটা—

কিংশুক। কিংশুক।

কল্যাণ। সরি। কিছুতেই নামটা মনে থাকে না—বেশ সুন্দর নাম আপনার। কিং—শুক কিং—শুক—কিংশুক হলো গিয়ে—ই'য়ে—মানে—

কিংশুক। ফুলের নাম।

কল্যাণ। ইয়েস, ফুলের নাম। কিংশুক—মন্দার—কুন্দ—আচ্ছা কিংশুকবাবু! মেঘ দেখে কি মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে?

কিংশুক। ভীষণ বৃষ্টি হবে স্যর।

কল্যাণ। ভেরী গুড—আচ্ছা আপনি কখনো আলীপুর গেছেন কিংশুকবাবু ?

কিংশুক। অনেকবার গেছি স্যর। একটা কথা বলছিলাম—

কল্যাণ। বলুন।

কিংশুক। আপনি আমাকে তুমি বললে ভীষণ খুশী হব।

কল্যাণ। ওঃ আচ্ছা—ঠিক আছে আজ থেকে তুমি বলব—এবং নাম ধরে ডাকবো। শিবু—গ্রীন লিকার—বস কিংশুক—তোমাকে ভীষণ দরকার।

শিবু আসে। তার হাতে সবুজ মদের বোতল।

শিবু। সোডা আনব বড় সায়েব ?

কল্যাণ। না। এক কাজ কর। প্রথমে চ্যাটার্জি বাবুকে দে।

কিংশুক। আমি স্যর ড্রিঙ্ক করি না।

কল্যাণ। অম্ল খাও। খাওয়া ভাল। কি হলো শিবু—

শিবু। নিন বাবু।

[গ্লাসে মদ ঢেলে কিংশুককে দিলে কিংশুক পান করে]

কিংশুক। আঃ।

কল্যাণ। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হয়—তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। এই দেখ না তোমার ডাবল আমি খাচ্ছি—[শিবু গ্লাস ভর্তি মদ দেয় কল্যাণ পান করে] কই কোন কষ্ট হচ্ছে না তো। যা শিবু—আর লাগবে না।

শিবু। আজ্ঞে আচ্ছা—

[প্রস্থান।

কল্যাণ। বুঝলে কিংশুক!

কিংশুক। আজ্ঞে—

কল্যাণ। তোমার উপর আমার অনেক ভরসা—দু'মাসের মধ্যেই তোমার কাজের নিষ্ঠা দেখে আমি ভীষণ খুশী হয়েছি—এক কাজ কর।

কিংশুক। বলুন—

কল্যাণ। [পকেট থেকে চিঠি বার করে] এই চিঠিটা নিয়ে তুমি মিঃ স্যান্যালের সঙ্গে দেখা কর।

কিংশুক। কোথায় স্যর, আলীপুরে?

কল্যাণ। না।

কিংশুক। তবে?

কল্যাণ। পার্কসার্কাসের একটা অফিসে—চিঠিতে ঠিকানা লেখা আছে পড়ে নাও।

কিংশুক। [ঠিকানা পড়ে] ওঃ, আমি ভেবেছিলাম—একটা কথা স্যর ভেবে পাচ্ছি না।

কল্যাণ। কি কথা বল।

কিংশুক। আলীপুরে গেছি কিনা জানতে চাইলেন অথচ—

কল্যাণ। পাঠাচ্ছি পার্কসার্কাসে কেমন? হাঃ-হাঃ-হাঃ, শোন কিংশুক! ডাক্তার রোগীর প্রথমে কি পরীক্ষা করে?

কিংশুক। পালস্।

কল্যাণ। একজ্যাক্টলী! তাই রোগ হয়েছে আলীপুরে—কিন্তু তুমি যাচ্ছো—পার্কসার্কাসের পালস্ পরীক্ষা করতে। হাঃ হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

কিংশুক। ভদ্রলোকের কি অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। জীবনে যে মদ ছোঁয়নি, তাকেও উনি মদ খাওয়ালেন। মাথাটা যেন ঝিম-ঝিম

করছে—একটা অচেনা আনন্দ মনটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে—কি যেন একটা মনে হচ্ছে অথচ মনে করতে পারছি না—কল্যাণবাবু আমার কাজ দেখে খুশী হয়েছে—হতেই হবে—তবে হঁ্যা, লোকটা ভাগ্যবান। ভাগ্যবান কল্যাণবাবুর ছত্রছায়ায় থাকলে পায়ের তলায় মাটির অভাব হবে না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উপেনবাবুর বাড়ী।

শান্তি আসে। তার হাতে ছোট্ট রেকাবীতে কিছু ফলের টুকরো। সে বলে।

শান্তি। হবে না—হবে না—মুখপুড়ি মেয়েটার দ্বারা কিছু হবে না। কখন বলেছি—আজ রাস পূর্ণিমা। সন্ধ্যার আগে থেকে তৈরী হয়ে থাকবি—কোথায় কে! ঠাকুরের কাছে ধুনো পর্য্যন্ত দেয়নি। ঠাকুরঝি—এই ঠাকুরঝি!

জপমালা আসে। তার খোলা চুল। হাতে ধুনুচী। ধুনুচী থেকে ধোঁয়া উঠছিল।

জপ। একটু দেরী হয়ে গেল বৌদি। রাগ ক'রো না।

শান্তি। দয়া করে এবার ধুনুচীটা নামাও।

[জপমালা ধুনুচী ঠাকুরের সামনে নামায়। শান্তিও নৈবেদ্যর রেকাবী নামিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করে। জপমালাও প্রণাম করে]

[জপমালা ও শান্তির কণ্ঠে গান]

গান।

(তুমি) আনন্দ নব ঘন শ্যাম।
শ্রীমতীর মনোচোর
নয়ন-কিশোর
মুরলীধারী গুণধাম।
বৃন্দাবন ধন ব্রজের রাখাল—
দেবকী-নন্দন যশোদা-দুলাল—
গলে বনমালা ভুবন করেছে আলা
লহ প্রভু লহগো প্রণাম।

গানের মাঝে রমেন আসে। তার মুখে মৃদু হাসি। গান শেষ হলে সে বলে।

রমেন। শ্রীমতী শান্তি দেবী ও শ্রীমতী জপমালা আপনাদের ভজন গেয়ে শোনালেন। এর পরের শিল্পী—

জপ। কুমার রমেন ব্যানার্জি।

রমেন। ওরে বাবা। আমি? গানের প্রথম লাইন শেষ হবার আগেই পাশের বাড়ীর সমরবাবু গান নিয়ে ছুটে আসবেন। তার চেয়ে শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে—

শান্তি। থাম তো। আর ফাজলামী করতে হবে না। নাও প্রসাদ নাও। প্রসাদ খেয়ে দয়া করে পড়তে বস। এক মাস বাদে

পরীক্ষা। সে খেয়াল আছে? [শান্তি রমেনকে প্রসাদ দেয়] ও পড়তে বসুক—তুই আমার সঙ্গে রান্নাঘরে আয় ঠাকুরঝি!

জপ। রান্না তো তুমি করবে।

শান্তি। তোকে শিখতে হবে না? আয়। মসলাটা বেটে দিয়ে বসে বসে দেখবি। দেরী করিস না—উনন্ ধরে গেছে—আমাকে যদি মাংস চাপিয়ে দিয়ে মসলা বাটতে হয় তাহলে গরম খুন্তি আজ তোর পিঠে ভাঙবো—এ কথা বলে রাখলাম হ্যাঁ।

[প্রস্থান।

জপ। দেবী মনসা রাগিয়া গিয়াছেন। চলি রে ছোটদা! তুই পড়তে বস। [প্রস্থান।

রমেন। পড়তে বসে কি হবে? একশো বার পড়ছি তবু মুখস্থ হচ্ছে না। চোখ বুজে যেই পড়াটা মনে করতে যাচ্ছি অমনি ভেসে উঠছে জপমালার মুখ। মেয়েটা আমাদের বাড়ীতে আসার পর থেকেই মনে যেন ইলেকট্রিক সক্ লেগে গেছে। [রমেন চেয়ারে বসে। সামনে টেবিলে বই ছিল। বই খুলে পড়তে শুরু করে] "মন দুই প্রকার। সচেতন মন ও অবচেতন মন।" বিশিষ্ট স্বপ্ন তত্ত্ববিদ ডাঃ ফ্রয়েড বলেন:—মানুষ অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়ায় স্বপ্ন দেখে। তিনি প্রমাণ করেছেন বাল্যকালের অনেক ঘটনা মানুষ পরিণত বয়সে স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পায়।

জপমালা আসে। তার হাতে এক কাপ চা।

জপ। চা।

রমেন। ডাঃ ফ্রয়েড আরও বলেন:—মানুষের অবচেতন মনের পাপ চেতন মন অনেক সময় জানতেও পারে না।

জপ। চা দিয়েছি।

[রমেন জপমালার দিকে অপলক চেয়ে বলে]

রমেন। ইডিপাস কম্‌প্লেক্স। পুরুষ এবং প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তি পরস্পরকে আকর্ষণ করা। কিন্তু—

জপ। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—[প্রস্থানোদ্যত]

রমেন। এক মিনিট।

জপ। দাঁড়াবার টাইম নেই।

রমেন। কেন?

জপ। রান্না করছি।

রমেন। বৌদি?

জপ। সোয়েটার বুনছে।

রমেন। [চায়ে চুমুক দেয়] মেজদা কোথায়?

জপ। বাজারে গেছে।

রমেন। ওঃ—তা রান্না হতে কত দেরী?

জপ। কেন, খিদে পেয়েছে?

রমেন। খিদে! হ্যাঁ তা তো পেয়েছেই—তা তোমাকে—

জপ। এই ছোট্‌দা। সকলের সামনে আমাকে "তুই" বলিস—আর কেউ না থাকলে "তুমি" বলিস কেন রে?

রমেন। কেন বলি?—আচ্ছা পরে বলব।

জপ। পাগল না কি?

[প্রস্থান।

রমেন। কি নাইস ফিগার। ডাগর ডুটো চোখে যেন সমুদ্র থেমে গেছে—আমার ইচ্ছে করে—ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলুক—[বইয়ের দিকে চেয়ে] ইডিপাস কম্‌প্লেক্স—

পুরুষ ও প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তি পরস্পরকে আকর্ষণ করা—খেৎতেরীকা! পড়তে ভাল লাগছে না। [চেঁচিয়ে] জল—এক গ্লাস জল—জল আবার বৌদি নিয়ে আসবে না তো? যদি আসে! [পড়তে থাকে] "পুরুষ এবং প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তি পরস্পরকে আকর্ষণ করা।"

জপমালা আসে। হাতে জলের গ্লাস।

জপ। চা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জল খেতে নেই।

রমেন। কেন?

জপ। ঠাণ্ডা লাগে। [গ্লাস রাখে]

রমেন। ভীষণ পিপাসা লেগেছিল।

জপ। লেগেছিল মানে?

রমেন। বর্ত্তমানে মিটে গেছে।

জপ। জল দেখেই পিপাসা মিটে গেল?

রমেন। জল দেখে তো মেটেনি।

জপ। তবে?

রমেন। পরে বলব।

জপ। কি জানি বাবা। তোর হেঁয়ালি আমার মাথায় ঢোকে না।

রমেন। শাড়ীটা ভারী সুন্দর তো।

জপ। মেজদা কাল কিনে এনেছে।

রমেন। ব্লাউজটার সঙ্গে ফাইন স্যুট করেছে। [ইতিমধ্যে রমেন উঠে জপার শাড়ীর এক প্রান্ত ধরে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে] সুন্দর শাড়ীটা। মোমের মত নরম—বলছিলাম কি—

জপ। কি হ'লো, থামলে কেন, বল?

রমেন। তোমাকে ঠিক—এখন থাক পরে বলব।

জপ। পরে বলব, পরে বলব করে এত কথা জমিয়ে রাখছিস যে বলতে তোর এক মাস সময় লেগে যাবে।

রমেন। মোটেই না।

জপ। তবে?

রমেন। এক সেকেণ্ড।

জপ। এক সেকেণ্ড!

রমেন। একটি কথা বললেই সব কথা বলা হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

জপ। ছোটদার মনোভাব বেশ ভাল বুঝছি না। কোন কথাই শেষ করে না—কেমন যেন চেয়ে থাকে—সামনেই পরীক্ষা অথচ—কি পড়ছিল দেখি—[জপমালা টেবিল থেকে বইটি নিয়ে দুয়ারের দিকে পিছু ফিরে পাতা উলটায়, সুব্রত এসে তার চোখ টিপে ধরে] কে বলব? মেজদা।

সুব্রত। [ছেড়ে দিয়ে] ক্ষমা করবেন।

জপ। আপনি!

[অপলক চেয়ে থাকে। সুব্রতও চেয়ে থাকে।
কিছুক্ষণ পরে ভীরু কণ্ঠে বলে]

সুব্রত। আমি সোমেনের বন্ধু। আমার নাম সুব্রত। মানে আমি ভেবেছিলাম বৌদি। কিছু মনে করবেন না, বৌদি ছাড়া তো অন্য কোন মেয়ে ছিল না। আপনি—

জপ। সোমেনবাবুর বোন।

সুব্রত। সোমেনের বোন! মানে—

জপ। আপনি বসুন। বৌদিকে ডেকে দিচ্ছি।

সোমেন আসে।

সোমেন। খবরদার জপা! ও কাজটি করিসনি। বৌদি খেপচুরিয়াস হয়ে আছে—রান্নাঘরে গেলে নির্ঘাৎ তোকে খুন্তি পেটা করবে। আরে সুব্রত যে! কখন এলি?

সুব্রত। একটু আগে। তারপর, কেমন আছিস বল?

সোমেন। তুই কেমন আছিস তাই বল। তিন মাস ধরে খুব তো শিমলা-কাশ্মীর ঘুরে বেড়ালি। মনটন ভাল তো?

সুব্রত। হ্যাঁ। বৌদি কেমন আছেন?

সোমেন। ফায়ার।

সুব্রত। কেন?

সোমেন। আর কেন। জপা কড়াইয়ে তেল চাপিয়ে দিয়ে এসে এখানে আড্ডা মারছে।

জপ। আমার কি দোষ! ছোট্‌দা যে—

সোমেন। "ছোটদা যে" যা না, যা একবার বৌদির সামনে। মজা দেখ গিয়ে—সোয়েটার বুনতে বুনতে বেগুন ভাজছে—যেই আমি সামনে গেছি, অমনি তেড়ে এসে বললো—"জপা মুখপুড়ি গেল কোথায়? তুমিই তো বোনটাকে আদর দিয়ে মাথায় তুলে ফেলেছ। রান্নার রা পর্য্যন্ত শিখলো না—শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যে শাশুড়ীর বকুনী খাবে।"

জপ। বাজে বকিস না মেজদা।

সোমেন। বাজে বকছি মানে—শ্বশুরবাড়ী গিয়ে রান্না-বান্না করতে হবে না?

জপ। তবে রে দুষ্টু কোথাকার—[সোমেনের পিঠে কিল মেরে প্রস্থানোদ্যত]

সোমেন। শোন জপা—

জপ। সময় নেই।

সোমেন। বৌদির হাতে-পায়ে ধরে কেসটা মিটিয়ে ফেলিস।

জপ। [বাইরে থেকে] আচ্ছা।

সোমেন। কেস মিটে গেলেই—

জপ। [আরও বাইরে থেকে] বুঝতে পেরেছি।

সোমেন। কি?

জপ। [অনেক দূর থেকে] দু-কাপ চা।

[প্রস্থান।

সোমেন। ভ্যাট্‌স রাইট। জপা একেবারে এক্সপার্ট হয়ে গেছে। হাঁ করলেই বুঝতে পারে মেজদার কি চাই। কি হ'লো—কি এত ভাবছিস?

সুব্রত। ক'মাস না হয় কলকাতার বাইরে ছিলাম—তা এর মধ্যে তোদের বোন কোত্থেকে এল?

সোমেন। সে অনেক কথা—আমার ঘরে গিয়ে বলব।

জপা আসে। হাতে চায়ের ট্রেতে দু-কাপ চা।

সোমেন। কিরে, বৌদি মারেনি তো?

জপ। মারতো। নেহাত সুব্রতবাবু এসেছেন শুনে কিছু বলল না। সুব্রতবাবু, বৌদি বলে দিলেন—নতুন কবিতা না শুনিয়ে আপনার যাওয়া হবে না।

সোমেন। এই মরেছে। বৌদি তাহলে সব ফাঁস করে দিয়েছে। আমি ভাবলাম একজন গ্রেট ম্যানের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দেব।

জপ। আমি কিন্তু আপনার লেখার ভীষণ ভক্ত। আপনার অনেক লেখা আমি পড়েছি—

সুব্রত। পড়েছেন?

সোমেন। পড়েছেন নয় পড়েছো।

সুব্রত। পড়েছো?

জপ। নিশ্চয়ই। অদ্ভুত লেখা আপনার—কবিতাগুলো যেন এক একটা মুক্ত।

শান্তি আসে।

শান্তি। দেখিস ঠাকুরঝি—সেই মুক্তার মালা যেন গলায় পরে ফেলিস না।

সুব্রত। কেমন আছেন বৌদি?

শান্তি। তোমার সঙ্গে কথাই বলব না।

সুব্রত। কেন—কেন—শ্রীচরণে কি অপরাধ করেছি?

শান্তি। বলছি—বলছি—আগে একটা সিগারেট দাও খাই—

জপ। }
সোমেন। } হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সিঁদুর আসে।

সিঁদুর। এইটাই কি সোমেন ব্যানার্জীর বাড়ী?

শান্তি। হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কে ভাই?

সিঁদুর। আমি কিংশুক চ্যাটার্জির বোন সিঁদুর।

শান্তি। তুমিই সিঁদুর।

সিঁদুর। আপনি নিশ্চয়ই শান্তি বৌদি।

শান্তি। হ্যাঁ ভাই। [সিঁদুর শান্তিকে প্রণাম করে, তুলে] থাক—থাক আর প্রণাম করতে হবে না।

সিঁদুর। দাদার মুখে আপনাদের কথা শুনেছি—কিন্তু চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

জপ। কিংশুকদা অনেক দিন আসেনি, না রে মেজদা?

সোমেন। আর কোনদিন হয়তো আসবে না।

সিঁদুর। আপনি?

জপ। উনিই সোমেনবাবু।

সিঁদুর। ওঃ আপনিই সোমেনদা!

সোমেন। হ্যাঁ। কিন্তু আপনি হঠাৎ—

সিঁদুর। আপনার কাছে ছুটে এলাম। দাদা আজ তিন দিন হ'লো বাড়ী ফেরেনি। তাই—

সুব্রত। কিংশুক তো তোর সঙ্গেই চাকরী করে।

জপ। মেজদার এ্যাসিষ্টেণ্ট।

সোমেন। নামে এ্যাসিষ্টেণ্ট, কাজে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে।

শান্তি। কি ব্যাপার বলতো সিঁদুর? কিংশুক ঠাকুরপো কি বদলে গেছে?

সিঁদুর। একেবারে। সে দাদা আর নেই। চাকরী পাওয়ার পর থেকেই যেন কেমন হয়ে গেছে—বাবার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না—আমাকে দেখে জ্বলে ওঠে—দাদাকে বলবেন না—অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরে—মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যায়।

শান্তি। বল কি?

সিঁদুর। হ্যাঁ বৌদি। ক'দিন ধরে অনেক রাত করে বাড়ী ফিরছিল বলে বাবা কিছু কথা বলেছিলেন—তাই তার পরদিন থেকে

আর বাড়ী ফেরেনি। অফিসের ঠিকানা জানি না যে খোঁজ নেব—সেই জন্যে এখানে এলাম—যদি সোমেনদার কাছে সংবাদটা পাই।

সুব্রত। কিংশুক অফিস করে তো?

সোমেন। হ্যাঁ।

সুব্রত। তোর সঙ্গে দেখা হয়?

সোমেন। হ্যাঁ।

শান্তি। বাড়ী আসে না। রাত্রে কোথায় থাকে জানো?

সোমেন। না।

সিঁদুর। আপনি যদি দয়া করে কাল দাদাকে একটু বুঝিয়ে বলেন—

সোমেন। বলব।

সিঁদুর। বাবা ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছেন—বুড়ো মানুষ—দাদার উপরেই তার সব ভরসা—

শান্তি। তোমার বিয়ের কিছু ব্যবস্থা হ'লো?

সিঁদুর। ওসব কথা এখন থাক বৌদি। আমি আসি—

শান্তি। সেকি! কখনও আসোনি। এই তো এলে—চল একটু মিষ্টি খেয়ে যাবে।

সিঁদুর। না বৌদি। কিছু মনে করবেন না। মিষ্টি অন্য একদিন এসে খেয়ে যাব। আজ আমি যাই। কারণ বাবা সেই পাঁচটার পর থেকে ঘর-বার করছেন। তার উপর আমি যদি আবার দেরী করে ফিরি তাহলে তিনি হয়তো ভীষণ চিন্তা করবেন। সোমেনদা! দাদাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন—বৌদি! আজ তাহলে গেলাম।

[প্রস্থান।

[সুব্রত সিঁড়ুয়ের গমন পথের দিকে চেয়ে কবিতা বলে]

—কবিতা—

সুব্রত। সময়ের শাখায় শাখায়
ফুটে ওঠে মুহূর্ত্তের ফুল।
মধু লোভে ছুটে যায়
ভাবনা-ভ্রমর—কিন্তু
অকৃতজ্ঞ "প্রয়োজন" সময়ের
রেশন মানে না—
মুহূর্ত্তের ফুল হয় জীবনের ভুল। [প্রস্থানোদ্যত]

সোমেন। কোথায় যাচ্ছিস ?

সুব্রত। তোর ঘরে। একটা কথা বলব সোমেন ?

সোমেন। বল।

[সুব্রত আবার কবিতা বলে]

—কবিতা—

সুব্রত। হাসি-খুশী স্বপ্ন দিয়ে ভরা
জীবনের দ্রুতগামী ট্রেন
পৌছবে কি আনন্দ ষ্টেশনে ?
হে সারথি ! চেয়ে দেখ—
সন্দেহ সিগন্যাল।

[প্রস্থান।

জপ। কি আশ্চর্য্য ! সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনা করে ফেলল। বৌদি ! রান্না তো হয়ে গেছে—আমি একটু রেডিও খুলে বসব ?

শান্তি। যা।

জপ। গুড্ বয়। এমন না হলে বৌদি। [জপমালা সুব্রতর বলা কবিতা বলে]

—কবিতা—

সময়ের শাখায় শাখায়
ফুটে ওঠে মুহূর্তের ফুল—
মধু লোভে ছুটে যায়
ভাবনা-ভ্রমর—

[প্রস্থান।

শান্তি। কি ভাবছো, কিংশুক ঠাকুরপোর কথা?

সোমেন। না বৌদি। কিংশুক আমার ভাবনার বাইরে চলে গেছে। তাকে বোধ হয় আর ফেরানো যাবে না।

শান্তি। সে কি! তা হলে যে ওদের সংসারটার সর্ব্বনাশ হবে। বুড়ো বাবা—আইবুড়ো বোন—না-না—আমি ভাবতে পারছি না ঠাকুরপো! তুমি যেমন করেই হোক কিংশুক ঠাকুরপোকে ফিরিয়ে আনো।

উপেন আসে।

উপেন। কিংশুক আর ফিরবে না শান্তি।

শান্তি। ফিরবে না!

উপেন। না। অন্তত: সোমেনের কথাতে ত নয়ই।

শান্তি। সে কি! ঠাকুরপোই তো তাকে চাকরী করে দিয়েছে—নিজের পোষাক দিয়ে তার সম্মান রেখেছে—

উপেন। সেই জন্যেই তো আজ সে অসম্মান করবে।

সোমেন। দাদা!

উপেন। গোপন করতে চাস না সোমেন! তুই না বললেও আমি তোর অফিসের সব খবর রাখি। এখন ভেবে দেখ কেন বার বার বলি, সততা-সরলতা—সত্যের পথ ছেড়ে দে।

সোমেন। তা বলে মিথ্যের পথ ধরে—দেশের সর্ব্বনাশ করে সংসারে উন্নতি করতে হবে?

উপেন। নিশ্চয়ই।

সোমেন। না। আমি কোন দিন মিথ্যের আশ্রয় নেব না—তোমাকেও নিতে দেব না। যে অন্যায় ব্যবসা তুমি করবে ভাবছো তা তোমার করা চলবে না।

উপেন। জীবনটা নাটক নয় সোমেন।

সোমেন। জীবনটা জীবনের চেয়ে বেশী কিছু নয় দাদা।

উপেন। তুই কি মনে করেছিস তোর খেয়াল খুশী মত আমি চলব? তুই জানিস জপমালাকে আশ্রয় দিয়ে সমাজের চোখে আমরা কতখানি ছোট হয়ে গেছি?

সোমেন। যে সমাজ আমাদের ছোট করেছে—সে সমাজ আমি মানি না।

উপেন। তুই না মানলেও আমি মানি। কারণ আমাকে সমাজে মিশতে হয়। সমাজের নিন্দে আমাকে সইতে হয়—পাড়ার লোকের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না।

সোমেন। দাদা!

উপেন। তোর মত সর্ব্বজনীন মন নিয়ে আমি পরের জন্য দেউলিয়া হতে শিখিনি—আর কে কোথাকার একটা রাস্তার মেয়েকে বোন বলে মাথায় নিয়ে নাচানাচি করতে পারি না।

সোমেন। কি বলছো তুমি!

শান্তি। চুপ কর ঠাকুরপো! সুব্রত শুনতে পাবে—তাছাড়া জপা শুনলে কি মনে করবে? [স্বামীকে] তোমার পায়ে পড়ি—দয়া করে চুপ কর।

সোমেন। না বৌদি। প্রসঙ্গটাকে তুমি চাপা দিতে চেও না। জপাকে আশ্রয় দেবার পরের দিন থেকেই দাদার মনে যেন গিঁট লেগে গেছে—আমাকে না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি—দাদা কি বলতে চায়। [প্রস্থানোদ্যত]

উপেন। সোমেন!

সোমেন। পালাইনি। সুব্রতকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে এক্ষুনি আসছি।

[প্রস্থান।

উপেন। আমার চেয়ে বেশী লেখাপড়া শিখেছে—আমার চেয়ে বেশী রোজগার করে—তাই সব সময় অহঙ্কারে ফেটে পড়ছে—হুঁ, আদর্শ মহাপুরুষ! দেশকে ভালবাসতে শিখেছেন—বোনের জন্য এক গোছা টাকা নষ্ট করে গয়না কিনে আনা হোল—পাড়ার লোকে কি সাধে যা-তা কথা বলছে?

শান্তি। যা-তা কথা কি বলেছে শুনি?

সুনীতি ভট্‌চাজ আসে।

সুনীতি। শুনো না বৌমা, শুনো না। পাড়ার লোকের পাঁচ মিশিলী কথায় কখনও কান দিও না। যত সব বজ্জাত, বখাটে—ঠাকুর—ঠাকুর।

উপেন। আসুন সুনীতি কাকা।

শান্তি। বসুন।

সুনীতি। না মা, বসব না। বসে বসেই তো জীবন কাটিয়ে দিলাম। নশ্বর দেহ বসে বসেই মাটি হয়ে গেল। পরকালের কাজ কিছুই করা হ'লো না—ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—

উপেন। বাড়ী ভাড়ার কথা?

সুনীতি। না উপেন। তোমাদের বাড়ী ভাড়ার টাকা তো রমেন কবে দিয়ে এসেছে—সে টাকা আমি ছুঁইনি—কি হবে আপদ বালাই নাড়াচাড়া করে—কি যেন বলছিলাম? হ্যাঁ। পাড়ার লোকের কথা। ওদের কথা আর ব'লো না বাবাজী। সব ব্যাটা চোর, চরিত্রহীন, মিথ্যেবাদী। ভুলেও সত্যের ধার ধারে না। ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—

উপেন। পাড়ার লোকের কথা।

সুনীতি। দেখেছ—মনে থাকছে না—আজকাল কোন কথাই আর মনে থাকছে না। তাইতো বলি—আর কেন ঠাকুর! এবার আলোয়-আলোয় পার করে দাও—ভালয় ভালয় চলে যাই।

শান্তি। সেকি! এখন কি আপনার যাবার বয়েস হয়েছে?

সুনীতি। ভাল লাগছে না বৌমা! সংসারে কি সুখ আছে বল? এই সোমেনের মত দেবতুল্য ছেলে আজকাল দেখাই যায় না—তার নামেও যা-তা কথা। ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ। কে যেন বলছিল সোমেন নাকি জপমালাকে রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করেছে।

সোমেন আসে।

সোমেন। সুনীতি কাকা!

সুনীতি। কথাটা যে কত বড় মিথ্যে তা তো আমি জানি বাবাজী।

আমি জানি কল্যাণ মুখুজ্যের বোনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, এসব কথা কি বলতে আছে? ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—দশটা টাকা হবে উপেন? কাল সন্ধ্যে পর্য্যন্ত দিয়ে দেব।

উপেন। সেদিন যে দশ টাকা নিয়ে গেলেন?

সুনীতি। দেব। কাল একসঙ্গে দেব। ঠাকুর—ঠাকুর—আর কেন প্রভু—দাও বাবা উপেন—বিশ্বাস কর, কাল দেবই।

উপেন। এই নিন। [দিল]

সুনীতি। [নিল] ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ, তোমাদের কি চা খাওয়া হয়ে গেছে বৌমা?

শান্তি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুনীতি। বেশ—বেশ—আমি অবশ্য চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি—, ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ—একটা কথা বলে যাই উপেন।

উপেন। বলুন।

সুনীতি। রমেন—তোমার ছোট ভাই, তার দিকে একটু লক্ষ্য রেখো। আগুনের পাশে ঘি রাখলে কি হয় জানোই তো!

সোমেন। ভট্‌চাজ মশাই!

সুনীতি। ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ—আজ তাহলে আসি। ঠাকুর—ঠাকুর—

[প্রস্থান।

সোমেন। এ পাড়া থেকে আমরা উঠে যাব।

উপেন। যে পাড়ায় যাবি সে পাড়াটা কি সমাজের বাইরে?

সোমেন। দাদা!

উপেন। এখনও সময় আছে সোমেন, মনে ভেবে দেখ। যুগের

সঙ্গে সমান তালে ছুটতে না পারলে এমন পিছিয়ে পড়বি যে, সেখান থেকে চিৎকার করলেও কারও সাড়া পাবি না।

[প্রস্থান।

সোমেন। দরকার নেই কারো সাড়ার। মিথ্যে যতই এগিয়ে যাক—আমার বিশ্বাস, সত্যের কাছে তাকে হার মানতেই হবে।

শান্তি। ঠাকুরপো!

সোমেন। দাদার মত তুমি আমাকে ভুল বুঝো না বৌদি! তুমি অন্ততঃ বিশ্বাস করো—আমি ভুল করিনি—দাদাকে তুমি যেমন করেই হোক বুঝিয়ে বলো—সোমেন জপমালাকে যে সিংহাসনে বসিয়েছে—সেই স্নেহের সিংহাসন যেন ভুলের আঘাতে ভেঙ্গে না যায়।

[প্রস্থান।

শান্তি। শোনো—শোনো ঠাকুরপো! দেখ দেখি, ছেলেমানুষের মত কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। আশ্চর্য্য মানুষ! শিশুর মত সরল মন—সংসারে কাউকেও পর ভাবতে শেখেনি। এক বুক সত্যের আলো নিয়ে—হৃদয়ে সেবার ব্রত নিয়ে একাই এগিয়ে চলেছে। তাই চল ভাই! এগিয়েই চল। তোমার পিছনে আর কেউ না থাকলেও আমি আছি। ফুলের গন্ধের মত—আলোর শিখার মত—ধুমের ধোয়ার মত।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

সবুজ পার্ক।

সিগারেট টানতে টানতে বল্টু আসে।

বল্টু। চিলের মত—শালা বাজপাখীর মত—ছোঁ মেরে ছুঁড়িটাকে ছিনিয়ে নিলে শুয়োরের বাচ্চা। ঠিক আছে—সে শালাকে যদি কোন দিন কবজার মধ্যে পাই তো বুঝিয়ে দেব আমার নাম—

টোটা আসে।

টোটা। বল্টু।

বল্টু। কি বে! শালা লাইন ক্লিয়ার?

টোটা। ফোট শালা! লাইন বিলকুল জ্যাম। কার সঙ্গে বাতেলা দিচ্ছিলি বে?

বল্টু। জাবর কাটছিলাম। শালা সেই মেয়েটা যদি—

টোটা। ছ'মাস হয়ে গেল শালা, এখনও সেই মেয়েটার কথা ভুলতে পারছিস না?

বল্টু। আচ্ছা, সে শালা মস্তান যে মেয়েটাকে বাড়ীতে আশ্রয় দিলে—তা তাকে নিয়ে কি করবে?

টোটা। ভেজে খাবে।

গীতকণ্ঠে বাদল আসে। তার গলায় ঝোলে
বাদাম ভর্ত্তি বাজরা। সে গাইছিল।

গান।

বাদল। বাদাম ভাজা।
আমার কাছে মিলবে বাবু
হাতে গরম তাজা।

মিষ্টি মিষ্টি গল্প করুন

ছাড়িয়ে দানা মুখে ছুড়ুন

প্রেমের চাটনি খেতে দারুণ

খেয়ে দেখুন মজা।

বন্টু। বিশ পয়সা করে দু'জায়গায় দাও।

বাদল। দিচ্ছি বাবু।

টোটা। নুন আছে তো?

বাদল। আছে বইকি বাবু। নুনের সঙ্গে লঙ্কাগুড়ো আছে।

[বাদল কাগজের ঠোঙ্গা পাকায়, তাতে বাদাম ভরতে ভরতে গান গায়]

গান।

একলা যদি বসে থাকেন

মুখটি করে বন্ধ,

বিশটা পয়সা খরচ করুন

পাবেন গো আনন্দ।

সাথী-হারা সাথী পাবেন—

মনের দুঃখ ভুলে যাবেন—

বিশ পয়সাতে হয়ে যাবেন

বিশ মিনিটের রাজা।

বাদল। নিন বাবুরা। [বাদামের ঠোঙ্গা দেয়]

টোটা। [ঠোঙ্গা নিয়ে] এই নে বে। [বন্টুকে দেয়] এই নাও পয়সা। [পয়সা দেয়]

বল্টু। তুমি তো খালধার থেকে আসছো—একটা মেয়ে লাইট-পোষ্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখলে?

বাদল। আমি লক্ষ্য করিনি বাবু। [গাইতে থাকে]

গান।

বাদাম ভাজা।
আমার কাছে মিলবে বাবু
হাতে গরম তাজা।—যাই বাবু—

[প্রস্থান।

টোটা। শালার গলাটা মাইরী বেশ—তাই না?

বল্টু। কে আসছে।

টোটা। ভয় নেই। সংবাদবাবু।

জ্ঞানবাবু আসে।

জ্ঞান। কি গো ভাইয়েরা! খবর কি?

টোটা। খবর তো দাদা আপনার কাছে।

জ্ঞান। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হচ্ছে মোহন বাগান ইষ্টবেঙ্গল খেলায় ড্র করার জন্য কল্যাণ মুখার্জির এক লক্ষ টাকা লাভ।

বল্টু। শালা গোয়েঙ্কা তাহলে আজ ডিগবাজী খেয়েছে।

জ্ঞান। শ্রীমতী শাঁওলী দেবী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন—সোমেনবাবু ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবেন না।

টোটা। মেয়েটার মাইরী ছাতি আছে।

বল্টু। কিংশুকবাবু ভালভাবেই সিংহাসন দখল করেছেন—বর্তমানে তিনি কোম্পানীর প্রধান পরামর্শদাতা।

টোটা। শালা বসতে পেয়েছে—এবার শোবে।

জ্ঞান। "খেলার খবর" আজ সোমেনবাবুকে হারিয়ে দিয়ে কিংশুক-বাবু তিন দিন পরে বাড়ী ফিরছেন। [প্রস্থানোদ্যত]

বল্টু। শুনুন সংবাদ বাবু।

জ্ঞান। বল ভাইয়েরা।

বল্টু। আজ যে আপনার মাইনের দিন সে খবর তো বললেন না!

জ্ঞান। এইমাত্র খবর পাওয়া গেল—অনির্দিষ্ট কালের জন্য জ্ঞান-বাবুর ব্যাঙ্ক বন্ধ।

টোটা। কেন?

জ্ঞান। একজন কাবুলীওয়ালা তার জামার কলার ধরেছিল।

টোটা। বলেন কি?

জ্ঞান। খবর শেষ হলো।

[প্রস্থান।

বল্টু। বেশ হ'লো—আ বে শালা, গাড়ীটা আজ আসবে না নাকি?

টোটা। আগের ইষ্টিশনে হয়তো রেড সিগন্যাল দেখে দাঁড়িয়ে গেছে।

ধর্মদাসবাবু আসে।

ধর্ম। ক'টা বাজলো বলতে পারেন?

বল্টু। ক'টা হলে ভাল হয়?

ধর্ম। ভাল যাতে হয় তা তো পেরিয়ে গেছে বাবা।

বল্টু। কি বললে, বাবা! আ বে দোস্ত,—দাদা আমাকে বাবা বানিয়ে দিয়েছে।

টোটা। কি বাবা বানালে দাদা? টেম্পোরারী না পার্মানেণ্ট?

ধর্ম। আপনারা কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?

টোটা। [বল্টুকে চুপি চুপি বলে] বুড়ো শালা টিকটিকি নয় তো রে?

বল্টু। [চুপিসারে] চুপ! [প্রকাশ্যে] কিছু মনে করবেন না দাদু।

ধর্ম। আপনারা বোধ হয় এ পাড়ায় নতুন এসেছেন?

টোটা। [স্বগত] যা ভেবেছি শালা তাই। বল্টু! শালা জোক্ দিয়ে কেটে পড়তে হবে।

ধর্ম। কি হবে বললেন?

বল্টু। [স্বগত] সেরেছে। [প্রকাশ্যে] আজ্ঞে পড়তে যেতে হবে।

ধর্ম। আপনারা পড়েন?

টোটা। আজ্ঞে হ্যাঁ। কলেজে। এখন যাবো—প্রফেসরের কাছে প্রাইভেট পড়তে।

ধর্ম। পড়তে যাবেন তো বই কই?

বল্টু। বই—বই মানে—প্রফেসরের বাড়ীতে কাল রেখে এসেছি—[স্বগত] লাইন নে টোটা। [প্রকাশ্যে] চল রে—উনি এতক্ষণ রেডি হয়ে গেছেন। চলি স্যর।

[প্রস্থান।

টোটা। [স্বাগত] শালা নির্ঘাৎ টিকটিকি। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া এত সহজ নয়। [প্রকাশ্যে] চলি স্যর। নমস্কার।

[প্রস্থান।

ধর্ম। কিংশুক রাগ করে তিন দিন বাড়ী আসেনি—নিশ্চয়ই সে সোমেনদের বাড়ীতে আছে—রাত আটটা বেজে গেল—কিন্তু সিঁদুর

এখনও ফিরলো না কেন? তবে কি সে সোমেনদের বাড়ী খুঁজে পায়নি?

সিঁদুর আসে।

সিঁদুর। পেয়েছি বাবা।

ধর্ম। পেয়েছিস? তাহলে আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে তো! আমি জানি—সোমেনদের বাড়ীতেই সে আছে—ওঃ বাবু রাগ করে তিন দিন ধরে ডুব মেরে বুড়ো বাপকে ভয় দেখাচ্ছে।—তা হ্যাঁ মা, তুই যখন গেলি তখন সে কি করছিল?

সিঁদুর। চা খাচ্ছিল।

ধর্ম। ওই এক রোগ বাবুর—ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খাওয়া—চায়ে যে কি খিদে নষ্ট করে—কতদিন বলেছি অতবার চা খাসনে—যাক সেকথা—তা হ্যাঁরে সিঁদুর? বাবুর রাগ কমেছে দেখলি?

সিঁদুর। কমেছে।

ধর্ম। আজই তাহলে বাড়ী আসবে নাকি?

সিঁদুর। না।

ধর্ম। কেন, না কেন? তাকে বলিসনি সংসারে একটি পয়সা নেই—সে টাকা পয়সা না দিলে রেশন তোলা হবে না? তা ছাড়া বন্ধুর বাড়ী কি এতদিন থাকা ঠিক?

সিঁদুর। দাদার জ্বর হয়েছে বাবা।

ধর্ম। তাই বল। দেখ দেখি কি মুস্কিলের ব্যাপার—তাতেই বেচারা তিন দিন ধরে বাড়ী আসেনি। তা হ্যাঁরে সিঁদুর সোমেন তাকে ডাক্তার টাক্তার দেখাচ্ছে তো?

সিঁদুর। দেখাচ্ছে।

ধর্ম। এক কাজ কর মা। আমাকে তার কাছে নিয়ে চল। আমি বেশ ভাল বুঝছি না সিঁদুর।

সিঁদুর। কোন ভয় নেই বাবা। কাল বিকালের দিকে সোমেনদা দাদাকে সঙ্গে করে পৌছে দেবেন—রাত হয়েছে বাড়ী চল।

ধর্ম। বলছিস? তবে তাই চল—[চলতে থাকে]

সিঁদুর। না—না—ওদিকে নয়—আমার হাত ধর—সামনে অন্ধকার—

সিঁদুর ধর্মদাসের হাত ধরে সামান্য এগিয়ে যেতেই কিংশুক আসে। সে মদ খেয়েছে কথা জড়ানো।

কিংশুক। কি ব্যাপার রে সিঁদুর! বাসায় তালা দিয়ে দুজনেই পার্কে চলে এসেছিস, ব্যাপারটা কি?

ধর্ম। কে! কিংশুক না?

সিঁদুর। হ্যাঁ বাবা!

[সিঁদুর কিংশুককে ইশারা করে সব কিছু ম্যানেজ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু কিংশুক বলে]

কিংশুক। নো—নেভার। আমি এ্যাকটিং ফ্যাকটিং করতে পারি না সিঁদুর। যা বলব মুখের উপরে সোজা কথায় বলব।

ধর্ম। তুই খুব দুর্বল হয়ে গেছিস কিংশুক?

কিংশুক। কেন? দুর্ব্বল হতে যাব কেন? মুখার্জি ড্রাগ ইণ্ডাষ্ট্রিজের কেমিষ্ট মিঃ কিংশুক চ্যাটার্জি দুর্বল-টুর্ব্বল হতে যাবে কোন দুঃখে?

ধর্ম। সিঁদুর! তবে যে তুই বললি—

সিঁদুর। মিছে কথা বলেছি বাবা! পাছে তোমার কষ্ট হয় এই ভেবে আমি আজ প্রথম তোমাকে মিছে কথা বলেছি— [কান্না]

কিংশুক। হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! কাঁদছিস কেন সিঁদুর—

ধর্ম। তুই মদ খেয়েছিস কিংশুক?

কিংশুক। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ধর্ম। কিংশুক!

কিংশুক। আজ বুঝি প্রথম জানলে যে আমি মদ খেয়েছি? মদ তো আমি—

ধর্ম। দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা হতভাগা! এখনি তুই আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা—আমি তোর মুখ দেখতে চাই না।

সিঁদুর। বাবা! তুমি কি বলছো!

ধর্ম। ঠিক বলছি। ওই মাতালটা আমার সামনে থেকে এখনি দূর হয়ে যাক—জীবনে আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই না—আমি জানব আমার ছেলে কিংশুক অনেক দিন আগে মরে গেছে।

সিঁদুর। বাবা! [বাবাকে জড়িয়ে ধরে]

কিংশুক। ঠিক আছে। কান্না বন্ধ করে আমার কথাগুলো শোন সিঁদুর! ভদ্রলোক ঠিক কথাই বলেছে—অতিতের—বেকার—ভিখিরি কিংশুক চ্যাটার্জি মরে গিয়ে—নতুন করে জন্মেছে। আজ আমি—মেসার্স কল্যাণ মুখার্জির ডান হাত—আমাকে ছাড়া তার একটা মুহূর্ত্ত কাটতে চায় না।

সিঁদুর। দাদা! জোড়হাত করছি তুই চুপ কর।

কিংশুক। কেন চুপ করবো? ও ওল্ড হ্যাগার্ডটার ভয়ে?

ধর্ম। কি বললি হতভাগা!

কিংশুক। হতভাগা আমি নই স্যর। ভাগ্যের স্বর্ণ সিংহাসনে আজ আমার স্থান। তোমাদের মত নোংরা পচা বস্তিতে জীবন কাটাতে আমি জন্মাইনি।

সিঁদুর। তুই কি পাগল হয়ে গেলি দাদা?

কিংশুক। পাগল তো তোরাই আমাকে করেছিস। দু'বেলা যার ভাত জুটতো না—সে খেতে লাগলো বাটি ভর্ত্তি দুধ—বিশ বছর ধরে যে একখানা কাপড়ে ম্যানেজ করেছে তার পরনে আজ পঁচিশ টাকা দামের ধুতি—

সিঁদুর। দাদা?

কিংশুক। তুইও যেন রাজকন্যে হয়ে গেলি—জোড়া জোড়া শাড়ী—রং বেরংয়ের ব্লাউজ—সপ্তাহে দুদিন সিনেমা—পাগল তো দু'বাপ-বেটিতে করেছিস রে—ভেবেছিলি—মূর্খ কিংশুক জাহান্নমে যাক, আমরা তো এখন মজা লুটে নিই—তাই না?

ধর্ম। পুলিশ—পুলিশ—একটা মাতাল প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে মাতলামো করছে—ওকে তোমরা এ্যারেষ্ট কর।

কিংশুক। সাট আপ! ধিঙ্গি মেয়েকে নিয়ে মানে মানে বাসায় ফিরে যাও। আমার কাছ থেকে টাকা পয়সার আর আশা ক'রো না—তোমাদের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক আজ শেষ করে গেলাম।

[প্রস্থান।

সিঁদুর। দাদা—যাস না—শোন—

ধর্ম। ভয় নেই মা, ভয় নেই - এখনও তো আমি বেঁচে আছি। ওরে সিঁদুর! পৃথিবী থেকে ধর্ম এখনও শেষ হয়ে যায় নি। অনন্ত আকাশে এখনও সত্যের সূর্য্য ওঠে—[প্রস্থানোদ্যত]

সিঁদুর। কোথায় যাচ্ছো বাবা?

ধর্ম। সত্য বাঁড়ুজ্যের কাছে টাকা ধার করতে। তুই কিছুক্ষণ দাঁড়া মা—যাব আর আসব। ঘরে খাবার কিছু নেই—সত্যবাবু লোক

ভাল—ধর্ম সত্যের কাছে ধার চাইলে কিছুতেই সে ফেরাতে পারবে না।

[প্রস্থান।

সিঁদুর। দাদা যে পালিয়ে যাবে এ আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু এত শীগগির এই ভাবে যে পালাবে—ভাবতে পারিনি।

বল্টু আসে।

বল্টু। আরে ব্যস একেবারে নতুন ইঞ্জিন। তা কোন লাইনে যাওয়া হবে?

সিঁদুর। কি বলছেন?

বল্টু। বলছি—তুমি তো এ লাইনের ইঞ্জিন নও। তা হঠাৎ কোন জংসন থেকে ছিটকে এসেছ?

সিঁদুর। আমি—

বল্টু। কত নম্বর?

সিঁদুর। কত নম্বর মানে?

বল্টু। কোন গাড়ী টানবে তুমি—আপ না ডাউন? লাইন ক্লীয়ারের সিগন্যাল পেয়েছ?

সিঁদুর। আমার—

বল্টু। কত কারেণ্ট? এ-সি না ডি-সি? কোন পাইলটের ইঞ্জিন বল।

সিঁদুর। আপনি ভুল করছেন—আমি—

বল্টু। এক্সপ্রেস না প্যাসেঞ্জার?

সিঁদুর। জানি না।

বল্টু। কতবার গীয়ার চেঞ্জ করেছ?

সিঁদুর। [কেঁদে ফেলে] বিশ্বাস করুন আমি কিছু জানি না।

বল্টু। আরে ব্যাস—একেবারে ডুবো ইঞ্জিন। শালা ডুব সাঁতার দিয়ে কেটে পড়বার তালে আছ। তুমি জানো, এখনি তোমার মেন সুইচ আমি অফ করে দিতে পারি? এখনি পারি তোমাকে ফিউজ করে দিতে?

[সিঁদুর ভয় পায়। বল্টু এগিয়ে যায়]

আসে টোটা। তার হাতে টিফিন কেরিয়ার। সে বলে।

টোটা। আস্তে, আস্তে রে শালা! ওদিকে যে কেস কিচাইন।

বল্টু। এ কি! তুই—

টোটা। সাত নম্বর ষ্টেশন থেকে আসছি। স্পেশ্যাল নিউজ আছে।

বল্টু। কি?

টোটা। জিরো—জিরো—সেভেন আজ আসবে না।

বল্টু। যা শালা! আমি তো ওই মেয়েটাকে মনে করেছিলাম—

টোটা। চুপ—একটি কথা না—এই নে টিফিন কেরিয়ার। এক্ষুনি এগার নম্বর ষ্টেশনে চলে যা। ওখানে দাঁড়ালেই একটি হিন্দুস্থানী তরুণী তোকে জিজ্ঞেস করবে—"তুম মহারাজ হায়" ব্যস অমনি এটা দিয়ে দিবি—মনে থাকবে?

বল্টু। কিন্তু তুই?

টোটা। আমি চললাম ন' নম্বর ষ্টেশনে। খুব গোপন ম্যাসেজ নিয়ে। এক সেকেণ্ড দেরী করবার অর্ডার নেই। গুড নাইট।

[প্রস্থান।

বল্টু। দুশ শালা! ফুলটা দেখবো অথচ গন্ধ নেওয়া চলবে না! ঠিক আছে—পরে আবার দেখা হবে।—গুড নাইট নাম না-জানা-ফুল!

[প্রস্থান।

সিঁদুর। এরা কি মানুষ না জানোয়ার? রাতের অন্ধকারে এম্নি করে এদের ধারালো নখগুলো বেরিয়ে আসে! না, ভাবলে হবে না—বাবা অনেকক্ষণ গেছে—বুড়ো মানুষ—একা একা ফিরতে কষ্ট হবে—একি! হঠাৎ চার পাশে অন্ধকার নেমে এল কেন! —বাতিগুলো কি সব নিভে গেল! পথের নিশানা কি হারিয়ে গেল!—না-না, পথ হারালে চলবে না। এই অন্ধকারের হাত ধরেই পথ চিনে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

কল্যাণ কেয়ারী।

সুদৃশ্য র‍্যাকেট হাতে শাঁওলী আসে। পরনে আধুনিক পোষাক। সে বলে।

শাঁওলী। কেন ফিরে যেতে হবে? কখনও না। খেলতে এসেছি খেলবই। কিংশুক সোমেনকে সেদিন খেলায় হারিয়ে দিয়েছে—সোমেন নিশ্চয়ই মন দিয়ে খেলেনি—[ঘড়ি দেখে] ইস্ এখনও সোমেন এল না—তবে কি সে আসবে না।

সোমেন আসে।

সোমেন। না আসাই উচিত ছিল শাঁওলী।

শাঁওলী। কেন?

সোমেন। ভাল লাগে না।

শাঁওলী। কি ভাল লাগে না?

সোমেন। তোমার ওই পোষাক-প্রসাধন।

শাঁওলী। তোমার সেই এক কথা। যুগকে তুমি মেনে নিতে পার না।

সোমেন। এ যুগে মেয়েরা নিশ্চয়ই পুরুষ হয়ে যায় নি।

শাঁওলী। তাই বলে শাড়ী পরে বসে থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। শাড়ী হলো মেয়েদের প্রাচীন লজ্জা বস্ত্র।

সোমেন। লজ্জাহীনা মেয়ে কি মেয়ে?

শাঁওলী। সোমেন!

সোমেন। পুরুষ যোদ্ধা। তারা জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সম্পদ নিয়ে আসবে নারীর কাছে,—নারী লজ্জা-সেবা-মমতা দিয়ে রচনা করবে সংসার, এই স্বপ্নই তো চিরন্তন শাঁওলী। কর্মক্লান্ত পুরুষ দিনের শেষে ঘরে ফিরবে—কল্যাণী নারীর হাতে তখন সন্ধ্যা প্রদীপ-গলায় আঁচোল জড়িয়ে তুলসী তলায় প্রণাম করে শাঁক বাজাবে—আনচান করে উঠবে তার মায়াভরা শাশ্বতী মন—আকুল হৃদয়ে ভগবানকে ডেকে বলবে—হে ঠাকুর! তুমি মানুষের মঙ্গল কর।

শাঁওলী। সোমেন!

সোমেন। যাক সে কথা—চল খেলতে যাবে তো?

শাঁওলী। না।

সোমেন। সেকি! খেলবে বলেই তো এসেছ?

শাঁওলী। এসেছিলাম—চলে যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

সোমেন। শোনো!

শাঁওলী। দশ মিনিট দাঁড়াও। আমি আসছি।

[প্রস্থান।

সোমেন। শাঁওলী কি আমার কথায় রাগ করে চলে গেল? কিন্তু আমি তো অন্যায় কিছু বলিনি। এ দেশে অনেক মেয়ে আছে —কিন্তু মায়ের সংখ্যা বড় কম।

মঙ্গল আসে।

মঙ্গল। বুদ্ধদেব তার মাকে প্রণাম করে সুসজ্জিত রথে উঠে বসলেন। সারথি রথ চালিয়ে—নগর সীমা অতিক্রম করে বিস্তীর্ণ এক প্রান্তরে এসে রথ থামিয়ে বলল, কুমার আর রথ চলবে না— এবার নামতে হবে—

সোমেন। তার পর?

মঙ্গল। কে? ও সোমেন! আচ্ছা সোমেন! তুমি সেদিন কতদূর পর্য্যন্ত শুনেছিলে?

সোমেন। মুঘল প্রিয়ডের কিছুটা।

মঙ্গল। বাবর—হুমায়ুন—আকবর—হ্যাঁ মনে পড়েছে, আকবরকে কুতুবউদ্দিন সংবাদ দিল যে মেহেরউন্নিসা নামে এক ইরানী যুবতী শাহজাদা সেলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—এই পর্য্যন্ত শুনেছো তাই না?

সোমেন। হ্যাঁ।

মঙ্গল। তার পর শোনো—আকবর গুপ্তচর নিযুক্ত করে জানতে চাইলেন ঘটনা কতদূর সত্য।—সেলিম তখন সব কিছু ভুলে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে—জানতেই হবে কে সেই সুন্দরী—যে মীনা-বাজারে গতকাল গোলাপ বিক্রি করতে এসে তার দিকে পাগল করা

দৃষ্টি দিয়ে চেয়েছিল। ওদিকে আলি কুলি বেগের বাড়ীর সামনে বাদশাহী বান্দা হামিদ খাঁ এসে বলে—

শিবু আসে।

শিবু। বাবু! বড় সাহেব আপনাকে ডেকেছেন।

মঙ্গল। কেন বল তো?

শিবু। আজ্ঞে তা বলতে পারবো না।

মঙ্গল। কি কচ্ছেন বড় সাহেব?

শিবু। কিংশুকবাবুর সঙ্গে এক টেবিলে বসে মদ খাচ্ছেন।

সোমেন। কিংশুক মদ খাচ্ছে!

শিবু। কি আর বলব বাবু—মদ তিনি খাননি।

সোমেন। তবে?

শিবু। মদ তাঁকে খাচ্ছে।

সোমেন। আশ্চর্য।—অথচ বাড়ীতে তার বাবা—বোন—না-না—কিছুতেই না। কিছুতেই তাকে আমি ওপথে চলতে দেব না। আচ্ছা মঙ্গল! আমি এখন যাচ্ছি ভাই—

[প্রস্থান।

মঙ্গল। কত দূর পর্যন্ত পড়লাম? হ্যাঁ—মনে পড়েছে—দিল্লীর সেরা সুন্দরী মেহেরউন্নিসাকে নিয়ে সেলিম আর শের আফগানের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। সম্রাট আকবর শাহজাদা সেলিমকে ডেকে বললেন—

শিবু। চা খাবেন—না কফি?

মঙ্গল। তার মানে?

শিবু। বেশীক্ষণ এখানে থাকতে পারবো না ছোট সাহেব। বড়

সাহেবদের কাছে হাজির থাকতে হবে। মুরগীর মাংস দিয়ে এসেছি —এখনি হয়তো বলবেন—শিবু—

মঙ্গল। তুমি মুঘল সম্রাটের পুত্র। তোমার শরম লাগে না সামান্য একটা ইরাণী বাঁদীর সঙ্গে আসনাই করতে?

শিবু। ছোট সাহেব!

মঙ্গল। শোনো বেতমীজ—বে-আদব! তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি—আর কোন দিন তুমি রাস্তার মেয়েদের সঙ্গে মিশবে না।

শিবু। বিশ্বাস করুন, কোন মেয়ের সঙ্গেই আমি মিশি না।

মঙ্গল। হুঁসিয়ার বে-আদব।

শিবু। দেখ দেখি, কি মুস্কিলে পড়লাম। কার মুখে শুনে মিছে-মিছি আমার নামে যা-তা কথা বলছে—

[চুপি চুপি প্রস্থান।

মঙ্গল। শোনো কমবক্ত—আমি জানি তুমি মেহেরউন্নিসার রূপে পাগল—তখন শাহজাদা সেলিম কি বললো জানো শিবুদা?

[পিছু ফিরে দেখে শিবু চলে গেছে। তাই দুঃখ করে সে বলে]

মঙ্গল। কিছু হবে না—যারা ইতিহাস জানে না তাদের দিয়ে কোন কাজই হবে না—ওদিকে ইরাণী কন্যা মেহেরউন্নিসা [বসে] শের আফগানের মহব্বতে মশগুল। মুখে তার চাঁদের হাসির বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা—বেণী প্রান্তে নাগিস কোরক—হরিণ হরিণ কালো চোখে হারিয়ে যাওয়ার নেশা।

[মঙ্গল যেন দেখতে পায় মেহের চুপিসারে হারেমে প্রবেশ করেছে। হাতে রক্ত গোলাপ]

নীল সায়রে উঠেছে মহব্বতের তুফান—কামনার গুলবাগে ফোটে বসরাই গোলাপ—শের আফগান বুঝি গন্ধ পেয়েছে তার—

[মঙ্গল যেন দেখে শের আফগান আসে। মেহের
তাকে দেখে মৃদু হাসে। শের গোলাপ চায়।
মেহের গোলাপটা বুকে চেপে ধরে।
শের তবু চায়—মেহের গোলাপ
দেয়। শের গোলাপ চুম্বন করে]

মঙ্গল। মেহের আবেশে চোখ বোজে। শের এগিয়ে যায়—ইতিহাসের নায়িকা বন্দিনী হয় নায়কের প্রেমের বন্ধনে—

[মঙ্গল যেন দেখে শের এগিয়ে যায়। মেহের এগিয়ে
আসে, তারপর উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনাবদ্ধ
হয়। চিন্তার ছেদ ঘটে]

মঙ্গল। আসফ খাঁ মেহেরকে খোঁজে। মেহের এসে বলে—

[সুন্দরভাবে শাড়ী ব্লাউজ পরে কপালে সিঁদুরের
টিপ পরে শাঁওলী লাজনম্র কণ্ঠে বলে]

শাঁওলী। সোমেন আসেনি ছোট্দা?

[মঙ্গল অপলক চেয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বলে]

মঙ্গল। বান্দার গোস্তাকি মাফ করবেন বেগম সাহেবা! আমি এখনি গিয়ে শের আফগানকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—সেলাম।

[কুর্নিশ করে প্রস্থান।

শাঁওলী। আমাকে শাড়ী পরতে দেখে ছোট্দা খুব খুশী। কিন্তু সোমেন গেল কোথায়। ওই আসছে—আমাকে এ সাজে দেখে আশ্চর্য্য না হয়ে উপায় নেই।

সোমেন আসে।

সোমেন। উপায় নেই বললে কি চলে? বুড়ো বাবা রাগের মাথায় না-হয় দু'টো কথা বলেছে—তার জন্তে তুই বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে দিবি? শোন কিংশুক! [পিছু ফিরে] কোথায় কিংশুক!

[সোমেন পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগে শাঁওলী প্রার্থনার ভঙ্গিতে তার পদতলে বসে]

সোমেন। তবে কি ও—[সামনে চেয়ে] কে?

শাঁওলী। [প্রণাম করে] আমি।

সোমেন। শাঁওলী। তুমি—[তোলে, উভয়ে উভয়ের পানে চেয়ে থাকে]

শাঁওলী। কি হ'লো? কথা বলছো না যে?

সোমেন। আমি পাথর হয়ে গেছি শাঁওলী।

শাঁওলী। পাথরে প্রাণ সঞ্চার করতেই তো আমি নির্ঝরিণী।

সোমেন। নির্ঝরিণী! তুমি চপলা—চঞ্চলা—

শাঁওলী। তোমার প্রেমের অমৃত সরোবরে আবদ্ধ করে তুমি তাকে শুদ্ধ করে দাও।

সোমেন। শাঁওলী!

শাঁওলী। আজ থেকে ক্লাবে যাব না—মদ খাব না—হৃদয় ডুবিয়ে বসে থাকবো লজ্জার রাঙ্গা জলে।

সোমেন। আমি—

শাঁওলী। বিশ্বাস কর সোমেন—যা করলে তুমি খুশী হবে—আমি তাই করবো, যা সাজলে তুমি সুখী হবে আমি তাই সাজব। আমি বুঝেছি—তোমার চরম তিরস্কার আজ আমার জীবনের পরম পুরস্কার—[মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদে]

সোমেন। তুমি কাঁদছো?

শাঁওলী। হ্যাঁ সোমেন। কান্নার যে এত মধুর স্বাদ, আমি আগে জানতাম না। দুঃখ যে এত আনন্দ দেয় তা আগে কখনও বুঝিনি।

সোমেন। অপূর্ব। তোমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানো?

শাঁওলী। কি?

সোমেন। প্রতিমা।

শাঁওলী। এ প্রতিমা তো তোমারই তৈরী সোমেন।

সোমেন। তোমার মুখে আজ নিবেদিতার হাসি।

শাঁওলী। এ হাসি--তোমার ভালবাসার বাঁশী।

সোমেন। তোমার বুকে যেন অপরাজিতার পরাগ।

শাঁওলী। এই পরাগ পরশে আজকে তোমার প্রথম নিমন্ত্রণ।

[সহসা শাঁওলী সোমেনের বক্ষলগ্না হলো।

আসে কিংশুক।

কিংশুক। হাউ স্যুইট সীন!

শাঁওলী। [সোমেনের বক্ষচ্যুত হয়ে] কে! ও আপনি—

কিংশুক। স্যরি মিস্ মুখার্জি—আমি—

শাঁওলী। অনেক দূর এগিয়েছেন কিংশুকবাবু! সোমেন—[বুকের ভেতর থেকে একটি গোলাপ বার করে] নতুন গাছে প্রথম ফোটা ফুলটা তোমায় উপহার দিয়ে গেলাম।

[গোলাপটি সোমেনকে দিয়ে প্রস্থান।

সোমেন। [ফুলটা নাকের কাছে ধরে] অপূর্ব!

কিংশুক। দেখি। [সহসা গোলাপটি সোমেনের হাত থেকে নিয়ে] প্রথম ফোটা ফুল—এ ফুলটা আমি নিলাম সোমেন।

সোমেন। তা না হয় নিলি। বাড়ী যাবি না?

কিংশুক। বাড়ী? বাড়ী মানে তো সেই নোংরা বস্তির আড়াই খানা খোলার ঘর? না—সেখানে আমি আর কোনদিন যাব না।

সোমেন। এত স্বার্থপর?

কিংশুক। হোয়াট! তুই আমাকে চোখ রাঙাচ্ছিস?

সোমেন। না রে কিংশুক! চোখ রাঙাবো কেন—একটা দুর্গন্ধ যুক্ত ডাষ্টবিনকে চোখ রাঙিয়ে কি লাভ হবে? [প্রস্থানোদ্যত]

কিংশুক। সাট আপ সোমেন ব্যানার্জী! কথাটা আমি স্যারের কানে তুলব।

সোমেন। এক মিনিট দেরী করিস না।

কিংশুক। বাড়ী যাবার আগে স্যরের সঙ্গে দেখা করে যাবে।

সোমেন। ওঃ সিওর—নিশ্চয়ই দেখা করবো।

কিংশুক। তার আগে এটা পড়ে দেখ। [একটি চিঠি দেয়]

সোমেন। [চিঠি পড়ে] [চিৎকার করে] না—না—কিছুতেই পারব না।

মুখে দামী চুরুট, কল্যাণবাবু আসেন।

কল্যাণ। তুমি অযথা উত্তেজিত হচ্ছো সোমেন! ব্যাপারটা কিন্তু তেমন কিছু নয়।

সোমেন। কি বলছেন স্যর! কৃত্রিম পদার্থ দিয়ে যে ওষুধ তৈরীর স্বপ্ন দেখছেন—সে ওষুধ তো জাল? সস্তা উপকরণ সহযোগে যে বেবীফুড তৈরীর কথা ভাবছেন—সে ফুড তো বিষের চেয়েও ভয়ঙ্কর? জাল ওষুধ আর ভ্যাজাল বেবী ফুডের প্রতিক্রিয়ায় হাজার হাজার

মানুষ মরবে—লক্ষ লক্ষ ফুলের মত শিশু তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে—না—না—আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

কল্যাণ। তুমি ভয় পাচ্ছো কেন সোমেন? অত ভয় করলে বিজনেস করা চলে না।

সোমেন। কেন চলে না? এতদিন কি চলছিল না?

কল্যাণ। চলছিল—এখনও চলছে—কিন্তু বড় ধীর গতি। ভেরী শ্লো। এতে যে পয়সা আসছে—তাতে মন ভরছে না। কিংশুক! আমি ঠিক বলছি না?

কিংশুক। নিশ্চয়ই। সৎ পথে থাকলে—সরকারের নিয়মনীতি মেনে কাজ করলে কিছুদিনের মধ্যেই বিজনেস বন্ধ হয়ে যাবে।

সোমেন। আমি চলি স্যর।

কল্যাণ। দাঁড়াও।

সোমেন। বলুন।

কল্যাণ। কথাটা কিন্তু পরিষ্কার করে যাচ্ছো না। ভেবে দেখ-প্রস্তাবিত ফর্মূলায় কাজ চালিয়ে গেলে আশাতীত পয়সা আমদানী হবে। অফ কোর্স—তোমাকে টোয়েন্টি পারসেণ্ট বোনাস দেব।

সোমেন। সেণ্ট পারসেণ্ট দিলেও আমি প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না।

কল্যাণ। সমস্ত রকম বিপদের রিস্ক আমার—কাজ কিংশুকই করবেই—তুমি শুধু প্রস্তাবটা মেনে নাও।

সোমেন। না।

কল্যাণ। তাহলে তোমার পোষ্ট থেকে তোমাকে পদচ্যুত করে কিংশুককে বসাতে বাধ্য হব।

সোমেন। না।

কল্যাণ। না মানে!

সোমেন। সে সৌভাগ্য আপনার হবে না।

কিংশুক। হোয়াট্!

সোমেন। কিংশুক! কথা বলছি আমি মিষ্টার মুখার্জির সঙ্গে। শুনুন মিঃ মুখার্জি! পদচ্যুত আপনি আমাকে করতে পারবেন না।

কল্যাণ। কি বলতে চাও তুমি!

সোমেন। আমি আজ এখনি আপনার সেক্রেটারীর টেবিলে আমার পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে যাব। নমস্কার। [প্রস্থানোদ্যত]

কিংশুক। শোন সোমেন! তোকে আমি বন্ধু হিসাবে অনুরোধ করছি—

সোমেন। [ফিরে] বন্ধু হিসাবে! হাঃ-হাঃ-হাঃ—বিদায় বন্ধু, বিদায়।

[প্রস্থান।

কিংশুক। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল স্যর।

কল্যাণ। কেন?

কিংশুক। ওই তো আমাকে এখানে এনেছিল। অবশ্য তার জন্যে আমার কাছ থেকে ও অনেক টাকা খেয়েছে।

কল্যাণ। কিংশুক!

কিংশুক। কিছু মনে করবেন না স্যর—ওর ভয়ে কথাটা এতদিন গোপন করে রেখেছিলাম।

কল্যাণ। ননসেন্স! যাক শোনো।

কিংশুক। বলুন স্যর!

কল্যাণ। এক থেকে একান্ন নম্বর ষ্টেশনের সমস্ত কাজ তুমি ওয়াচ্ করবে। জাল ওষুধ এবং ভেজাল বেবী ফুডের উৎপাদন কাল

থেকেই শুরু করে দাও। বাই দি বাই—সংসারে তোমার কে কে আছে ?

কিংশুক। কেউ নেই স্যর।

কল্যাণ। সেকি! সোমেন তোমার চাকরীর সুপারিশ করবার সময় বলেছিল—তোমার বাবা আছে—একটা বয়স্থা বোন আছে ?

কিংশুক। মিথ্যা কথা বলেছে স্যর।

কল্যাণ। তা হলে শোনো কিংশুক। বাগান বাড়ীর দক্ষিণ দিকের যে স্পেশাল বিলডিং রয়েছে—ওটা আজ থেকে তোমার। সেপারেড বেয়ারার আয়া সব সময় তোমার রেডি থাকবে—সোমেন যে গাড়ীটা ব্যবহার করতো আজ থেকে ওটা তোমার দখলে। খুশী ?

কিংশুক। অতো কিছু আমার দরকার নেই স্যর।

কল্যাণ। আছে কিংশুক, আছে—মনটাকে অল্পে সন্তুষ্ট করার বদভ্যাস ত্যাগ কর—

কিংশুক। স্যর!

কল্যাণ। তোমাকে এখনি একবার সংবাদপত্রের অফিসে যেতে হবে।

কিংশুক। কেন স্যর ?

কল্যাণ। একটা সংবাদ পৌছে দিয়ে আসবে।

কিংশুক। সংবাদটা কি ?

কল্যাণ। সম্পাদককে আমার নাম করে বলবে—প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদটা যেন বেশ বড় বড় অক্ষরে কালকেই ছেপে দেয়। হ্যাঁ—সংবাদটা হলো—সোমেনের ব্যাপারে। কি লেখা যায় বলতো ?

কিংশুক। সোমেন ব্যানার্জি কর্তৃপক্ষকে জাল ঔষধ ও ভ্যাজাল বেবী ফুড প্রস্তুতের পরামর্শ দেওয়ায়—দেশ ও জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য

কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে চীপ কেমিষ্টের পদ হইতে অপসারিত করিয়া—

কল্যাণ। আদর্শ তরুণ দেশপ্রাণ জাতির একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত কিংশুক চ্যাটার্জিকে চীপ কেমিষ্টের পদে বহাল করিলেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[কল্যাণ হাত বাড়িয়ে দিলে কিংশুক হাত এগিয়ে দেয়। দুজনের হ্যাণ্ডসেক করে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।]

——

ষষ্ঠ দৃশ্য।

উপেনের বাড়ী।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে জপমালা আসে।

জপ। "মুখার্জি ড্রাগ ইণ্ডাষ্ট্রিজের দেশ ও জাতির প্রতি শ্রদ্ধা। কলিকাতা ৪ঠা অক্টোবর—আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে:—আদর্শ ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান মুখার্জি ড্রাগ ইণ্ডাষ্ট্রিজ দেশও জাতির প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও পরম কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। খবরে প্রকাশ—উক্ত প্রতিষ্ঠানের চীপ কেমিষ্ট শ্রী সোমেন ব্যানার্জি কর্ত্তৃপক্ষকে জাল ঔষধ ও ভ্যাজাল বেবী ফুড প্রস্তুতের পরামর্শ দেওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ দেশ ও জাতির স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রী ব্যানার্জিকে সংস্থা হইতে বিতাড়িত করিয়া আদর্শ তরুণ দেশপ্রাণ, জাতির একনিষ্ঠ সেবক শ্রী কিংশুক চ্যাটার্জিকে চীপ কেমিষ্টের পদে বহাল করিলেন।—পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন—[পাতা ওলটায়]

সুব্রত আসে। জপমালার হাত থেকে কাগজটি নিয়ে বলে।

সুব্রত। পঞ্চম পৃষ্ঠায় আর দেখতে হবে না জপমালা।

জপ। সুব্রতদা!

সুব্রত। চেঁচামেচি না করে কাগজটা সরিয়ে ফেল।

জপ। কিন্তু—

সুব্রত। আঃ, যা বলছি তা শোনো। খবরটা যেন বড়দার কানে না ওঠে।

জপ। বড়দা যদি শোনে—

সুব্রত। দয়া করে চুপ করবে! ওই জন্যেই বলে মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। আমি কোথায় দাঁত মাজা বন্ধ করে গাড়ী নিয়ে ছুটে এলাম—শোনো—

জপ। বল।

শান্তি আসে।

শান্তি। কি হয়েছে রে ঠাকুরঝি? ও মা! কবি যে? রাত্রে বোধ হয় ঘুম হয়নি—

সুব্রত। না বৌদি, মানে—

শান্তি মানে আমি বুঝেছি ভাই। শ্রীমতীর জন্যে মন কেমন করে উঠেছে। এদিকে দেখি কাল রাত বারটা পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে শ্রীমতী কবিতা পড়ছে। তা কবি মশাই! কাল রাতের কবিতাটা কি অভাগিনী শুনতে পায় না?

সুব্রত। রাত্রে কবিতা লিখিনি বৌদি। লিখেছি আজ সকালে। শুনবেন? শুনুন—[কবিতা বলে]

॥ কবিতা ॥

সততার নীলাকাশে—
ন্যায় নিষ্ঠা দুটি পাখা মেলে
উড়ছিল সত্য শঙ্খচিল—
দুটি চোখে ছিল প্রেম প্রীতি
কণ্ঠে ছিল স্নেহঝরা গীতি—
হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল শান্তি অনাবিল।

শান্তি। ভালই তো।

সুব্রত। কিন্তু—[সুব্রত কবিতা বলে]

॥ কবিতা ॥

কোন এক নির্মম নিষাদ
স্বার্থের ধনুকে জুড়ি
আকাঙ্ক্ষার বান—
দিল এক টান—
ভূতলে পড়িল চিল, নিঃস্পন্দ-নিষ্প্রাণ ॥

শান্তি। আহারে! তা শঙ্খচিলটি কে ভাই?

সুব্রত। সোমেন।

শান্তি। আর নিষাদ?

সুব্রত। কিংশুক।

শান্তি। ঠাকুরপো!

সুব্রত। সোমেনের চাকরী চলে গেছে বৌদি।

শান্তি। কি বললে!

জপ। চুপ কর বৌদি। বড়দা জানতে পারলে মুস্কিল হয়ে যাবে।

শান্তি। কিন্তু তোমরা জানলে কি করে ঠাকুরপো ?

জপ। খবরের কাগজে দিয়েছে।

শান্তি। কই দেখি কাগজটা। [কাগজ নিয়ে পড়ে] না-না—মেজ ঠাকুরপো কখনও একাজ করতে পারে না। মিথ্যা—এ খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা।

সুব্রত। মিথ্যা তো বটেই। কিন্তু—

শান্তি। না ঠাকুরপো! এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই—সোমেনকে কেউ না চিনলেও আমি তো চিনি—নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন রহস্য আছে—[কান্নাভেজা কণ্ঠে] আহা! তাতেই কাল রাত্রে কিছু খেল না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে খাবে না কেন ? বললো এমনি—খিদে নেই। সকালে চা দিতে গিয়ে দেখলাম—চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। আমি মুখ পানে তাকাতেই মুখটা নামিয়ে নিলে—এত বড় যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে—কোন কথাই সে বললো না। [কান্না]

জপ। বৌদি!

সুব্রত। আপনি কাঁদবেন না—

শান্তি। কাঁদবো না ? শাশুড়ী মারা যাবার সময় সোমেন আর রমেনকে যে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন—আমি যে ওদের মানুষ করেছি ভাই—মনের অজান্তে আমি যে ওদের মা হয়ে বসে আছি। [কান্না]

জপ। চুপ কর বৌদি, কেঁদো না। [থামাতে গিয়ে নিজেও কাঁদে]

সুব্রত। বাঃ খুব ভাল। জপমালা! শোনো।

জপ। বল।

সুব্রত। রমেন কোথায় ?

জপ। সকালে চা খেয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছে।

শান্তি। তার কথা আর ব'লো না ভাই—পরীক্ষায় ফেল করার পর থেকে সে যেন কেমন হয়ে গেছে—কি হবে ঠাকুরপো? রমেন ফেল করায় তোমার বড়দার মেজাজ তো একেবারে সপ্তমে চড়ে আছে—এর পর সোমেনের ঘটনা শুনলে তো আর রক্ষে থাকবে না।

সুব্রত। বড়দা বাড়ীতে আছেন?

শান্তি। না। বাজার করতে গেছে। অনেকক্ষণ গেছে—এল বলে—এসেই হয়তো বলবে—

উপেন আসে। এক হাতে বাজারের থলি। অন্য হাতে জিনিষভর্ত্তি কাগজের ঠোঙ্গা।

উপেন। কই কাগজটা দাও তো।

শান্তি। কাগজ—

উপেন। কাগজ মানে খবরের কাগজ—যেটা তোমার হাতে রয়েছে।

শান্তি। এটা অনেক দিনের পুরোনো।

উপেন। আজকের কাগজ কি হলো?

শান্তি। কি হলো রে ঠাকুরঝি?

জপ। আজকের কাগজ—মানে—

সুব্রত। এখনও দিয়ে যায়নি?

জপ। হ্যাঁ।

উপেন। হ্যাঁ মানে?

শান্তি। এখনও দিয়ে যায়নি। ঠাকুরঝি! তুই আনাজের থলিটা নিয়ে আয়—আমি রান্নাঘরে চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

উপেন। দাঁড়াও শান্তি।

শান্তি। বল।

উপেন। তোমরা মনে করেছ কিছুই আমি জানতে পারিনি, তাই না? মনে করেছো—খবরের কাগজটা গোপন করলেই খবরটাও গোপন থেকে যাবে, কেমন?

সুব্রত। বড়দা!

উপেন। কই, ডাকো তোমার সরল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বন্ধুটিকে। কথায় কথায় যে ন্যায়নীতির লেকচার দিত—সমাজের শুভর চিন্তায় যার ঘুম আসতো না—সেই আদর্শ মহাপুরুষ আমার সামনে এসে দাঁড়াক।

শান্তি। কেন দাঁড়াবে না? তুমি কি মনে করেছ—খবরের কাগজের খবরটা সত্যি?

উপেন। একশোবার সত্যি—হাজারবার সত্যি—

শান্তি। তুমি একথা বলতে পারলে?

উপেন। কেন পারবো না? তোমাদের ধারণা সোমেন সেই সোমনেই আছে! কখনও না—যেদিন থেকে—[জপার দিকে চায়, জপা দুয়ারের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়] যেদিন থেকে তার বোন ঘরে এসেছে সেই দিন থেকেই সে বদলে গেছে।

সুব্রত। আপনি কি বলছেন বড়দা!

উপেন। ঠিকই বলছি। শুধু সোমেন নয়, রমেন পর্য্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে মেয়েটা আসার পর থেকে। নইলে প্রত্যেক বছরে যে গৌরবের সঙ্গে পরীক্ষায় পাশ করতো—এবার সে ফেল করলো কেন!

শান্তি। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি চুপ কর।

উপেন। না। আর আমি চুপ করবো না। আমার অনেক

সাধের স্বপ্ন আজ ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে—যে রমেনের চোখে মুখে ছিল ফুলের মত পবিত্রতা—সেই মুখ চোখ আজ কি হয়েছে লক্ষ্য করেছ !···বোনকে গয়না গড়িয়ে দেবে—বোনকে রাণী সাজিয়ে রাখবে তাই—জাল ওষুধ আর ভ্যাজাল বেবী ফুড তৈরী করে অনেক টাকা ঘরে আনবার মতলবে ছিল—সাধুপুরুষ—

শান্তি। মিথ্যা কথা—

উপেন। না, মিথ্যা কথা নয়। তোমার সোহাগের মেজদেওর বোনকে পাওয়ার পর থেকে বনের জানোয়ার হয়ে গেছে—এইটাই সত্যি।

[প্রস্থান।

শান্তি। সুব্রত ঠাকুরপো। তুমি কিছু মনে করো না ভাই। মানুষটাকে তো তুমি চেনো—সোমেন যদি এদিকে আসে তুমি তাকে সামাল দিও ভাই—আমি দেখি তোমার দাদার হাতে পায়ে ধরে শান্ত করতে পারি কিনা।

[প্রস্থান।

সুব্রত। শেষ পর্য্যন্ত একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে না যায়। জপমালা ভাগ্যিস কথাগুলো শোনেনি।

জপমালা সামনে এসে বলে।

জপ। শুনেছি সুব্রতদা—দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে বড়দার সব কথা আমি শুনেছি। কি করি বলতো সুব্রতদা ? এর পরেও কি আমার এ বাড়িতে থাকা উচিত—আমি অনেক সহ্য করেছি সুব্রতদা ! বড়দা আমার সামনে, আড়ালে অনেক কথা বলেছেন—কারণে অকারণে আমাকে অপমান করেছেন—মেজদার মুখ চেয়ে, বৌদির কথা ভেবে—

সবচেয়ে বড় কথা নিজের অসহায়তার কথা চিন্তা করে হাসিমুখে সব দুঃখ উড়িয়ে দিয়েছি ; কিন্তু আর যে আমি পারছি না সুব্রতদা !

সুব্রত। জপমালা।

জপ। মনে মনে কতবার ভেবেছি—চলে যাই এ বাড়ি থেকে—কিন্তু তখনই মনে পড়েছে সেদিনের কথা—ভয়ে বুক আমার কেঁপে উঠেছে—এখানে আসার সেই রাত্রের কথা চিন্তা করে। ঘরে অপমান—পথে অসম্মান, আমি কোথায় যাই কি করি তুমি বলে দাও। [সহসা কান্নায় ভাঙিয়া সুব্রতর বুকে মাথা রাখিল]

সুব্রত। জপা !

জপ। তুমি বলে দাও আমি কি করবো—কি করা আমার উচিত তুমি বলে দাও ব্রত।

সুব্রত। কি বললে !

জপ। ব্রত।

সুব্রত। জপমালা—জপা—

দু'জনে দু'জনকে দেখে। সহসা আসে রমেন,
হাতে সিনেমা পত্রিকা।

রমেন। হেমামালিনী আর রাজেশ খান্নার ছবিটা কিরকম নাইস—ও [সুব্রত ও জপমালা সরে যায়]

সুব্রত। আমি যাই জপমালা। সোমেন—মানে—সোমেনকে বলো সন্ধ্যার দিকে আমি আসব।

[দ্রুত প্রস্থান।

রমেন। রাজেশ খান্নার প্রস্থান—আর হেমামালিনীর বুক দুরুদুরু কম্পমান।

জপ। ছোট্দা।

রমেন। [জোরে] খবরদার ছোট্দা বলবে না। ছোট্দা—শালা বুকে আগুন জেলে দিয়ে মুখে বলছে ছোট্দা—[পত্রিকা ফেলে] শোনো জপমালা! তোমার সঙ্গে কথা আছে।

জপ। [ভয়ে] প-পরে বলবে।

রমেন। [সহসা জপমালার হাত ধরে] না—আর পরে নয়—এখনি—

জপ। ছোট্দা!

রমেন। ছোট্দা নয়।

জপ। তবে কি বলব?

[রমেন জপমালাকে বুকে চেপে ধরে বলে]

রমেন। প্রিয়তম।

জপা। না—না—

রমেন। হ্যাঁ। প্রিয়া হ্যাঁ—

জোর করে জপমালাকে চুম্বন করতে চায়।

সোমেন আসে, চোখ লাল।

সোমেন। রমেন!

রমেন। [ছেড়ে দিয়ে] কে! ওঃ—[হাঁফায়] আমি—মানে—[প্রস্থানোদ্যত]

সোমেন। দাঁড়াও।

রমেন। বিশ্বাস কর—আমার কোন—দোষ নেই—ওই আমাকে—ওই আমাকে—

সোমেন। শাট আপ্ রাস্কেল।

সহসা সোমেন রমেনকে প্রচণ্ডভাবে চড় মারতে থাকে। আসে উপেন।

উপেন। কি ভেবেছিস! কি ভেবেছিস তুই সোমেন! শুধু শুধু ছেলেটাকে কেন অমন করে মারছিস?

সোমেন। মারের এখনি হয়েছে কি? ইতর ছোটলোকটার মেরে আমি হার গুঁড়িয়ে দেব।

উপেন। না।

সোমেন। না মানে!

উপেন। খবরদার ওর গায়ে তুই হাত দিবি না।

সোমেন। দাদা!

শান্তি আসে।

শান্তি। কি হলো ঠাকুরপো! কি হলো তোমাদের? [স্বামীকে] কতবার তোমাকে বললাম—বাইরের ঘরে এখন যেও না—

উপেন। রমেনকে মেরে আধমরা করবে আর আমি আসব না?

সোমেন। এমনি ওকে মারিনি দাদা—মারার কারণ আছে।

শান্তি। কি হয়েছে রে ঠাকুরঝি?

রূপ। আমি জানি না বৌদি। আমি কিছু জানি না। [কান্না]

রমেন। না কিছু জানে না! কচি খুকি—ইচ্ছে করে আমার—

সোমেন। আবার মিথ্যা কথা বলছিস? [তেড়ে যায়] জানোয়ার!

রমেন। জানোয়ার আমি না তুমি!

সোমেন। কি বললি?

রমেন। ঠিক বলেছি—তুমি জানোয়ারেরও অধম।

শান্তি। } রমেন !
সোমেন। }

রমেন। যাও—যাও—ফুটানী করো না। সবাইকে আমার চেনা হয়ে গেছে।

উপেন। কোথা যাচ্ছিস ?

রমেন। জাহান্নমে। আর কোনদিন যদি তোমাদের বাড়ি ঢুকি তো আমাকে তোমরা কুকুর বলে ডেকো।

[প্রস্থান।

শান্তি। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ।

উপেন। এখন ছিঃ-ছিঃ করে কি হবে—যখন ওই রাস্তার মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছিলে তখন খেয়াল ছিল না ?

সোমেন। বাজে কথা বলবে না দাদা !

উপেন। বাজে কথা বলছি—আমাকে তুই বাজে লোক মনে করেছিস ? কি ভেবেছিস রে তুই ? বল তুই কি ভেবেছিস ? রাস্তার একটা মেয়ের কথা শুনে জাল ওষুধ আর ভ্যাজাল বেবী ফুড তৈরীর চেষ্টা করে ধরা পড়ে চাকরী চলে গেছে—কোম্পানী তোকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে এগুলো মিথ্যা ?

সোমেন। উঃ [মাথার চুল টানে]

শান্তি। তোমার শরীর ভাল নেই ঠাকুরপো ! তুমি এখান থেকে চল।

সোমেন। না। শরীর আমার খুব ভাল আছে। শোনো দাদা—

উপেন। কার কথা শুনবো, তোর ? না। কোন কথা শুনবো না। সামান্য একটা মেয়ের কথা শুনে—তার প্রলোভনে পড়ে যে

এতবড় অন্যায় কাজ করতে পারে, সেই ঠক্-জোচ্চোর ধাপ্পাবাজের কোন কথা আমি শুনতে চাই না।

সোমেন। [উচ্চকণ্ঠে] দাদা!

জপ। চুপকর—চুপকর মেজদা! [হাত ধরে]

সোমেন। সরে যা—

জপ। না মেজদা, না। তোর দু'টি পায়ে পড়ি তুই আমার একটা কথা শোন। বড়দা যা বলে বলুক—শুধু আজকের মত তুই সব সহ্য কর। কাল থেকে তোকে কেউ কিছু বলবে না—কাল থেকে আর তোকে কোন কথা শুনতে হবে না—আমি এখনি এ বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি।

শান্তি। ঠাকুরঝি!

জপ। হ্যাঁ বৌদি। আমার জন্যেই তো তোমাদের সংসারে যত অশান্তি। বড়দা! আমাকে তুমি ক্ষমা করো। মেজদা! আমার জন্যে তুই অনেক দুঃখ পেয়েছিস—তুইও আমাকে ক্ষমা করিস। বৌদি! তোমার মমতার মধুতে হৃদয় ভরে নিয়ে পথের মেয়ে আমি পথেই ফিরে চললাম।

সোমেন। তুই একা নয় জপা—তোর সঙ্গে আমিও যাব।

উপেন। তার মানে!

সোমেন। সংসারে অনেক ঘটনা ঘটে দাদা—যার কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

শান্তি। ঠাকুরপো!

সোমেন। চলি বৌদি! আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে পৃথিবীতে নামে অমাবস্যার রাত—সেই রাতের নিদারুণ অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকেরা যখন পথ হারায়—তখন দুরন্ত দুস্তর সেই

পথের একমাত্র দিশারী ধ্রুব পথিককে পথ দেখায়। ধ্রুব কখনও ম্লান হয় না—মানুষকে ঠকায় না। তাই আমি সেই ধ্রুবের দিকে লক্ষ্য রেখে অজানা পথে পা বাড়ালাম—সত্য পথে চলবো বলে সত্যি করে পথ হারালাম।

[জপমালা সহ প্রস্থান।

শান্তি। ঠাকুরপো! শোনো, যেয়ো না—

উপেন। যাবে না শান্তি, যাবে না—এখনিও ফিরে আসবে।

শান্তি। ঠাকুরপোকে চিনতে তোমার ভুল হয়ে গেছে। সে আর ফিরবে না।

উপেন। ফিরবে না! বল কি?—না-না এ আমি চাইনি—সোমেন বাড়ী থেকে চলে যাক এ আমি কল্পনাও করিনি—আমি চেয়েছিলাম—জপমালা চলে যাক—আমাদের সংসার আবার হাসি খুশীতে ভরে উঠুক—সেই জন্যেই তো সোমেনকে আমি মিছে করে অপমান করলাম—আমি তো জানি সে কোন অন্যায় কাজ করতে পারে না—সূর্য পশ্চিম দিকে উঠবে, তবু সোমেন কখনও মিথ্যের পথে পা দেবে না—

শান্তি। কি বলছো!

উপেন। এ্যাঁ, কি বলছি!—বলছি—আমার সোনার সংসার কি শ্মশান হয়ে যাবে? জীবনের সুখের স্বপ্ন কি ভেঙ্গে যাবে? না-না তা হতে দেব না—সোমেনের চাকরী গেছে যাক—তিন ভাই—আমরা দিন মজুর খাটবো—কুলীগিরি করবো—তবু সোমেনকে আমি চলে যেতে দেব না। কিছুতেই না। সোমেন—সোমেন—

[প্রস্থান।

শান্তি। ওর ডাকে যদি ওরা না ফেরে? ঠাকুরপো যদি তার দাদাকে ফিরিয়ে দেয়। আমি যাই,—আমি ডাকলে ওরা না এসে

পারবে না। আমি বলবো ঠাকুরপো! কি করে যাচ্ছো? আমি সামনে বসে না খাওয়ালে তোমার যে খেয়ে পেট ভরে না ভাই—আমি বিছানা ঝেড়ে না দিলে তোমার যে ঘুম আসে না ঠাকুরপো! আর ঠাকুরঝি! এত মায়া—এত মমতা সব মিথ্যে হয়ে যাবে? আমি চুল বেঁধে না দিলে তোর যে পছন্দ হতো না রে—তোর বড়দার হয়ে আমি তোর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি—তুই ফিরে আয়, তোরা ফিরে আয়—ওরে ফিরে আয়।

[জোড়হাত করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে
কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

— — —

সপ্তম দৃশ্য

পার্ক।

বল্টু আসে।

বল্টু। ফিরে আসবো কি শালা—আসতে কি মন চায়! ছুকড়ীর বডিখানা দেখার পর থেকে শালা আমার বডিখানা যেন ডেড্‌বডি হয়ে গেছে—আঃ, কি নাইস কাটিং—

টৌটা আসে।

টৌটা। বলিস্ না শালা, বলিস্ না—মেজাজ আমার বয়লার হয়ে গেছে।—এক একখানা কানকি যা ঝারে না—বুক শালা কনকন করে ওঠে—

বল্টু। খবরদার শালা! ওদিকে নজর দিবি না। ও আমার।

টোটা। ধ্যেৎ! ও আমার।

বল্টু। তোর কেমন করে হয় বে শালা! সেদিন ও মালকে গুদামে তুলেছিল কে?

টোটা। কে বে শালা!

বল্টু। কেন আমি! সেদিন এমন মেজাজে কথা বললাম যে শালা ভুসভুস করে ডুবই দিতে লাগলো। ওঃ, আমার মুখের পানে তাকিয়ে সে কি কান্না! মনে পড়তেই যেন শ্লা—বুকটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে।

টোটা। কিন্তু মেয়েটা কেমন করে লাইনে ভিড়লো বল 'দেখি বে!

বল্টু। তা কেমন করে বলবো! কত্তার শালা হাজার দিকে হাজারটা লাইন! কোন লাইন দিয়ে যে শালা ওই ইঞ্জিনকে ষ্টেশনে হাজির করেছে—মালটা কিন্তু শালা নির্ঘাৎ আমার প্রেমে পড়ে গেছে।

টোটা। ঢপ্ দিচ্ছিস বে?

বল্টু। না বে শালা! আজ দুপুর বেলায় আমি যখন ঘুমুচ্ছিলাম, তখন সে আমার মাথায় সুড়সুড়ি দিয়ে গেলো।

টোটা। বলিস কি?

বল্টু। আমি উঠেই তার একটা হাত ধরে ফেললাম।

টোটা। তোর হাতটা একবার আমার বুকে বুলিয়ে দে মাইরি। [হাত ধরে]

বল্টু। হাত ছাড়। [ছাড়িয়ে] কি বলে আমাকে জাগালে জানিস!

টোটা। কি বলে?

বল্টু। শুয়ে পড়।

টোটা। শুয়ে পড়বো?

বল্টু। হ্যাঁ রে। আমি তো শুয়েছিলাম—শো—সে কেমন করে এল, কি ভাবে কথা বললে সব দেখাচ্ছি। শো না শালা!

টোটা। ঠিক আছে। [বেঞ্চে শুয়ে পড়ে]

বল্টু। কেমন ঢুলকী চালে এল দেখ—

[যুবতী মেয়ের মত কোমর দুলিয়ে, যেন লুকিয়ে এসেছে
এমনি ভাবে টোটার কাছে গিয়ে চুলে বিলি
কাটতে কাটতে বলে।]

বল্টু। এই শুনছো! তোমার সংগে কথা আছে।

টোটা। [সহসা উঠে বল্টুকে জড়িয়ে ধরে] বল প্রিয়া।

বল্টু। ছাড় ছাড়, ছেড়ে দে।

টোটা। শালা তপসে, পেঁয়াজি করবার জায়গা পাস্‌নি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার আসা কি করে দেখলি রে? মারবো এক লাথ—

বল্টু। দূর শালা! ধরা পড়ে গেলাম।—জিনিষটা মাইরি মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে, বল? কি হলো বোবা মেরে গেলি যে—

টোটা। [সহসা গান গেয়ে ওঠে]

গান।

আমি লাইন হব।
তুমি যদি ইঞ্জিন হওগো
আমি তোমার লাইন হব।

বল্টু। ধেৎ! ইঞ্জিন ফিঞ্জিন ভাল লাগে না।

টোটা। তা হলে শোন্—[গায়]

গান।

সুন্দরী গো সুন্দরী !

কি করি গো কি করি !

তোমায় দেখে প্রাণ করে আনচান।

বল্টু। বারে বাচ্চা! [গানের তালে তালে মুখে তবলা বাজায়] ধিগ ধিন না তিনা—ধিগ ধিনা—না তিনা—তেরে কেটে ধেরে কেটে ধা—তেরে কেটে ধেরে কেটে ধা,—তেরে কেটে ধেরে কেটে ধা।

[গান থেমে গেছে। তবলার বোল বল্টুর মুখে তখনও চলছে।

আসে সিঁদুর। তার হাতে রেডিও সেট।

সিঁদুর। এই কি হচ্ছে?

বল্টু।
টোটা। } কে! ও—

[উভয়ে অপলক চেয়ে থাকে। দেখে সিঁদুরের পরণে দামী শাড়ী। চোখে চশমা। হাতে ঘড়ি। সর্বাঙ্গে যেন যৌবনের বন্যা।]

সিঁদুর। নাম্বার ফাইভ—

টোটা। রেডি।

সিঁদুর। রেডিও সেটটা চার নম্বর ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে।

টোটা। এখনি?

সিঁদুর। না, দশ মিনিট পরে।

টোটা। বাঁচা গেল।—আমরা এতক্ষণ আপনার কথাই বলছিলাম।

সিঁদুর। নাম্বার ফাইভকে বলছি—

টোটা। বল।

সিঁদুর। বল নয়, বলুন।

বল্টু। আপনি কিছু খাবেন?

সিঁদুর। তার মানে?

বল্টু। কোকাকোলা জাতীয় কিছু ঠাণ্ডা—

সিঁদুর। না।

টোটা। গরম গরম মাংসের চপ?

সিঁদুর। না।

বল্টু। আপনার ট্রেনিং তা হলে শেষ?

সিঁদুর। থামুন। লোক আসছে।

নেশায় টলায়মান সুনীতিবাবু আসে।

সুনীতি। ঠাকুর—ঠাকুর—তাড়াতাড়ি নেশাটা কাটিয়ে দাও প্রভু। গিন্নী জানতে পারলে ঘরে ঢুকতে দেবে না—শান্তি বৌ ঘৃণা করবে—কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ—কে ওখানে?

বল্টু। আমরা।

সুনীতি। আমায় একটা কাজ করবে?

বল্টু। বলুন।

সুনীতি। ওই মোড়ের পানের দোকান থেকে এলাচ দিয়ে এক খিলি মিঠে পান এনে দেবে? গাটা বমি বমি করছে—তাছাড়া—ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ—মুখের গন্ধটাও খানিক ঢাকা পড়ে যাবে। পয়সা দিচ্ছি—[সিঁদুরকে দেখে] কে?

সিঁদুর। আমি।

সুনীতি। ঠাকুর—ঠাকুর-কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ পয়সা—পানের পয়সা—কে যাবে—

টোটা। কেউ যাবে না।

সুনীতি। যাবেনা? তা যাবে কেন—পুরুষ পুরুষের মর্য্যাদা বুঝবে না। বুঝবে প্রকৃতি—না কি বল মেয়ে? তুমি এনে দেবে?

বল্টু। সময় নেই।

সুনীতি। সেকি? এই বয়েসে সময় নেই কি কথা? ঠাকুর বলে গেছেন যৌবনেই যা করবার করে নাও—যৌবন ছাড়া কর্মযোগ সিদ্ধ হয় না।

বাদল আসে। তার কাঁধে সাইড ব্যাগ। বলে।

বাদল। বিষ—ভয়ঙ্কর বিষ—কালনাগিনীর বিষের চেয়েও তীব্র। ইচ্ছা করলে আপনি একরাত্রে বংশ ধ্বংস করতে পারেন। যারা আপনার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে—যারা আপনার সাজান ঘর তছনছ করে দিয়েছে—তাদের বিষ খাইয়ে মারুন।

বল্টু। }
টোটা। } তার মানে?

[বাদল গান গায়, নাচে। তার পায়ে ঘুঙুর বাজে]

গান।

ইঁদুর মারা বিষ বাবুজী
ছারপোকা মারা বিষ।
একটি প্যাকেট ছড়িয়ে দেখুন
একবারে ফিনিষ।

বিছানাতে শুয়ে আছেন
কুট্ কুট্ করে খাচ্ছে—
গায়ের উপর দিয়ে বাবু
ধেড়ে ইঁদুর যাচ্ছে—
নয়কো ভ্যাজাল বাদল দাসের
আসল জিনিষ।

বল্টু। কি ভাই, বাদাম বিক্রি ছেড়ে দিয়ে বিষ বিক্রি করছো?

বাদল। কি করবো বলুন—সংসার তো চালাতে হবে। নেবেন নাকি দিদিমণি—বিছানার তলায় ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়বেন—সকালে উঠে দেখবেন সব ব্যাটা মরে পড়ে আছে। দেব এক প্যাকেট?

সুনীতি। দাও—বেশ মিষ্টি করে দাও—ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ এলাচ দিয়ে দিও বাবা—গা বমিটা ঠাকুরের ইচ্ছায় কমে গেছে, এখন শুধু গন্ধটা গেলেই বাঁচি। কি হ'লো দাও।

বাদল। আপনি কি চাইছেন?

সুনীতি। মিঠে পান। একটু কিমাম দিও, ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ সামান্য একটু সুন্দরী জর্দা। তার সঙ্গে সামান্য একটু তাম্বুল বাহার—আর পিপারমেণ্ট—সুন্দরী আছে তো? ওয়াক্—

বাদল। লোকটা পাগল না কি? যাব নাকি দিদিমণীরা—এক প্যাকেট করে রাখবেন? [গান গায়]

গীতাংশ।

স্বামী-স্ত্রীতে শুয়ে আছেন
পাশে ঘুমোয় খোকা,
এমন সময় কুটুস করে
কামড়ালো ছাড়পোকা।

উঃ কি আপদ দুজনেতেই
খুঁজছেন তখন বালিশ।

[প্রস্থান।

টোটা। ছোকরা দিয়ে গেল মাইরি!

বল্টু। দিলে আর কি হবে। আমরা তো শালা সিঙ্গল বেডের খদ্দের।

সিঁদুর। চুপ করুন।

সুনীতি। মা জননী রেগে গেছে। ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—

টোটা। }
বল্টু। } বালিশ!

সুনীতি। হ্যাঁ বালিশ। এক বালিশের খদ্দেরদের ছাড়পোকা বেশী কামড়ায়। দুটো বালিশ থাকলে—ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—

টোটা। }
বল্টু। } দুটো বালিশ।

সুনীতি। হ্যাঁ, দুটো বালিশ। দুটো বালিশের খদ্দেররা বুঝতেই পারে না—ছাড়পোকা খাচ্ছে কি খাচ্ছে না—কারণ—ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ, একটা বালিশ তখন আর একটা বালিশের সঙ্গে জোড়া লেগে গেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ

[প্রস্থান।

টোটা। }
বল্টু। } হাঃ-হাঃ-হাঃ।

সিঁদুর। নাম্বার ফাইভ! দশ মিনিট হয়ে গেছে।

টোটা। ধুশ শালা! মেজাজটা কয়লা মেরে গেল। যত কাজ নাম্বার ফাইভকে দিয়ে—কই দিন রেডিও—

সিঁদুর। [দিয়ে] খুব সাবধান—

টোটা। আপনার নাম্বার কত?

সিঁদুর। সেভেনটিন।

টোটা। চলি বে শালা! অংকে যেন ভুল না হয়—একদশ সাত সতের। সতেরোর সাত নামলো হাতে থাকলো এক।

[প্রস্থান

সিঁদুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বল্টু। ওকে আস্কারা দেবেন না। একদম বাজে ছেলে—ওকে কখনও বিশ্বাস করবেন না।

সিঁদুর। তোমাকেও বিশ্বাস করবো না?

বল্টু। মা-মানে—আপনি—

সিঁদুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আচ্ছা ভীতু ছেলে তো তুমি। শোনো—

বল্টু। আমি?

সিঁদুর। হ্যাঁ, কাছে এস।

বল্টু। [সিঁদুরের কাছে গিয়ে] বল।

সিঁদুর। আমি এ লাইনে কেন এলাম বলো তো?

বল্টু। কেন?

সিঁদুর। তোমার জন্য।

বল্টু। আ-আ-আমার জন্য?

সিঁদুর। হুঁ—সেদিন পার্কে তোমাকে দেখার পর থেকেই মনটা তোমার জন্য কেমন-কেমন করতে লাগলো। খোঁজ-খবর নিয়ে

জানলাম তুমি এ দলে আছো। তাই আমার এক বান্ধবীকে পাকড়ে—

বল্টু। বান্ধবী!

সিঁদুর। হ্যাঁ। ওই তোমাদের জিরো—জিরো—সেভেন। ও আমার স্কুলজীবনের বান্ধবী। ওইতো আমাকে এ দলে নিয়ে এলো। [বল্টু তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবে, সিঁদুর তাকে ঠেলা দেয়] এই—

বল্টু। উঁ!

সিঁদুর। তুমি এত ভীতু কেন?

বল্টু। না-না, আমি ভীতু তো নই।

সিঁদুর। নও?

বল্টু। না।

সিঁদুর। তাহলে কেন এতদিন লক্ষ্য করোনি যে তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে আকুল হয়ে আছি? তোমাকে দেখে মনে হলো—তুমি যেন আমার কত চেনা, কত আপন জন—

বল্টু। সত্যি!

সিঁদুর। যাকে ভালবেসেছি—তাকে মিথ্যা কথা বলবো?

বল্টু। কি বললে? তুমি আমাকে ভালবেসেছ? মাইরী!

সিঁদুর। হ্যাঁ। কিন্তু তুমি?

বল্টু। আমিও তোমাকে ভালবাসি!

সিঁদুর। [সিঁদুর বল্টুর দু'হাত ধরে বলে] তাহলে বল—সব সময় তুমি আমার দিকে লক্ষ্য রাখবে?

বল্টু। সে কথা আবার বলতে হবে? কিন্তু কেন বলতো?

সিঁদুর। আমার বড় ভয় করে। লাইনের ছেলেগুলো যে ভাবে আমার দিকে তাকায়, ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যায়।

বণ্টু। কে তাকায় বলতো—মেরে সে শালাদের লাশ বানিয়ে দেব। শুয়ারের বাচ্চারা জানে না যে কার জিনিষের উপর চোখ দিয়েছে—বল, এখনি সে শালার জান নিয়ে নিচ্ছি। [সহসা ছুরি বার করে]

সিঁদুর। না-না—ওসব কিছু করতে যেও না। ছুরিটা লুকোও। শোন—কাউকে কিছু বলতে হবে না—তুমি শুধু আমার পাশে থাকবে ব্যস—তারপর আমি ঠিক করে নেব।

বণ্টু। এক কাজ করলে হয়—

সিঁদুর। কি বল।

বণ্টু। এ লাইন ছেড়ে দিয়ে—বিয়ে করে আমরা সংসারী হব।

সিঁদুর। সেতো হবই। কিন্তু একটা বছর যাক—কিছু জমিয়ে নাও—তারপর কলকাতা ছেড়ে আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। সেখানে কেউ আমাদের চিনবে না। শুধু আমি তোমাকে চিনবো—আর তুমি আমাকে চিনবে—[বণ্টুর কাঁধে হাত দিয়ে] কেমন মজা হবে বলতো?

বণ্টু। তোমাকে নিয়ে আমি—[বক্ষলগ্ন করতে চায়]

সিঁদুর। এই, অসভ্য কোথাকার- কেউ দেখে ফেলবে যে—ছাড়। এই—একটা অপারেশন করবো?

বণ্টু। কি?

সিঁদুর। পকেট।

বণ্টু। পারবে?

সিঁদুর। দেখনা কি রকম ট্রেনিং নিয়েছি। ভাল একটা পার্টি আসছে—

বণ্টু। [দেখে] তাইতো—

সিঁদুর। শোন—আমি একজন কলেজের ছাত্রী, তুমি সমাজ বিরোধী। তুমি আমার পিছু নিয়েছো—

বল্টু। ব্যস—ব্যস আর বলতে হবে না।

সিঁদুর। ষ্টার্ট—কি মনে করেছেন আপনি? কেন আমার পিছু নিয়েছেন?

বল্টু। বাজে কথা বলবেন না।

সিঁদুর। বাজে কথা বলছি—

বল্টু। নিশ্চয়ই।

সিঁদুর। কখনও না।

বল্টু। শাট আপ্!

মঙ্গল আসে।

মঙ্গল। কি হলো! হল কি আপনাদের?

সিঁদুর। দেখুন না—ওই অসভ্য ইতরটা ট্রাম-রাস্তা থেকে আমার পিছু নিয়েছে।

বল্টু। তবে রে শয়তানী—[সহসা সিঁদুরের হাত ধরে] তোমাকে আমি এমন শিক্ষা দেব—

সিঁদুর। ছাড়ো—ছাড়ো জানোয়ার।

মঙ্গল। কি হচ্ছে দাদা!

[সিঁদুর হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে, বল্টু ছাড়তে চায় না। মঙ্গল বল্টুকে বাধা দেয় ও উভয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত ছাড়িয়ে দিতে চায়]

মঙ্গল। ছাড়ুন—ছাড়ুন—বেশ ভদ্রলোক আপনি, ফট্ করে একজন ভদ্রমহিলার হাত ধরে ফেললেন—ছাড়ুন—ছেড়েদিন—

[মঙ্গল বল্টুর দিকে মুখ করে বল্টুকে বোঝায়। সিঁদুর সেই সুযোগে মঙ্গলের পকেট থেকে মানিব্যাগ নিয়ে বুকের মধ্যে রাখে]

বল্টু। যাও—ভদ্রলোকের খাতিরে তোমাকে ছেড়ে দিলাম—উনি না এসে পড়লে তোমার ইতিহাস আমি পালটে দিতাম, হ্যাঁ!

[প্রস্থান।

সিঁদুর। যাও—যাও, ইতিহাসের ছাত্রীর কাছে ফুটানী করো না।

মঙ্গল। আপনি ইতিহাসের ছাত্রী? অপূর্ব! আচ্ছা, মমতাজকে চেনেন?

সিঁদুর। নিশ্চয়ই। মমতাজ চৌধুরী তো আমার সঙ্গে পড়ে।

মঙ্গল। আজ্ঞে—আমি সম্রাট সাজাহানের স্ত্রী মমতাজ বেগমের কথা বলছি। বর্ধমানের শাসনকর্তা শের আফগানের কন্যা—মায়ের নাম মেহেরউন্নিসা—আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, বিয়ের আগে মেয়েটির নাম ছিল আরজুমন্দবানু?

সিঁদুর। হ্যাঁ। বিয়ের পরে নাম হলো—

মঙ্গল। মমতাজ বেগম। সম্রাট শাজাহানের প্রাণের প্রতিমা ছিলেন তিনি—তাই মমতাজের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধির উপর তিনি নির্মাণ করলেন বিশ্বের বিস্ময় প্রেমের মন্দির শুভ্র তাজমহল।

সিঁদুর। আহা!

মঙ্গল। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অন্য কথা বলেন—বলেন শাহাজান নাকি মমতাজের গলা টিপে মেরেছিলেন—

সিঁদুর। সাংঘাতিক ভুল।

মঙ্গল। আমিও আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু—দাঁড়ান বইটার নাম বলে দিচ্ছি—[পকেটে মানিব্যাগ খোঁজে] সর্বনাশ—

সিঁদুর। কি হলো?

মঙ্গল। পকেটমার।

সিঁদুর। সেকি!

মঙ্গল। আজ্ঞে হ্যাঁ। বইটা কিনবো বলে কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলাম—কিন্তু—

সিঁদুর। আমার মনে হয় সেই ছোকরা আপনার পকেট মেরেছে।

মঙ্গল। কি আশ্চর্য্য!

সিঁদুর। আশ্চর্য্য হবার কিছু কারণ নেই—[নিজের ব্যাগ থেকে দু'টাকা বার করে] দুটো টাকা রাখুন।

মঙ্গল। কেন?

সিঁদুর। আপনার কাছে ট্রাম ভাড়াও তো নেই।

মঙ্গল। তা নেই, কিন্তু আপনি দেবেন কেন?

সিঁদুর। বারে! আপনি বিপদে পড়েছেন—নিন ধরুন—কি আশ্চর্য্য—সংকোচের কি আছে—না হয় পরে শোধ করে দেবেন। আচ্ছা! আপনার নাম কি বলুন তো? [সিঁদুর দুটো টাকা মঙ্গলের বুক পকেটে গুঁজে দেয়]

মঙ্গল। মঙ্গল মুখোপাধ্যায়। আপনার—?

সিঁদুর। আমার নাম মঙ্গলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গল। নমস্কার—

সিঁদুর। নমস্কার—

মঙ্গল। এক টাকা রাখুন—[এক টাকা ফিরিয়ে দেয়]

সিঁদুর। তার মানে?

মঙ্গল। এই এক টাকার সিকিভাগ খরচ করলেই আমি বাড়ি পৌঁছে যাব। আচ্ছা—তখন কি পকেটমার ছিল?

সিঁদুর। কখন?

মঙ্গল। যখন কুমারী আরজুমন্দবানু শাহজাদা খুররমের বেগম মহলের কথা চিন্তা করতো? যখন ভাবতো—নীদমহলের ঝরোকার মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো এসে তার মুখে পড়বে? হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমি ভুল করছি জানেন—পুরাকালে দস্যু রত্নাকর তপস্যা করে বাল্মিকী হয়েছিলেন—আর এই আধুনিক যুগে বাল্মিকীরা রত্নাকর হবার জন্যে সাধনা করছেন।

[প্রস্থান।

সিঁদুর। লোকটা পাগল নাকি?

বল্টু আসে।

বল্টু। তোমাকে দেখে যে শালা পাগল না হবে সে শালা অরিজিনাল উল্লুকা—যাক, ফাইন তোমার হাত সাফাই—ব্যাগটা খোল, দেখি কত টাকা আছে।

সিঁদুর। ভালই আছে মনে হচ্ছে। [বুকের ভেতর থেকে ব্যাগ বার করে দেখে পাঁচখানি একশো টাকার নোট] পাঁচশো—

বল্টু। গুড লাক। ব্যাগটা আমাকে দাও।

সিঁদুর। সেকি! ষ্টেশন মাষ্টার জানতে পারলে রক্ষে রাখবে না।

পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশে কল্যাণ আসে।

বল্টু। রাখো তোমার ষ্টেশন মাষ্টার—ব্যাগটা দাও। পাঁচশো টাকা দু'জনে ভাগ করে নেব।

কল্যাণ। বাবুজী! তিনশো তেত্রিশ নাম্বার কোনদিকে হোবে?

বল্টু। জানি না। শোন, এ টাকা জমা দিতে হবে না।

[সহসা সিঁদুরের হাতে ঝাপ্পর দেয়, মানিব্যাগ পড়ে যায়।
বল্টু কুড়োতে চেষ্টা করে কিন্তু তার আগে ব্যাগের উপর
কল্যাণ জুতো সমেত ডান পা রেখেছে]

বল্টু। [বল্টু সহসা ছুরি বার করে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে] হুঁসিয়ার সিংজী!

কল্যাণ। বহুৎ আচ্ছা ছোকরা—[পকেট থেকে একটি কাগজ বার করে বলে] দেখো। এ ক্যা চীজ?

[কাগজটি দেখে বল্টু কাঁপতে থাকে। তার হাত থেকে ছুরি
পড়ে যায়। সে পালাতে চাইলে কল্যাণ বলে]

কল্যাণ। রুখ যা-না ছোকরা। তুমনে মালুম হোতা হ্যায় হিঁয়াসে ভাগ যানেসে তুম্ জীন্দা রহেগা? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বল্টু। আমাকে ক্ষমা করুন সিংজী।

কল্যাণ। কিত্‌না রোজ তুম এইসা মাফিক কাম করতা হ্যায়?

বল্টু। আজ প্রথম এবং আজই শেষ। বিশ্বাস করুন সিংজী—জীবনে কখনও আর এমন বেইমানী করবো না।

কল্যাণ। ওয়াদা রাখনে শেকেগা?

বল্টু। হ্যাঁ সিংজী। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কখনও কথার খেলাপ করবো না।

কল্যাণ। ঠিক হ্যায়। লেকিন ইয়াদ রাখো—দুশরা টাইম বেইমানী কোরলে কই আদমী তুমাকে জীন্দা রাখতে পারবে না। যাও—ঠিক ঠিক কাম কোরো।

বল্টু। নমস্তে সিংজী! নমস্তে। [প্রস্থানোদ্যত]

কল্যাণ। ঠের।

[বল্টু ভয়ে থমকে দাঁড়ায়। কল্যাণ তাকে ইশারায় কাছে আসতে বলে। বল্টু ধীরে ধীরে কাছে এলে কল্যাণ হাসতে হাসতে ইশারায় ছুরিটা তুলে নিতে বলে।]

[বল্টু ছুরিটা তুলে কাঁপতে কাঁপতে নমস্কার করে চলে যেতে চায়]

কল্যাণ। ফিন বেইমানী কোরলে তুমার ছুরিতে তুমার কলিজা ঘায়েল হোবে। সমঝা ?

[বল্টুর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে প্রস্থান।

কল্যাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সিঁদুর। আমাকেও আপনি ক্ষমা করুন সিংজী।

কল্যাণ। কেনো ? তুম তো কুছু কসুর নেই কিয়া ছোকরী।

[বুটের ডগে মানিব্যাগ সট্ মেরে কল্যাণ বলে]

কল্যাণ। উঠা লেও।

সিঁদুর। [সিঁদুর মানিব্যাগ কুড়িয়ে নেয়] আপনি নিন।

কল্যাণ। নেহি। ও তুমারী ছাতিকা অন্দর রাখো।

সিঁদুর। [বুকের মধ্যে রাখে] নাম্বার সেভেন আমাকে—

কল্যাণ। লিয়ে খেলা কোরতে চায়। সেই লিয়ে তুমি ভি ও ছোকরাকা সাথ পেয়ার পেয়ার খেলা শুরু কোরেছ—

সিঁদুর। আপনি কি করে—

কল্যাণ। জানলাম কেমন ? হাঃ-হাঃ-হাঃ, ছোকরী ! ইয়াদ রাখনা —তুমাদের সোব লোকের উপর হামার নজোর আছে। কৌন আদমী কৌন মতলব চালু কোরছে বিলকুল হামি বোলে দিতে পারবে। বিশওয়াশ হচ্ছে ?

সিঁদুর। হ্যাঁ।

কল্যাণ। ঠিক হ্যায়। তোমি ঠিক কাম কোরো—জলদী তুমাকে এ লাইনসে হঠিয়ে দুশরা লাইন মে চালু করবো।

বিষণ্ণ মনে রমেন আসে।

রমেন। নমস্তে সিংজী!

কল্যাণ। নমস্তে। ক্যা মতলব?

রমেন। বলছি। এক মিনিট আমাকে সময় দিন। আমি ভেরী টায়ার্ড—কাল থেকে কিছু খাইনি।

কল্যাণ। কেনো খাওনি ছোকরা?

রমেন। পয়সা নেই। ঘড়িটা বিক্রি করে কদিন চললো—কাল থেকে পকেট এমটি। [হাঁফায়] ইয়ে—এই আংটিটা আপনি কিনবেন? [আংটি খোলে] আধ ভরি সোনা আছে—মেজদা সখ করে তৈরী করে দিয়েছিল। নেবেন আপনি?

কল্যাণ। নেহি।

রমেন। নেবেন না? আপনি নেবেন? বিশ্বাস করুন আংটিটা সোনার। পঞ্চাশ টাকা দিন—আপনি ঠকবেন না—

সিঁদুর। সোনার দোকানে বিক্রি করুন গিয়ে। আমি নেব না।

রমেন। থ্যাঙ্ক্ ইউ। অশেষ ধন্যবাদ! এটা যে সোনার দোকানে বিক্রি করা যায়—এ কথা আমার মনেই হয়নি। চলি। নমস্কার—

[প্রস্থানোদ্যত]

কল্যাণ। শুনো ছোকরা।

রমেন। বলুন।

কল্যাণ। তুমি নোকরী করবে?

রমেন। মানে—চাকরী! দেবেন?

কল্যাণ। জরুর।

রমেন। কি করতে হবে?

কল্যাণ। সে সোব কোথা পোরে হোবে। আভি তুম এই রূপেয়া ধোরো। [দশটাকার নোট দেয়]

রমেন। টাকা নিয়ে কি করবো?

কল্যাণ। খানা খাবে।

রমেন। সিংজী!

কল্যাণ। যাও। কই হোটেলমে বৈঠে আচ্ছাসে খানা খাও। মেজাজ ঠিক কোরো—উস্‌কে বাদ এই কার্ডমে যো পত্তা লিখা হ্যায় হুঁয়া পর হামার সাথ দেখা কোরো। সমঝ্যা?

রমেন। ঠিক আছে সিংজী। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে—কথা বলতে পারছি না। আগে খেয়ে আসি তার পর আপনার সঙ্গে আজকেই দেখা করবো। নমস্তে। [প্রস্থান।

সিঁদুর। ছেলেটাকে লাইনে নামাবেন?

কল্যাণ। রেডিও সেট চালান গেছে?

সিঁদুর। গেছে।

কল্যাণ। বহুৎ আচ্ছা। তুম হামার সাথে এস ছোকরী—নেহি-নেহি—তুমাকে আসতে হোবে না। লেও একশো রূপেয়া। [এক শো টাকার নোট দেয়] এহি তুমারা কোশিষ কা বকশিস। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

সিঁদুর। এই লোকটা আমাদের মালিক। আজ দেখলাম পাঞ্জাবী—এক সপ্তাহ আগে দেখেছি এক চোখবিশিষ্ট গুজরাঠী—আবার পরে হয়তো দেখবো লোকটা বৃদ্ধ বাঙ্গালীর ছদ্মবেশে লাইনের সকলকে ওয়াচ করছে—আসলে যে লোকটা কি জাত, কি নাম; কেউ জানে না!

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

মুখার্জি ম্যানসন।

কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সুব্রত আসে।

—কবিতা—

সুব্রত। কেউ জানে না জীবন-তরী

করবে নোঙর কোন ঘাটে—

কবে যে তার বন্ধ হবে খেয়া।

ঘোমটা টেনে বিভাবরী

আসছে দ্রুত পথ হেঁটে—

মাথার উপর ঘনিয়ে আসে দেয়া।

সুব্রত। আরে! লন পেরিয়ে ভেতরে চলে এসেছি—মঙ্গল—মঙ্গল—এই মঙ্গল! যা বাবা—এখনও ঘুমুচ্ছে নাকি। ওইতো এক ভদ্রলোক উপর থেকে নেমে আসছেন—এই যে স্যর শুনছেন!

জ্ঞানবাবু আসে। হাতে সংবাদপত্র।

জ্ঞান। আমাকে কিছু বলবেন? আরে কবি যে! কতদিন পরে দেখা। তারপর খবর কি ভাই?

সুব্রত। খবর তো আপনি বলবেন দাদা।

জ্ঞান। এইমাত্র বড়সায়েবকে খবর শুনিয়ে এলাম।

সুব্রত। তাতো এলেন, কিন্তু এদিকের খবর কি বলুন?

জ্ঞান। এদিকের বলতে কোন দিকের? দিক তো বলতে গেলে বারোটা।

সুব্রত। বারোটা ?

জ্ঞান। হ্যাঁ। পুরাকালে ছিল দশদিক—অর্থাৎ নামতায় আমরা পড়েছি দশে দিক—কিন্তু বর্ত্তমানে—আর দুটো দিক বেড়েছে।

সুব্রত। দূর, কি যে বলেন !

জ্ঞান। প্রমাণ চাও ? ঠিক আছে। বলতো কাপের ডাট কোন দিকে ?

সুব্রত। কাপের ডাট ? কাপের ডাট হলো গিয়ে—

জ্ঞান। পুবদিকে ?

সুব্রত। না।

জ্ঞান। পশ্চিমদিকে ?

সুব্রত। দূর তা কেন ?

জ্ঞান। তাহলে কোন দিকে বল ?

সুব্রত। সত্যি তো ভারী মজার কথা—কাপের ডাট কোন দিকে—মানে—কোন দিকে কাপের ডাট—না দাদা পারলাম না।

জ্ঞান। কি করে পারবে কবি—এতো আর কথায় কথা মিলিয়ে পদ্য লেখা নয়—দস্তুর মত সায়েন্স, মানে বিজ্ঞানের ব্যাপার। শোনো, কাপের ডাট—বাইরের দিকে।

সুব্রত। আউটসাইড্—

জ্ঞান। ইয়েস। ইনসাইড্ আর আউটসাইড্—নতুন আবিষ্কৃত দুটো দিক। বল তুমি কোন দিকের খবর জানতে চাও—ভেতর দিকের, না বাইরের দিকের ?

সুব্রত। বাইরের দিকের খবর সোমেনের মুখে শুনেছি। আপনি ভেতরের খবর বলুন।

জ্ঞান। খবরের আগে সমীক্ষা শুনবে না ?

সুব্রত। বলুন শুনি।

জ্ঞান। আজকের সমীক্ষায় প্রেম সম্পর্কে বলছেন—শ্রীজ্ঞানদাস চক্রবর্তি। প্রেম এমন একটা জিনিষ যা চোখে দেখা যায় না—অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয় সে অন্তর আবার ভালবাসার সাবান দিয়ে কেচে নেওয়া চাই। আমাদের শাঁওলী দিদিমণি সোমেনবাবুর ভালবাসার সাবানে অন্তরখানি কেচে প্রেমের ইস্ত্রি করে রেখেছেন। কিংশুকবাবু তাঁর অন্তরখানি বিছানায় পাততে চান, কিন্তু দিদিমণি কিছুতেই পাশুতে দিবেন না। সমীক্ষা শেষ হলো।

সুব্রত। শাঁওলীকে একবার ডেকে দেবেন।

জ্ঞান। সিওর। এক্ষুণি যাচ্ছি—তবে হ্যাঁ—শাঁওলী দিদিমণি ছাড়া আর কাউকে যেন বলবেন না কবি।

সুব্রত। কি ?

জ্ঞান। স্থানীয় সংবাদ। [প্রস্থান।

সুব্রত। কিন্তু মঙ্গলকে যে বলতেই হবে। মঙ্গল ছাড়া কল্যাণদা আর কাউকে ভয় করে না—

ক্রন্দসী শাঁওলী আসে।

শাঁওলী। সেদিন আর নেই সুব্রতদা !

সুব্রত। শাঁওলী !

শাঁওলী। কিংশুকবাবু আসার পর থেকে বড়দার সেই ভীতু মনটা মরে গেছে, প্রচুর পয়সা আসছে বিজনেস থেকে—ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি শহরে বাড়ী করবার প্ল্যান করছে—দিন-রাত কিংশুকবাবু বড়দার পাশে। কাজেই অতিতের সেই দিনগুলোর সন্ধ্যা হয়ে গেছে—বড়দা আজ কিংশুকবাবু ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।

সুব্রত। বল কি!

শাঁওলী। কতটুকু আর বলতে পারলাম সুব্রতদা। সোমেন চলে যাওয়ার পর থেকে এই মুখার্জি ম্যানসনে কি যে চলছে—আপনাকে বলে আমি বোঝাতে পারবো না।

সুব্রত। তোমার চেহারা তো দেখছি একেবারে ভেঙে গেছে।

শাঁওলী। তমাল বৃক্ষই যখন ভেঙে পড়লো তখন মাধবীলতার আর দোষ কি বলুন। [কান্না]

সুব্রত। ছিঃ শাঁওলী, কাঁদে না। তার কাছে যাবে?

শাঁওলী। বলুন সে কোথায় থাকে। আমি যেমন করেই হোক তার সঙ্গে দেখা করবো।

সুব্রত। এই নাও তার ঠিকানা। [একটি স্লিপ দিল]

শাঁওলী। [দেখে] সোমেন বস্তিতে থাকে! কলকাতার কোন ভদ্রপল্লাতে সত্যিকারের একটা মানুষের জায়গা হলো না। সত্যের এত কম দাম! [কান্না]

সুব্রত। আবার কাঁদে। শোনো শাঁওলী! তোমাকে সোমেনের ঠিকানা দিয়ে গেলাম। তুমি নিশ্চয়ই তার সঙ্গে দেখা করবে। একটা কথা, তুমি ছাড়া তার ঠিকানা যেন আর কেউ না জানে। কথাটা মনে রেখ কিন্তু।

শাঁওলী। সত্য লুকিয়ে থাকবে!

সুব্রত। না শাঁওলী, না। তা কখনও থাকবে না—আগুন কখনই ছাই চাপা থাকে না। ক্ষুধা কখনও বাধা মানে না—সত্যের প্রকাশ একদিন হবেই। তুমি তো তাকে ভালবেসেছো—মন দিয়েছো—তারই প্রেমের আগুনে পুড়ে আজ তুমি অগ্নিশুদ্ধ। তাই তোমার বিশ্বাস রাখা উচিত—[কবিতা আবৃত্তি করে]

—কবিতা—

সোনার কৌটোর মধ্যে
জমা আছে দানবের প্রাণ—
মানুষের কাছে আজ পৌঁছে গেছে
এ শুভ সংবাদ।
বঞ্চনার কারাগারে—
বেশীদিন বন্দি হয়ে আর
রবে না প্রহ্লাদ। [প্রস্থান।

শাঁওলী। কবির কল্পনার সীমা নেই—কিন্তু আমার চাওয়ার যে সীমা বেঁধে দিয়ে গেছে সোমেন। [স্লিপ দেখে] তুমি আজ বস্তিতে বাস করছো প্রিয়তম—সমাজকে উপেক্ষা করে—সংসারকে অবজ্ঞা করে যে সত্যের প্রদীপ তুমি জ্বালিয়ে রাখতে চাও—সে পবিত্র প্রদীপ কি কোনদিন আমার বাসরে জ্বলবে? না-না-না—আমি বিশ্বাস করতে পারি না—[কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কণ্ঠ হইতে বেদনামেদুর সুরে গান ঝরিয়া পড়িল।]

—গান—

দেবতা বিদায় নিয়েছে যখন
কি হবে ঠাকুর ঘরে।
হায় পূজারিণী মিছে মলি তুই
ফুলে ফুলে সাজি ভ'রে।
মিছে হলো তোর চন্দন মাখা—
মিছে হলো হায় আলপনা আঁকা—
মথুরা চলিয়া গিয়াছেরে বাঁকা
এ বৃন্দাবন ছেড়ে॥

মুখে জ্বলন্ত পাইপ। পরনে দামী স্যুট, কিংশুক আসে।

কিংশুক। বাঃ অপূর্ব্ব!

শাঁওলী। আপনি!

কিংশুক। তোমার গান শুনে এসে পড়লাম। আজ কিন্তু অপূর্ব গাইছিলে তুমি।

শাঁওলী। আপনি থেকে তুমি-তে প্রমোশন পেয়ে গেছেন দেখছি।

কিংশুক। এ প্রমোশন তোমার বড়দার দেওয়া।

শাঁওলী। কনগ্রাচুলেশন কিংশুকবাবু।

কিংশুক। তুমি তাহলে সত্যিই খুশী হয়েছ? অথচ কি আশ্চর্য্য তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম—

শাঁওলী। আমিও ভুল বুঝেছিলাম কিংশুকবাবু।

কিংশুক। আবার বাবু কেন ডারলিং—এবার থেকে ওনলি কিংশুক—[হাত ধরে]

শাঁওলী। ছাড়ুন। [ছাড়িয়ে নেয়]

কিংশুক। শাঁওলী!

শাঁওলী। শাট আপ! আমার নাম ধরে ডাকবার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে? কোথায় পেলেন আমার হাত ধরার সাহস?

কিংশুক। কি বলছো তুমি?

শাঁওলী। তুমি নয় বলুন আপনি।

কিংশুক। আ-প-নি—

শাঁওলী। ইয়েস্। আপনার প্রভুকে বলে দেবেন—শাঁওলী মুখার্জি তার অফিসের ফাইল নয়, যে তার ইচ্ছে মত যা খুশী তাই করা যাবে।

কিংশুক। আপনি ভুলে যাচ্ছেন—কিংশুক চ্যাটার্জি আপনার বেয়ারাবয় নয়।

শাঁওলী। শাঁওলী মুখার্জির বেয়ারাবয় হবেন—তেমন সৌভাগ্য আপনি করেননি।

কিংশুক। হোয়াট্।

শাঁওলী। শাট্ আপ। কথা বলতে লজ্জা করছে না? যে বন্ধু আপনাকে তার স্যুট, বুট, ঘড়ি পর্য্যন্ত খুলে দিয়ে এখানে চাকরী করে দিয়েছিল—যার দয়ার দানে আপনি পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ পেলেন—এক বছর যেতে না যেতে নিজের স্বার্থসিদ্ধির নেশায় মিথ্যে বদনাম দিয়ে তাকে ছোট করতে—এখান থেকে তাড়াতে বিবেকে আপনার একটু বাধলো না?

কিংশুক। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আপনি তাহলে এখনও সেই সোমেনের ধ্যান করছেন?

শাঁওলী। না। আপনার তপস্যায় তন্ময় হয়ে আছি!

কিংশুক। বাই দি বাই—আপনার ধ্যানের দেবতা সোমেন এখন কোথায় আছে জানেন?

উপেন আসে।

উপেন। কোথায়? সোমেন কোথায় আছে আপনি জানেন?

কিংশুক। আপনি!

উপেন। হ্যাঁ আমি। আমি সোমেনের দাদা উপেন—এক মাস ধরে সোমেনকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—কিন্তু কোন সন্ধান পাচ্ছি না—আপনি যদি তার সন্ধান জানেন তো বলুন কোথায় আছে সোমেন!

কিংশুক। আমি জানি না।

উপেন। জানেন না!

কিংশুক। না। প্রয়োজন নেই। একজন দেশদ্রোহী সমাজবিরোধী ক্রিমিন্যাল কোথায় আছে না আছে তার সন্ধান নেবার আমার টাইম কোথায়।

শাঁওলী। কিংশুকবাবু!

উপেন। কি বললে! কিংশুকবাবু! মানে আমাদের কিংশুক— [কিংশুকের সামনে গিয়ে] ওঃ, তোমাকে আমি চিনতে পারিনি ভাই। এক বছরের মধ্যে তোমার চেহারা অনেক বদলে গেছে—তাছাড়া পোশাকপরিচ্ছদের চেহারা পালটে গেছে—

কিংশুক। শিবু—শিবু—

উপেন। না—না, ওসব এখন থাক কিংশুক! চা-খাবার সময় হবে না—আচ্ছা, সোমেনের নামে মিথ্যে বদনাম দেবার কারণটা কি বলতো?

শিবু আসে।

শিবু। আমাকে ডেকেছেন বাবু?

কিংশুক। আবার বাবু! কতদিন বলেছি না সায়েব বলবি?

শিবু। আজ্ঞে ভুল হয়ে যায়।

কিংশুক। কেন ভুল হয়ে যায়? মাইনে খাস না? এতবড় একটা কোম্পানীর বেয়ারার হয়ে সামান্য ডিসিপ্লিন পর্যন্ত শিখিসনি? কি করিস সারাদিন—রাস্তার লোক যখন তখন বাড়িতে ঢুকছে, মানা করতে পারিস না? যত সব ঝামেলা—যা আজে বাজে লোক বার করে দিয়ে গেট বন্ধ করে দিয়ে আয়।

উপেন। তুমি কি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছো কিংশুক?

কিংশুক। শিবু! ভদ্রলোককে বলেদে—মুখার্জি ড্রাগ ইণ্ডাষ্ট্রিজের চীপ কেমিষ্ট কোন ফালতু লোকের অভ্যাসিটি টলারেট করেন না।

উপেন। কিংশুক!

কিংশুক। শাট আপ! কোথায় কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় সে জ্ঞানটুকুও আপনার নেই—যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে।

শাঁওলী। শুনুন। যাবেন না—

উপেন। যেতে হবে শাঁওলী, যেতে হবে। কারণ আমি যে কিংশুকবাবুর অতীত জীবনের সাক্ষী। কিংশুক যখন কিংশুকবাবু হয়নি—বয়-বেয়ারারা সাহেব বলে ডাকতো না তখন যে অনেকদিন আমার বাড়ীতে খেয়েছে—সোমেনের বৌদি আমাকে লুকিয়েও টাকা পয়সা দিয়েছে—কাজেই—

কিংশুক। বাজে কথা বলবেন না।

উপেন। ছিঃ ছিঃ কিংশুকবাবু, ছিঃ! এখানে চাকরী করতে আসার আগের দিনটার কথাও কি ভুলে গেছেন? ভুলে গেছেন সোমেনের স্যুট, বুট, ঘড়ি পড়ে এখানে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন—

শিবু। বলবেন না বাবু, আর বলবেন না। শুনে আমারই লজ্জা লাগছে।

কিংশুক। শাট আপ ননসেন্স।

শিবু। আমি কি করবো সাহেব! কথাগুলো তো উনি বলছেন।

শাঁওলী। তবু ভাল সাহেব বলতে ভুলে যাওনি শিবুদা!

শিবু। ভুলি না দিদি, তা আমরা ভুলি না। চাকর হলেও—অতীতের কথা সায়েবদের মত কখনও আমরা ভুলে যাই না। সকালের কথা সন্ধ্যেয় আমরা ভুলতে পারি না—আর—

কিংশুক। শিবু।

শিবু। যে সিঁড়িতে পা দিয়ে ওপরে উঠি—ওপরে উঠেই সেই সিঁড়ির কথা আমরা ভুলতে শিখিনি।

[প্রস্থান।

কিংশুক। আচ্ছা! আজকের সমস্ত ঘটনা আমি স্যারের কাছে রিপোর্ট করবো।

উপেন। তার আগে—তার আগে অতীতের সেই বেকার-বাউণ্ডুলে—অসহায় কিংশুক চ্যাটার্জির কাছে রিপোর্ট করুন কিংশুকবাবু, যে আজ আমি মানুষকে ঠকাতে শিখেছি,—বৃদ্ধ বাপ, উপযুক্ত বোনকে পথে বসিয়েছি—আকাঙ্খা অট্টালিকার চিলে কোঠায় ওঠবার জন্যে সরল সত্যাশ্রয়ী বন্ধু সোমেন ব্যানার্জীকে লাথি মেরে নীচে নামিয়ে দিয়েছি।

[প্রস্থান।

কিংশুক। হুঁ, সোমেন ব্যানার্জী সরল, সত্যাশ্রয়ী সাধু পুরুষ। তবু যদি জপমালাকে নিয়ে তার অশ্লীল দৃশ্যগুলো না দেখতাম।

শাঁওলী। কি দেখেছেন আপনি!

কিংশুক। মুখে বললে তো বিশ্বাস করবেন না। এই দেখুন।

[কিংশুক শাঁওলীকে সোমেন জপমালা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তোলা ফটো দেখায়]

শাঁওলী। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সোমেন আর জপমালা।

কিংশুক। মেয়েটার চোখে কিসের দৃষ্টি, মেয়ে হয়েও আপনি বুঝতে পারছেন না?

মঙ্গল আসে।

মঙ্গল। আবার বলি ঔরঙ্গজেব, সাবাস—সাবাস—

শাঁওলী। ছোট্‌দা—

মঙ্গল। রাজা জয়সিংহ, সিপাহশালার দিলির খাঁ, শাহজাদী জাহানারাকে পর্যন্ত ঔরঙ্গজেব যখন বিনম্রাবনত হয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন তখন জাহানারা তো ওই কথাই বলেছিল শাঁওলী।

কিংশুক। আপনি কি আমাকে টণ্ট্‌ করছেন?

মঙ্গল। ঔরঙ্গজেবকে টণ্ট্‌ করে দারাশিকো কি বাঁচতে পেরেছিল?

কিংশুক। মঙ্গলবাবু!

মঙ্গল। অমঙ্গল নেমে এসেছিল মুরাদের জীবনে—সুজা পালিয়ে গিয়েছিল সুদূর আরাকানে—বেগম রানাদীল কি শান্তি পেয়েছিল ঔরঙ্গজেবকে ঠাট্টা করে সেতো সবাই জানে কিংশুকবাবু।

কল্যাণ আসে।

কল্যাণ। মঙ্গল! তুই সাহসের সীমানা ছাড়িয়ে গেছিস।

মঙ্গল। দীলদারের বেয়াদবি মাফ করে দেবেন।

কল্যাণ। কি বলতে চাস তুই?

মঙ্গল। কুকুরের চেয়ে ল্যাজ হাল্কা বলেই কুকুর ল্যাজ নাড়ে। বিপরিত হলে ল্যাজই কুকুরটাকে নাড়তো।

কল্যাণ। বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা এখান থেকে।

শাঁওলী। দাদা!

কল্যাণ। বি কেয়ার ফুল শাঁওলী। তোর এবং মঙ্গলের ওপর আমার সতর্ক দৃষ্টি সব সময় কাজ করে যাচ্ছে। কিংশুককে তুই অপমান করেছিস—মঙ্গল টণ্ট্‌ করেছে—কিন্তু কেন? এত সাহস তোরা কোথায় পেলি?

মঙ্গল। শাঁওলী কোথায় পেয়েছে জানি না—আমি পেয়েছি স্বপ্নে।

কল্যাণ। তার মানে!

মঙ্গল। গতরাত্রে আমি এক মজার স্বপ্ন দেখলাম—দেখলাম রবীন্দ্র-কাননে বেড়াতে গেছি—বোতল গাছগুলোর নীচে দিয়ে যাচ্ছি—হঠাৎ দেখি—ঈশান কোণের বেঞ্চে পাশাপাশি বসে রয়েছে লঙ্কার রাজা রাবণ আর মহাভারতের দুর্যোধন—

শাঁওলী। চুপ কর ছোট্দা!

মঙ্গল। শেষ করতে দে—স্বপ্নের এখনও অনেক বাকী—রাবণ আর দুর্য্যোধন কানে কানে বলছে—"লোকে মনে করেছে আমরা মরে গেছি। কিন্তু আমরা যে আদৌ মরিনি তা তারা জানে না। তারা জানে না আমরা টুকরো টুকরো হয়ে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেছি। হঠাৎ প্রচণ্ড হাসি—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কল্যাণ। মঙ্গল।

মঙ্গল। চেয়ে দেখি তাদের পাশে বসে আরও দুই মহাপুরুষ। কে কে? ঔরঙ্গজেব এবং মীরজাফর। দু'জনে হাসতে হাসতে হ্যাণ্ড-সেক করছে। তারপর কি দেখলাম জানো? দেখলাম—ঔরঙ্গজেবের পায়ের তলায় পড়ে আছে বন্দী সাজাহান আর মীরজাফরের পায়ের তলায় মৃত সিরাজউদ্দৌলা। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা কি শুনবে? হঠাৎ দেখি—মৃত সিরাজ হয়ে গেল সোমেন ব্যানার্জি, আর বন্দী সাজাহান হয়ে গেছো তুমি। কল্যাণ মুখার্জি—

কল্যাণ। শাট আপ ইডিয়েট।

মঙ্গল। [শাঁওলীকে বলে। তার কাঁধে হাত দিয়ে] উপায় নেই জাঁহানারা! বৃদ্ধ, অসহায় সম্রাট শাজাহান আজ নিজেই নিজের নজোর-বন্দী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

কল্যাণ। ইডিয়েট—স্কাউণ্ড্রেল—তোকে আমি—হ্যাঁ শোন শাঁওলী। আমি চাই তুই কিংশুকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবি।

শাঁওলী। তার মানে!

কল্যাণ। সোমেনের কথা চিন্তা করে কিংশুককে তুই খারাপ ভাববি না।

কিংশুক। একটা কথা বলছিলাম স্যার।

কল্যাণ। বল।

কিংশুক। হোটেল কুইনের জন্যে একটা ভাল ক্যাবারে গার্ল প্রয়োজন।

কল্যাণ। ডোণ্ট থিঙ্ক্—রেডি হচ্ছে—তার ফিগার দেখলে ফরেন কাষ্টমারদের ব্রেন ফেল করবে।—শাঁওলী তুই কিংশুকের সঙ্গে গিয়ে আমাদের নতুন হোটেল দেখে আসতে পারিস।

শাঁওলী। না।

কল্যাণ। না মানে? জাষ্ট নাউ তুই কিংশুকের পজিশন জানিস?

শাঁওলী। প্রয়োজন মনে করি না।

কল্যাণ। শাঁওলী।

কিংশুক। থাক স্যার। সামান্য ব্যাপার নিয়ে টাইম লস করবেন না। [ঘড়ি দেখে] আধ ঘণ্টার মধ্যে বোম্বের মিঃ গোমেশ এসে পড়বেন—আমি যাই—বাই দি বাই একটা কথা—শাঁওলী, আই মীন মিস্ মুখার্জি সম্পর্কে কিছু ভাববেন না—উইদিন এ মান্থ এভরিথিং কমপ্লিট হয়ে যাবে। বাই বাই শাঁওলী! সরি মিস্ মুখার্জি—

[প্রস্থান।

শাঁওলী। লায়ার—ডেভিল—[প্রস্থানোদ্যত]

কল্যাণ। দাঁড়া।

শাঁওলী। বল।

কল্যাণ। কিংশুক সম্পর্কে তোর মনোভাব বদলাতে হবে।

শাঁওলী। আমার দেহটাকেও তুমি ব্যবসায়ের মূলধন করতে চাও?

কল্যাণ। ডোণ্ট সিলি মাই সিষ্টার। মাথা গরম না করে আমার তিনটি কথা শোন্। নাম্বার ওয়ান :—সোমেনের কথা তুই ভাববি না।

শাঁওলী। নাম্বার টু?

কল্যাণ। সোমেনের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবি না।

শাঁওলী। নাম্বার থ্রি?

কল্যাণ। মন থেকে সোমেনের ছবি মুছে ফেলে সেখানে আঁকতে হবে কিংশুকের ছবি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

শাঁওলী। দাদা! তুমি কত মিষ্টি। এবার ছোট বোনের তিনটি কথা শুনে যাও। আমি সোমেনের কথা ভাববো। সোমেনের সঙ্গে আমি শীঘ্রই দেখা করবো। সোমেনকে আমি ভাল বেসেছি, ভাল-বাসি, ভালবাসবো।

[প্রস্থান।

———

নবম দৃশ্য।

বস্তি।

সোমেন আসে। পরনে আধময়লা জামা পাতলুন।
মুখে অল্প দাড়ি-গোঁফ, কপালে চিন্তার বলিরেখা।
ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সোমেন যেন জীবনের বোঝা
বইতে পারেছে না।

সোমেন। ভাববেসেছি - ভালবাসি—ভালবাসবো—হাঃ-হাঃ হাঃ। কথাগুলো শুনতে কত মধুর—বলতে কত সুখ - যে বলে, যে শোনে—তাদের তখন মনেই থাকে না যে বাস্তব বলে একটা কথা আছে—আর সেই বাস্তবের প্রত্যেকটি বর্ণ আনবিক শক্তির চেয়েও ভয়ঙ্কর—যাক, কি হবে ভালবাসার কথা ভেবে! বেকার বস্তিবাসী সোমেন ব্যানার্জির জীবন থেকে ভালবাসার আকাশ দেখাই যায় না। জপা—জপা—

ধর্ম্মদাস আসে।

ধর্ম্ম। সে ত বাড়ীতে নেই সোমেন।

সোমেন। কোথায় গেছে?

ধর্ম্ম। সিঁদুর আর জপমালা কাত্তিকদের বাড়ী গেছে। কাত্তিকের বোনের বিয়ে—

সোমেন। বুঝেছি। কাত্তিক আমাকেও বারবার যাবার জন্যে বলেছিল। কিন্তু—যেতে পারলাম না কাকাবাবু। সম্ভব হলো না।

ধর্ম্ম। কি করে সম্ভব? বেলা এগারোটায় বেরিয়ে সারাদিন পথে-পথে ঘুরে এতক্ষণে বাড়ী ফিরলে—মন-মেজাজ কি ঠিক থাকে? যাক সে কথা—আসল কথায় আসি। কোন আশা পেলে সোমেন?

সোমেন। না কাকাবাবু। চাকরীর আর কোন আশা নেই। কোথায় না গেছি, কাকে না বলেছি! কিন্তু কেউ কোন আশা দিতে পারিনি। ক'জন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো—তারা ত আমাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে গেল। কমল বলে এক বন্ধু তো বলেই ফেললো—

ধর্ম্ম। কি বললো?

সোমেন। বললো—যে অপরাধ তুই করেছিস—এর পর চাকরী না খুঁজে তোর আত্মহত্যা করা উচিত ছিল।

ধর্ম্ম। সোমেন!

সোমেন না কাকাবাবু, সে ভয় নেই। আত্মহত্যা আমি করবো না। তবে—

ধর্ম্ম। শোনো সোমেন! নিজের ওপর কখনও বিশ্বাস হারিও না। কিংশুক বাড়ী থেকে চলে যাবার পর—সিঁদুর ঠিক তোমার মতই ভেঙে পড়েছিল—সব সময় কি যেন ভাবতো—একদিন ত বলেই বসলো আমি আত্মহত্যা করবো। কিন্তু মজা দেখ—আমি তখনও বিশ্বাস হারাইনি। শুনলে আশ্চর্য্য হবে—দু'দিনের মধ্যেই সিঁদুরের চাকরীটা হয়ে গেল। আর চাকরীটা করে দিল কে জানো? তারই এক বান্ধবী। মেয়েটির নাম আশা।

সোমেন। চাকরীটা সিঁদুর ভালই পেয়েছে।

ধর্ম্ম। তুমিও পাবে সোমেন, তুমিও ভাল চাকরী পাবে। অধৈর্য্য হলে চলবে না। ধৈর্য্য ধরে চেষ্টা করে যাও। বিপদের সময় মনকে

শান্ত করতে হয়—সংযত করতে হয়। বস বাবাজী—আমি মেয়ে ছুটোকে ডেকে নিয়ে আসি। হ্যাঁ, একটা কথা—

সোমেন। বলুন।

ধর্ম্ম। শাস্ত্রে বলেছে ধৈর্য্যই সব চেয়ে বড় শক্তি। ধৈর্য্য হারালেই সব হারিয়ে গেল। তুমি কিছু ভেবো না সোমেন—একদিন দেখবে দুরাশার কালো মেঘের বুক চিরে হেসে উঠেছে আশার সূর্য্য—আশার সূর্য্য!

[প্রস্থান।

সোমেন। ঠিক এই কথাগুলোই তখন বৌদি বলেছিল—যখন পাশ করে প্রায় ছ'মাস বেকার হয়ে বসেছিলাম। তারপর হঠাৎ পেয়ে গেলাম চাকরীটা—চাকরীতে জয়েন করে বাড়ী ফিরেই প্রণাম করেছিলাম বৌদিকে। বৌদি হাসতে হাসতে বলেছিল—

সোমেন চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। স্মৃতিচারণ করে।
দেখা যায় শান্তি হাসতে হাসতে এসে মঞ্চে
দাঁড়ায়। বলে।

শান্তি। কি ভাই! আমার কথা সত্যি হলো কিনা?

সোমেন। তা হলো বৌদি।

শান্তি। অথচ—তুমি একেবারে হতাশায় ভেঙে পড়েছিলে।

সোমেন। সত্যি বৌদি! তবে তোমার জন্যেই আমি চাকরী পেয়েছি। তুমি আমাদের লক্ষ্মী। তোমার পুণ্যেই যা কিছু হচ্ছে—

শান্তি। এই ঠাকুরপো! ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—

সোমেন। শোন বৌদি! প্রথম মাসের মাইনে থেকে তোমাকে কিছু একটা দিতে চাই। বল কি চাও তুমি?

শান্তি। কিছু চাই না। আমার সব আছে।

সোমেন। সব আছে মানে!

শান্তি। তোমরা আছো। তোমরাই ত আমার সব ভাই। তবে হ্যাঁ—একটা জিনিষ আমার নেই। পারো ত কিনে দিও। তোমার দাদাকে কতদিন বলেছি—কিন্তু কিছুতেই তার মনে থাকে না।

সোমেন। জিনিষটা কি বৌদি?

শান্তি। লালপাড় গরদের শাড়ী।

সোমেন বৌদি!

শান্তি। লালপাড় গরদের শাড়ী পড়ে ঠাকুরের কাজ করবো—এ আমার অনেক দিনের সাধ। [স্মৃতিপ্রতিমা মিলিয়ে যায়]

সোমেন। কিন্তু লালপাড় গরদের শাড়ী বৌদিকে কিনে দেওয়া হয়নি। সুখ ও সাচ্ছল্যের বন্যায় ভেসে গেছে ছোট্ট একটি চাওয়া—সোমেন ব্যানার্জির জীবনে এই প্রথম ভুল—দেব—লালপাড় গরদের শাড়ী নিশ্চয়ই আমি বৌদিকে কিনে দেব—কিন্তু—হাঃ-হাঃ-হাঃ—কি আশ্চর্য্য মানুষের চরিত্র—সুখের দিনে যা মনে পড়েনি আজ দুঃখের বেদনা-বিধুর সায়াহ্নে একটা একটা করে তাই মনে পড়ছে—স্মৃতির আয়নায় ভিড় করছে প্রিয়জনদের মুখগুলো। [শাঁওলীর স্মৃতিপ্রতিমা আসে] অপূর্ব্ব! তোমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানো?

শাঁওলী। কি?

সোমেন। প্রতিমা!

শাঁওলী। এ প্রতিমা ত তোমারই তৈরী সোমেন।

সোমেন। তোমার মুখে আজ নিবেদিতার হাসি।

শাঁওলী। এ হাসি তোমার ভালবাসার বাঁশী।

সোমেন। তোমার বুকে যেন অপরাজিতার পরাগ।

শাঁওলী। এ পরাগ পরশে আজকে তোমার প্রথম নিমন্ত্রণ।
[প্রতিমা-মিলিয়ে যায়]

স্মৃতিপ্রতিমা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। ঠিক সেখানে
এসে দাঁড়ায় সিঁদুর। সোমেন ব্যাকুল
কণ্ঠে ডাকে।

সোমেন। শাঁওলী—শোনো - চলে যেও না—বিশ্বাস কর তোমাকে আমি একটি মুহূর্ত্ত ভুলতে পারি না।

[সহসা সোমেন শাঁওলী ভ্রমে সিঁদুরের হাত ধরলে সিঁদুর বলে]

সিঁদুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

সোমেন। [হাত ছেড়ে] কে! ও সিঁদুর! তুমি আমাকে ভুল বুঝো না সিঁদুর। আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম—তুমি আমাকে ক্ষমা করো!

সিঁদুর। ক্ষমা করার কি আছে সোমেনদা! শাঁওলীর মত আমিও তো মেয়ে।

সোমেন। কি বলতে চাও সিঁদুর!

সিঁদুর। [লজ্জায় মুখ নামিয়ে] জপা বলছিল—তু - আপনি বাজার যাবেন।

সোমেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমির সঙ্গে আপনির কি সুন্দর লুকোচুরি খেলা।

সিঁদুরের দামী শাড়ী ও কিছু অলঙ্কার পরে
জপমালা আসে।

জপ। ভেতরে আসতে পারি?

সোমেন। জপা!

জপ। স্যরি! আমি মনে করেছিলাম প্রাইভেট টক হচ্ছে।

সোমেন। আরে—তোকে যে চেনাই যায় না জপা। শাড়ী গয়না-গুলো নিশ্চয়ই সিঁদুরের?

জপ। সিঁদুর ছাড়া আলতা কোথায় পাবো!

সিঁদুর। তবে রে মুখপুড়ি! দেখাচ্ছি মজা।

[মারতে যায়, জপমালা সোমেনের চারিদিক ঘোরে। একটি কিল মারে, কিন্তু সে কিলটি পড়ে সোমেনের পিঠে। সিঁদুর লজ্জায় জিব কাটে। জপা আনন্দে হাততালি দেয়]

জপ। কি মজা—কি মজা—মেজদা দেখ।

সোমেন। কি দেখবো?

জপ। সিঁদুরদির গালে গোলাপ ফুটেছে—

সিঁদুর। অসভ্য মেয়ে কোথাকার।

[প্রস্থানোদ্যত হলে জপা তার আঁচল টেনে ধরে বলে]

জপ। পালিও না সিঁদুরদি! শোনো।

সিঁদুর। বল!

জপ। বিয়ে-বাড়ী যেতে যেতে যা বললাম—

সিঁদুর। ওঃ, একেবারে মনে ছিল না।

জপ। থাকবে কি করে—মন ত দেউলে—

সিঁদুর। যাঃ—[বুকের ভেতর থেকে মানিব্যাগ বার করে দুখানা দশটাকার নোট তুলে দেয়]

সোমেন। টাকা নিলি যে!

জপ। বা রে! কালকের জন্যে বাজার করতে হবে না?

সোমেন। না।

জপ। মেজদা!

সোমেন। দশ, বিশ, পঁচিশ করে কত টাকা নেওয়া হয়েছে—সে হিসাব আছে?

সিঁদুর। ধার নিচ্ছেন তো।

সোমেন। ধারেরও একটা সীমা আছে। সুব্রত না হয় বড় লোকের ছেলে, কিন্তু তুমি কতদিন ফেলে রাখতে পারবে অতগুলো টাকা? চাকরীর কোন আশা নেই—ব্যবসা করবো তার মূলধন নেই—তা হলে তোমাদের এ ঋণ আমি কি করে শোধ করবো বল?

ধর্ম্মদাস আসে।

ধর্ম্ম। ঋণ কোথায় যে শোধ করবে বলছো?

সোমেন। বাঃ, আপনাদের প্রায় দুশো টাকা—

ধর্ম্ম। তুমি তো আরও অনেক টাকা পাবে সোমেন।

সোমেন। পাবো! টাকা! আপনাদের কাছে?

ধর্ম্ম। এই দেখ। ভুলো ছেলে সব ভুলে বসে আছে। কিন্তু তুমি ভুললেই তো আর ধর্ম্ম ভুলবে না। [পকেট থেকে নোট বই বার করে] এই দেখ—ছ'ঘর ছটি হিসাব। দেখছো কত টাকা তোমার দেওয়া আছে? দেখতে পাচ্ছো?

সোমেন। কিন্তু ও টাকা তো আমি কিংশুককে দিয়েছিলাম।

ধর্ম্ম। কিংশুক তো একা খায়নি বাবা। আমরা সবাই মিলে খেয়েছি। সে অমানুষ অকৃতজ্ঞ—তাই সেদিনের কথা ভুলে গেছে—লোভের বসে স্বার্থের সিংহাসনে বসবার জন্যে তোমাকে অপমান করেছে। তা করুক—তবু তো সে আমার ছেলে, তাই তার ঋণ আমি শোধ করবো।

সোমেন। কাকাবাবু!

ধর্ম্ম। দেশ স্বাধীন হয়েছে—মানুষ সভ্য হয়েছে—সভ্য দেশের সভ্যতার দাম মেটাতে হচ্ছে বৃদ্ধ বাপকে তার জোয়ান ছেলের ঋণ শোধ করে।

সিঁদুর। বাবা!

ধর্ম্ম। অথচ শাস্ত্রের কথা :—পুন্নাম নরক থেকে উদ্ধার করবে বলেই সন্তানের আর এক নাম পুত্র আশ্চর্য্য যুগ ধর্ম্ম। সব বিপরীতমুখী। সকলে পিছু পানে হাঁটছে। আগে বাপের ঋণ শোধ করতো ছেলে, এখন ছেলের ঋণ শোধ করছে তার পঙ্গু বুড়ো বাপ।

[প্রস্থান।

সোমেন। আশ্চর্য্য।—

সিঁদুর। কি ভাবছেন সোমেনদা?

সোমেন। ভাবছি বিচিত্র পৃথিবীর মানুষের মন কত বৈচিত্রে ভরা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষ ছুটছে। দাঁড়াবার সময় নেই—চাওয়ার শেষ নেই। অথচ কি আশ্চর্য্য—শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে পর্য্যন্ত তারা জেনে গেল না তারা কি চেয়েছিল!

[প্রস্থান।

সিঁদুর। এইবার তোকে কে বাঁচাবে জপা? [কোমরে আঁচল জড়ায়]

জপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সিঁদুর। কোথায় পালাবি মুখপুড়ি!

[পলায়মানা জপার শাড়ীর আঁচল ধরে টানলে জপার বুক থেকে ঢাকা সরে যায়। সে লজ্জা পায়। বলে]

জপ। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা! ছাড়ো সিঁদুরদি! তোমার পায়ে

পড়ি। এখনি কেউ এসে পড়বে। [ছাড়িয়ে] ওঃ, আচ্ছা দস্যি মেয়ে বাবা!

সিঁদুর। চুপ কর।

জপ। কেন চুপ করবো? কোন কথাটা আমি মিথ্যে বলেছি? তুমি মেজদার প্রেমে পড়েছো এ কথা মিথ্যে?

মাতাল বল্টু আসে।

বল্টু। একশো বার মিথ্যে।

জপ। আপনি! [জপমালা চিন্তামগ্ন হয়]

বল্টু। হাজার বার মিথ্যে।

সিঁদুর। তুমি! [ভয় পায়]

বল্টু। লক্ষ বার মিথ্যে। কি তাই না?

সিঁদুর। হ্যাঁ—কিন্তু তুমি এখানে এলে কি করে? কি করে জানলে আমি এখানে থাকি?

বল্টু। তোমরা কি করে জানতে পারো কোন বনে ফুল ফুটেছে?

[সিঁদুর বিপদে পড়ে। তাই সে চায় কোন রকমে বল্টুকে নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে]

সিঁদুর। তাই বুঝি! ঠিক আছে চল।

বল্টু। কোথায়?

সিঁদুর। আমার ঘরে।

বল্টু। এ ঘরটা তা হলে কার?

সিঁদুর। আমার বান্ধবীর।

বল্টু। [জপার প্রতি চেয়ে] ওঃ, ওই বুঝি তোমার বান্ধবী? ভেরী ফাইন ফিগার তো—

জপ। ভদ্রলোক কে সিঁদুরদি?

সিঁদুর। উনি?—আমাদের অফিসের—মানে আমার সহকর্ম্মি।

বল্টু। বাজে কথা বলো না। ঠিক করে বল আমি তোমার কে? সেই প্রথম অপারেশনের দিন থেকে তোমার পাত্তা পাচ্ছি না কেন? নতুন আমদানী সেই ছোকরার সঙ্গে রোজ রোজ কোথা যাও তুমি? নাম্বার ফাইভ বললো সেই ছোকরার সঙ্গে তুমি নাকি হোটেল কুইনে ফুর্ত্তি করতে যাও?

সিঁদুর। যাবে এখান থেকে?

বল্টু। বিরক্ত হচ্ছো মনে হচ্ছে? শোন নাম্বার সেভেনটিন! কর্ণার কীক্ করতে চেষ্টা করো না—আমার নাম ব—, যা শালা—আর একটু হলেই নামটা বেড়িয়ে গিয়েছিল—হ্যাঁ—ইয়ে, সেই নতুন ছোকরা শালা বেশ সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলছে—তাকে বলে দিও যে কোন সময়ে ফাউল হয়ে যেতে পারে।

সিঁদুর। আমার সঙ্গে এস।

বল্টু। বেশ চল। তবে তোমার বান্ধবীর সামনে একটা কথা বলে রাখছি—বল শালা একটা—সেই একটা বল নিয়ে ছুটোছুটি করে মরছে বাইস জন বোকা খেলোয়ার।—আমি বাবা ও দলে নেই—একটা বল নিয়ে আমি একাই খেলব। কোন শালা প্লেয়ার সেই বল টাচ্ করতে এলেই—মারবো এক সট। [সট মারে] ব্যস, বল একদম গোলে। [প্রস্থান।

সিঁদুর। কিছু মনে করিস না ভাই—ভদ্রলোক ভারী সুন্দর লোক। কিন্তু ড্রিঙ্ক করলে মাথার ঠিক থাকে না। এমন সব আজে বাজে কথা বলে যে কথার কোন মানে হয় না।

[প্রস্থান।

জপ। মানে হয় না! 'অপারেশান'—'নাম্বার সেভেনটিন'—'হোটেল কুইন' এ কথাগুলোরও কি কোন মানে নেই! সিঁদুরদি কি তাহলে—কিন্তু কে ওই লোকটা—কোথায় যেন দেখেছি—কণ্ঠস্বর পর্যন্ত চেনা চেনা মনে হলো, [চিন্তাকুল মনে] কোথায় দেখেছি লোকটাকে—কোথায় দেখেছি—

সুব্রত আসে, কণ্ঠে কবিতা

সুব্রত। **কবিতা**

দুঃস্বপ্নে দেখেছো তারে
অন্ধকার রাতে।
মুখে ছিল ক্রুর হাসি
সর্ব্বনাশ হাতে।

জপ। ব্রত!

সুব্রত। [কবিতার শেষাংশ বলে]

কবিতা

নিষিদ্ধ ফলের স্বাদে
ভরা ছিল মন।
পাষাণে কুটিল মাথা
বন্দিনী যৌবন।

জপ। তার মানে!

সুব্রত। মানে পরে বলছি—তার আগে বল তুমি ভয় পেয়েছো কেন?

জপ। [মৃদু হেসে] ধেৎ, ভয় পাব কেন—তবে হ্যাঁ—ভাবছিলাম।

সুব্রত। কি ভাবছিলে?

জপ। একজনের কথা।

সুব্রত। তা সে জন কোন মহাজন শুনি।

জপ। যার কাছে প্রেম ধার করেছি।

সুব্রত। তা সে মহাজন তো এসে গেছে। সুদটা অন্তত মিটিয়ে দাও। [জপাকে কাছে টানে।] আঃ—তোমার গায়ে কি মিষ্টি গন্ধ।

জপ। হবেই তো, মনে যে মধুর চাষ চলছে।

সুব্রত। তা হলে আর মৌমাছির দোষ নেই।

[বক্ষলগ্ন করে, জপা আবেশে জড়িয়ে ধরে।]

থলি হাতে আসে সোমেন।

সোমেন। ভেতরে আসতে পারি?

সুব্রত। [বিচ্ছিন্ন হয়ে] কে! ওঃ, বাজারে গিয়েছিলি? তা ইয়ে, মানে—ফুলকপি পেয়েছিস?

[জপা তখন মাটিতে পায়ের বুড়ো আঙুল ঘসে]

সোমেন। কিরে মুখপুড়ি! ঘরের মেঝেটা যে গর্ত্ত হয়ে গেল।

জপ। যাঃ, আমি কি করবো—ওইতো—ইয়ে মানে—

[প্রস্থানোদ্যত]

সোমেন। দাঁড়া।

জপ। আঁচ ধরাতে হবে তো!

সোমেন। আঁচ অনেক আগেই ধরে গেছে।

জপ। কোথায়?

সোমেন। তোর মুখে।

জপ। ভাল হবে না মেজদা!

সোমেন। জানাজের থলেটা নিয়ে যা। আমাকে এখনি থানায় গিয়ে পুলিশে খবর দিতে হবে।

জপ। } কি ব্যাপার!
সুব্রত। }

সোমেন। বাঃ, অনেক দিনের দাগী চোর আজ হাতেনাতে ধরা পড়েছে। খবরটা পুলিশকে জানাতে হবে না?

জপ। ধেৎ! তুই না—একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে হয়ে গেছিস। অসভ্য কোথাকার!

[থলি সহ প্রস্থান।

সুব্রত। } হাঃ-হাঃ-হাঃ।
সোমেন। }

সোমেন। কিরে? স্যারেণ্ডার করবি না আস্তিন গুটোবো?

সুব্রত। ননসেন্স!—স্যারেণ্ডার তো কবে করেছি। তোর অমত না হলে—কালই আমি জপাকে বিয়ে করবো।

[সহসা সোমেন, সুব্রতকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বলে]

সোমেন। তুই আমাকে বাঁচালি সুব্রত! তুই আমাকে বাঁচালি। তোর এ মহত্ত্বের দাম আমি দিতে পারবো না। বিশ্বাস কর, কি বলে যে তোকে আমি—

সুব্রত। মনে রাখিস সোমেন তোর স্নেহ প্রীতি শুভেচ্ছাই আমাদের চলার পথে আলো দেখাবে। তুই জানিস না তুই কি। জপার কথা আলাদা, আমার সারা জীবনের বন্ধুর পথে তোর আদর্শই আমার একমাত্র পাথেয়।

সোমেন। সুব্রত!

স্মব্রত। তোর জীবন-সূর্য্য এখন ঠিক মাথার উপরে। তাই নিজের ছায়া নিজের চোখেও তুই দেখতে পাস না সোমেন।

[প্রস্থান।

সোমেন। আমি কি স্বপ্ন দেখলাম—জপা—জপা—

জপা আসে।

জপা। কি হলো মেজদা?

সোমেন। জানিস জপা! আমার জীবনের একটা বিরাট ভুল ধরা পড়ে গেছে। আমি ভাবতাম পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম—আমার ধারণা ছিল মিথ্যে—বঞ্চনা—আর স্বার্থের জালে জড়িয়ে পড়েছে সমাজ সংসার। কিন্তু নারে জপা—সে ধারণা আমার ঠিক না—সে ভাবনা আমার ভুল। পৃথিবীতে এখনও অনেক মানুষ আছে—এখনও প্রেম আছে—প্রীতি আছে—মানবতার নিরব সঙ্গীতে মানুষ এখনও মুগ্ধ হয়—ও হো—আসল কথাটাই তোকে বলা হয়নি। স্মব্রত—

জপা। সে তো চলে গেছে।

সোমেন। তা যাক। কিন্তু বলে গেছে—

জপা। কি বলে গেছে?

সোমেন। স্মব্রত তোকে বিয়ে করবে—আমাকে কথা দিয়ে গেছে জপা।—কি হলো মুখ নামালি কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? নারে না—অবিশ্বাসের কিছু নেই—মুখ তোল—[জপার চিবুকে হাত দিয়ে] স্মব্রত আমার সারা জীবনের অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়ে গেছে আজ।—কি রে চোখে জল কেন?—[জপা সহসা সোমেনের বুকে মুখ রেখে ফুফিয়ে কাঁদে। সোমেন তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে] দূর পাগলী! এমনি করে ছেলে মানুষের মত কাঁদতে আছে। চুপ কর।

কথা শোন—আমার যখনই অসুবিধা হবে তখনই তোর বাড়ী চলে যাব। সপ্তাহে একদিন করে এসে আমাকে তুই দেখে যাবি—তা ছাড়া ততদিনে আমিও মোটামুটি দাঁড়িয়ে যাব। দেখি একবার মুখটা—

শাঁওলী আসে। সোমেন ও জপাকে এই
অবস্থায় দেখে সে ভুল ভেবে বলে।

শাঁওলী। এতদিন ধরে দেখেও—দেখার আশা মেটেনি ?

সোমেন। কে! [জপা দূরে চলে যায়] শাঁওলী তুমি—

জপ। আপনি শাঁওলী মুখার্জি! বসুন—

[প্রস্থানোদ্যত]

শাঁওলী। পালাচ্ছেন না কি ?

জপ। বারে! অনেকদিন পরে আপনাদের দেখা হলো- দুজনে কিছুক্ষণ একা একা থাকুন।

[প্রস্থান ।

সোমেন। জপমালা! শোন—

শাঁওলী। জপমালা যে তোমার গলার মালা হয়ে গেছে—এ কথা আগে বলনি কেন ?

সোমেন। তার মানে!

শাঁওলী। তোমার মত দক্ষ অভিনেতা এই সামান্য কথাটার মানে বুঝতে পারল না ?

সোমেন। কি বলতে চাও তুমি!

শাঁওলী। কেন তুমি আমাকে ঠকিয়েছো ? মুখে বড় বড় আদর্শের কথা বলে—ভাবগম্ভীর কণ্ঠে সততার শতনাম শুনিয়ে কেন তুমি আমাকে

আমার সীমানা থেকে এই নোংরা পচা বস্তিতে টেনে এনেছো, কেন—কেন?

সোমেন। কি বলছো তুমি!

শাঁওলী। আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম—হৃদয় নিংড়ে দিয়ে তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম—এই আমার বিশ্বাসের দাম? এই আমার ভালবাসার মূল্য?

সোমেন। শাঁওলী!

শাঁওলী। এখন বুঝতে পারছি কত বড় মিথ্যাবাদী তুমি।

সোমেন। শাট আপ্!

শাঁওলী। কি! তুমি আমাকে চোখ রাঙাচ্ছো! একটা বাস্তুহারা মেয়েকে বোন বলে আশ্রয় দিয়ে তাকে নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলে—

সোমেন। শাঁওলী—

শাঁওলী। রক্ষিতার মনোরঞ্জনের জন্যে যে জাল ওষুধ আর ভ্যাজাল বেবীফুড তৈরীর স্বপ্ন দেখে—

সোমেন। গেট আউট—গেট আউট—আমি তোমাকে—

শাঁওলী। শাট আপ! আমি এখান থেকে আউট হবার আগে তোমাকে আমি পৃথিবী থেকে আউট করে দিতাম—যদি চেম্বারটা সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম—ইডিয়েট—লায়ার—ডেভিল কোথাকার!

[রাগে কাঁপতে কাঁপতে প্রস্থান।

সোমেন। শোনো—শুনে যাও শাঁওলী মুখার্জি! [উচ্চকণ্ঠে] না-না, চলে যাও—চলে যাও—একে একে সবাই চলে যাও—কাউকে আমার দরকার নেই—কাউকে না—[সহসা কেঁদে ফেলে] দাদা, বৌদি, স্নেহের ভাই রমেন আমার জীবন আকাশ থেকে উল্কার মত খসে পড়ল। জপা স্বামীর ঘরে চলে যাবে—ভালবাসার ফুল দিয়ে

যাকে আমি প্রতিমার মত সাজিয়ে ছিলাম সেই শাঁওলীও আমাকে ভুল বুঝে দূরে চলে গেল—তাহলে কি নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো? সোমেন ব্যানার্জি—জীবনের খতিয়ানে আর কি থাকলো তোমার?

[সোমেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দেখে যেন তার বিবেক সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কঠিন কণ্ঠে জবাব দেয়]

বিবেক। সত্য।

সোমেন। সত্য!

বিবেক। হ্যাঁ। সব মিথ্যাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেলে সত্যই তো সোনা হয়ে ওঠে।

সোমেন। কে তুমি?

বিবেক। আমি তোর বিবেক!

সোমেন। বিবেক!

[চমকিয়ে সরে যায়। বিবেকও তার সামনে অবিকল সোমেনের মত দাঁড়িয়ে বলে।]

বিবেক। নিজের বিবেককে দেখে চিনতে পারছিস না?

সোমেন। পারছি।

বিবেক। তাহলে শোন!

সোমেন। বল।

বিবেক। একটা পরিপূর্ণ মানুষ হতে গেলে— অনেক ত্যাগ করতে হয়। সাধারণ মানুষ তাকে মুহুমুহুঃ ভুল বুঝবে—তাই বলে কি ভেঙে পড়লে চলবে?

সোমেন। চলবে না?

বিবেক। না। মিথ্যার ভয়ে সত্য কখনও ম্লান হয় না। কবি-গুরুর সেই গানটা মনে পড়ছে না?

সোমেন। কোন গানটা ?

বিবেক। সেই যে—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।' [মিলিয়ে যায়]

সোমেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—সামান্য একটা মেয়ের কথায় আমি ভেঙে পড়েছিলাম ! না-না মিথ্যে। যারা চলে গেছে তারা সব মিথ্যে। সত্যের পথ ধরে আমি একাই চলবো—

বাদল আসে।

বাদল।　　　　　　　　　**গান**

বাদল শেষে বাজলো মাদল
　　ওই যে ওঠে রাত্রিশেষের সূর্য্য !
কান পেতে তুই শোন অভাগা
　　ওই যে বাজে ঘুমভাঙার তূর্য্য।
আসুক শত বাধা তা' সব দলতে হবে
পথের কাঁটা মাড়িয়ে পথ চলতে হবে
মনের ঘরে নে রে ভরে
　　মন রাঙানো, ভয় ভাঙানো শৌর্য্য।

সোমেন। কি খবর বাদল !

বাদল। ষ্টলের মালিক রাজি হয়েছে। কাল থেকেই তুমি খবরের কাগজ বিক্রি করতে পারবে। চলি সোমেনদা !

[প্রস্থান।

সোমেন। নিরাশার নিদারুণ অন্ধকারে আবার আশার আলো ! বৈশাখের দারুণ দহনে এক ঝলক দখিনা বাতাস—বঞ্চনার প্রবল বন্যায়, ভাসমান একখণ্ড তৃণ—হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[প্রস্থান।

———

দশম দৃশ্য।

অন্য এক পার্ক।

প্রচণ্ড ভাবে হাসতে হাসতে টোটা আসে।

নেশায় তার পা টলছে।

টোটা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, শালা ভপসে দু'দিন খুব হিঁড়িক মারলো। মনে করলো ইঞ্জিনখানা তার হাতেই থাকবে। আবে বুদ্ধু! তাই কখনও থাকে। তু শালা ষ্টার্ট দেবার আগেই পাকা পাইলট পেনালটি সর্ট মেরে তোকে আউট করে দিল। আচ্ছা ভাব্বা খেলি শালা চামচা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বল্টু আসে। নেশায় তার পাও মৃদু টলছে।

বল্টু। আবে হাসি বন্ধ কর।

টোটা। কেন?

বল্টু। আমি তোর লাইনের লোক। পাঁচ বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করছি—কোথাকার কে হরিদাস উড়ে এসে আমার জিনিষটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, আর তুই শালা মজা দেখছিস?

টোটা। ঠিক বলেছিস শালা। আমি শালা মানুষ নয়, নির্ঘাৎ একদম শুয়ারের বাচ্চা তাই তোর বিপদে দাঁত বার করে হাসছি। বল, সেই শালা দো-পেঁয়াজিকে কোথায় দেখেছিস?

বল্টু। এখানে।

টোটা। এখানে—কাল কখন?

বল্টু। এমনি সময়ে।

টোটা। জোড়া ?

বল্টু। জোড়া। ছুকরী শালা টাট্টু ঘোড়ার মত আগে আগে এসে ওই বেঞ্চে বসল !

টোটা। আর ন্যাং-বোট্ শালা— ?

বল্টু। সেও বসলো তার পাশে। শালার মুখে কি হাসি। মনে হলো ছুটে গিয়ে দিই শালার বডিখানা ফেলে।

উপেন আসে। তার জীর্ণ-মলিন বেশ। বলে।

উপেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

টোটা। কি ?

উপেন। সোমেনকে দেখেছেন ? সোমেন আমার মেজ ভাই। ফার্স্ট ক্লাস কেমিষ্ট—ভাল চাকরী করতো—সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বোনটাকে নিয়ে বাড়ী থেকে চলে এল— আর ফিরে গেল না। আচ্ছা, আপনারাই বলুন আমি কি তাকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বলেছিলাম ?

বল্টু। শোন টোটা ! সন্ধান নিয়ে জানতে পারলাম—বাবার সেভেনটিন এখন ক্যাবারে নাচ শিখছে—

টোটা। মাইরি ?

উপেন। জানেন ভাই ! ছোট ভাইটাও রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়েছে। সেও আর বাড়ী ফেরেনি। আর ফিরবেই বা কি করে—হয়তো দু'ভাই-ই বাড়ী ফিরেছিল—কিন্তু আমরা যে আর সে বাড়ীতে থাকি না। কাজেই তার খুঁজে পাচ্ছে না আমরা কোথায় আছি।

টোটা। কইরে ! দশটা তো বেজে গেল—

বল্টু। তাইতো ভাবছি—

উপেন। সুনীতি কাকাই বললেন—তোমরা ওই বাড়ীতে গিয়ে থাকো। সোমেনটা এত বোকা, আমি না হয় দুটো কথা বলেছিলাম, কিন্তু তার বৌদিতো তাকে কিছু বলেনি! সে বেচারী যে কেঁদে কেঁদে মলো। প্রতি মঙ্গলবার মায়ের মন্দিরে পূজো দিতে যায়। আজও গেছে—

বল্টু। আচ্ছা ঝামেলা ছাই…

টোটা। যাও তো—ভাগো এখান থেকে।

উপেন। ওঃ, আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন! ঠিক আছে—আমি চললাম—তবে হ্যাঁ—সোমেন রমেনের সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাহলে দয়া করে বলে দেবেন যে তোদের দাদা তোদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। তোরা আজই বাড়ী ফিরে যা। কেমন?

টোটা। শালা টিকটিকি নয়তো?

বল্টু। কি জানি। [উপেনের একটা হাত ধরে] সত্যি করে বলো তুমি কে?

উপেন। আমি সোমেন—রমেনের বড়দা। আমার নাম উপেন। উপেন ব্যানার্জি।

বল্টু। মারবো শালা খচ্চরের মুখে এক ঝাপ্পর—বল শালা কে তুই?

টোটা। নিশ্চয়ই সেই শালা শুয়োরের বাচ্চার দালাল।

বল্টু। মার শালাকে—[উপেনকে চড় মারে]

উপেন। আঃ—[পড়ে যায়]

টোটা। চল বে! আর খানিক টেনে আসি। ও শালা পড়ে থাক।

বল্টু। শালা দালাল কোথাকার—সেই বেজন্মা শয়তানটাকে বলে দিস—দুনিয়ার দিন তার শেষ হয়ে আসছে। চল—

[টোটা বল্টুর প্রস্থান।

উপেন। [উঠে] ওরা কারা! কাদের কাছে আমি সোমেন—রমেনের সন্ধান জানতে চেয়েছিলাম—ওরা কি মানুষ?

ধর্ম্মদাস আসে।

ধর্ম্ম। আমাকে কিছু বলছেন?

উপেন। আপনি কি এ পাড়াতেই থাকেন?

ধর্ম্ম। না বাবা! থাকি অন্য পাড়ায়, এ পাড়ায় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম—তা দেখা হলো না—বড় রোদ তাই পার্কের ছায়ায় একবার বসবো মনে করে এখানে এলাম। আপনি—

উপেন। এ পাড়ায় নতুন এসেছি—কিছু দিন আগে আমার দুটো ভাই রাগ করে বাড়ি থেকে চলে এসেছে—তাই আমি তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। ওই যে ওদিকে একদল ছোকরা হৈ-হল্লা করছে—দেখি ওখানে যদি কোন সন্ধান পাই। এই যে শুনছেন—আপনারা আমার ভাই দুটোকে দেখেছেন? একজন সুন্দর দেখতে—আর একজন শ্যামবর্ণ? দুজনের মাথাতেই কোঁকড়ানো চুল? শুনছেন—আপনারা আমার ভাই দুটোকে দেখেছেন? [প্রস্থান।

ধর্ম্ম। সত্যও কি তা হলে হারিয়ে গেল! কত দিন ধরে তারও কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না—গেল কোথায় সত্য?

সালোয়ার পাঞ্জাবী পরে সিঁদুর আসে। চোখে গগল্‌স্। ডান হাতে ঘড়ি। বেণী মুক্ত। সঙ্গে আসে রমেন।

রমেন। সত্যি চলে গেছে?

সিঁদুর। কেন, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

রমেন। রাগলে তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায়—মুখটা গোলাপের মত লাল হয়ে ওঠে—বুকটা নাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করে—

সিঁদুর। স্পিক্ টি নট! কোন কথা বলবে না। [প্রস্থানোদ্যত]

রমেন। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে—

সিঁদুর। কি মনে হচ্ছে?

রমেন। সুন্দরবনে ঝড় উঠেছে।

সিঁদুর। ইউ নটি বয়!

[সিঁদুর ও রমেনের কথোপকথন শুনছিল ধর্ম্মদাস। সিঁদুরকে সে চিনতে পারে। তাই সিঁদুরের সামনে গিয়ে বলে]

ধর্ম্ম। সিঁদুর! এ সব কি! মর্নিং ডিউটি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ সব কি হচ্ছে! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ!

[সিঁদুর তার বাবাকে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ বাবাকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু মুহূর্ত্তে সামলে নিয়ে দারুণ মুডে বলে]

সিঁদুর। কাকে বলছো?

ধর্ম্ম। তোকে বলছি তোকে। এই তুই চাকরী করিস হতভাগী!

রমেন। কি ব্যাপার মশাই? কি ভেবেছো তুমি?

সিঁদুর। বুড়ো অন্য কাউকে মনে করেছে।

ধর্ম্ম। [চোখ কচলে, চশমা মুছে] অন্য কাউকে মানে—তুই তো সিঁদুর?

সিঁদুর। সিঁদুর! কে সিঁদুর?

ধর্ম্ম। সিঁদুর আমার মেয়ে।

সিঁদুর। বুড়ো আমাকে ওর মেয়ে মনে করেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ধর্ম্ম। এ্যাঁ—চোখে কম দেখলেও—এত বড় ভুল হবে—কিন্তু দেখতে যে অবিকল তোমার মত। গলার স্বর পর্যন্ত এক।—তা—তুমি—

সিঁদুর। তুমি নয়। আপনি বল।

রমেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় শিখিয়ে দেব?

সিঁদুর। কি করে তোমার মেয়ে?

ধর্ম্ম। চাকরী করে।

রমেন। কোথায়?

ধর্ম্ম। এক প্রাইভেট কোম্পানীতে। এক মাস হলো তাদের অফিসে মরণিং ডিউটি চলছে—কিন্তু কি আশ্চর্য্য মিল—দুজনে হুবহু এক।

সিঁদুর। কি করে এক, আমি তো পাঞ্জাবী মেয়ে। কলকাতাতেই জন্মেছি। ভাল বাংলা বলতে পারি। মা অবশ্য বাঙালী।

ধর্ম্ম। ওঃ, তা হলে তো কোন কথাই নেই। কিন্তু—কি আশ্চর্য —এখনও আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না—ইয়ে—মানে চশমাটা একবার খুলবেন মা! আমি—

[সহসা রমেন ধর্ম্মদাসের কলার ধরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে]

রমেন। এই শালা কটাশ! মাজাকি হচ্ছে, না? দেব শালার মুখের ম্যাপ পালটে।

[রমেন মারতে যায়। সিঁদুর ব্যগ্রভাবে বলে]

সিঁদুর। কি কচ্ছো চন্দন! ছেড়ে দাও—বুড়ো মানুষ না হয় বলেই ফেলেছে কথাটা। ছাড়ো!

রমেন। যা শালা! ঝুমা ছেড়ে দিতে বলছে তাই, না হলে বুড়ো বয়েসে পেঁয়াজি করা তোর বের করে দিতাম।

সিঁদুর। যাও—তুমি এখান থেকে—

ধর্ম্ম। যাচ্ছি মা! আপনি কিচ্ছু মনে করবেন না। আপনি আমার মেয়ের মত—আর উনিও আমার ছেলের বয়সী—বুড়ো মানুষ আমার হয়তো ভুল হয়ে গেছে—তাই বলে এই ভাবে—যাক—আপনারা শিক্ষিত, ভদ্র—আপনাদের কাছে জোড়হাত করে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি মা। আপনারা বুড়ো ধর্ম্মদাসকে ক্ষমা করবেন।

[প্রস্থান ।

রমেন। শালা শুয়ারের বাচ্চা ধর্ম্মদাস।

সিঁদুর। চন্দন!

রমেন। কি হলো, তেতে উঠলে মনে হচ্ছে?

সিঁদুর। না মানে—হাজার হোক বুড়ো মানুষ তো—আচ্ছা আমি তা হলে গেলাম। নাচের রিহার্সাল শেষ করে—[ঘড়ি দেখে] জাষ্ট ফ্রম ফাইভ পি এম টু সিক্স পি এম আই উইল্ ওয়েট ফর ইউ ইন ইডেন গার্ডেন।

[প্রস্থান ।

রমেন। পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত ও আমার জন্যে ইডেন গার্ডেনে অপেক্ষা করবে। ঝুমার যৌবনভরা দেহ মন আজ প্রথম আমি—

কাবুলীওয়ালার ছদ্মবেশে কল্যাণ আসে।

কল্যাণ। পার্কসার্কাশ কি ধার যায়েগা বাবুজী?

রমেন। সোজা চলে যান। সামনেই দেখবেন ট্রাম রাস্তা—বাঁদিকে বাটার দোকানের পাশেই ট্রাম ষ্টপেজ—ওখান থেকে কুড়ি নম্বর ট্রামে উঠবেন।

কল্যাণ। ঠিক হায় বাবুজী!

সিঁদুর আবার আসে।

সিঁদুর। এই চন্দন।

রমেন। কি ব্যাপার ফিরে এলে যে?

সিঁদুর। শোনো।

[রমেন এগিয়ে আসে, সিঁদুর তার কানে কানে কি কথা বলে। কল্যাণ তখন এক পাশে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ রমেন বলে]

রমেন। বল কি?

সিঁদুর। ঠিক বলছি চন্দন। ওরা আমাকে লক্ষ্য করেনি—

রমেন। কিন্তু দোষ তো তোমারই।

সিঁদুর। কেন?

রমেন। নাম্বার সেভেনের সঙ্গে যেচে প্রেম করতে গিয়েছিলে।

সিঁদুর। প্রেম করিনি—প্রেমের অভিনয় করেছিলাম। না হলে বাঁচার কোন পথ ছিল না—তখন তো তুমি আসনি?

রমেন। আমার সঙ্গেও প্রেমের অভিনয় কচ্ছো না তো? আজ পর্যন্ত তুমি আমাকে ধরা—

সিঁদুর। ধরা দিলেই তো রোমান্সের শেষ। প্রেম ঠিক গোলাপ ফুলের মত। তাকে না ছিঁড়ে দূর থেকে দেখতেই বেশী সুখ।

কল্যাণ। মেমসাব সাচ্ বাত বোলিয়েছেন। বশ্রাই গুলাব—

রমেন। বাজে বকো না, চুপ কর।

কল্যাণ। কসুর মাপ কিজিয়ে বাবুজী! মগর হামরা দেশ আফগানিস্তানমে বহুৎ কিসিম গুলাব মিলতা হায়। মিলতা হায় আঙ্গুর, আপেল, আচ্ছাওয়ালা আনার—

সিঁদুর। কেন বকবক করছো?

কল্যাণ। কসুর মাফ কিজিয়ে মেমসাব!

সিঁদুর। এই কি ভাবছো?

রমেন। শালা ওরা দুজন—আমি একা—চেম্বারটাও আজ আনতে ভুলে গেছি।

কল্যাণ। মগর হামলোককা জরুর ইয়াদ রহেগা ছোকরা।

রমেন। } আপনি! [জেব থেকে রিভলবার বার করে, রমেন ও সিঁদুর চমকে ওঠে। কল্যাণ বলে]
সিঁদুর। }

কল্যাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, প্যার কি পিয়াস বহোৎ খারাপ হ্যায় ছোকরা। তুম মর্দ্দানা লোক পহেলে কাম করো—পিছে করো প্যার। সমঝ্যা? লেও—চেম্বার পকড়ো। ডর মৎ করো—

রমেন। ঠিক হ্যায়। [রিভলবার নিল]

কল্যাণ। কিউ ঘাবড়াতা হ্যায় জওয়ান। কশম করো দুশমনকা সাথ জরুর লড়াই করেগা। ক্যা শ্যাকেগা নেহি?

রমেন। জরুর শ্যাকেগা।

কল্যাণ। ঠিক হ্যায় ছোকরা—ফিন দেখা হোগা। আ-জা-ছোকরী। [প্রস্থান।

সিঁদুর। গেলাম। খুব সাবধান—

[প্রস্থান।

রমেন। কোন ভয় নেই ঝুমা! তোমাকে আমার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না—তুমি আমার—কিন্তু আশ্চর্য্য লোক ওই কাবুলীওয়ালা—কি করে জানতে পারলো আমি বিপদে পড়েছি—লোকটাকে তো এর আগে কোন ষ্টেশনে দেখিনি। ভাবতে অবাক লাগে—এতদিন কাজ করছি কিন্তু কে যে আমাদের মালিক আজ পর্য্যন্ত জানতে পারলাম না। বিভিন্ন প্রদেশের লোক ষ্টেশন ওয়াচ করছে—তা হলে কি সারা ভারত জুড়ে পাতা আছে এই অপরাধ চক্রের রহস্যময় জাল! তবে কি—

হাতে ছোট্ট রেকাবীতে পূজার সামান্য প্রসাদ নিয়ে
শান্তি এসে মৃদু কণ্ঠে বলে।

শান্তি। ছোট্ ঠাকুর পো!

রমেন। কে! ওঃ তুমি!

শান্তি। মায়ের পূজো দিয়ে ফুটপাত ধরে যাচ্ছি, হঠাৎ তোমাকে দেখতে গেলাম—বাড়ী যাবে চলো।

রমেন। বাড়ী! কার বাড়ী? সোমেন ব্যানার্জির টাকায় যে বাড়ীর ভাড়া মেটানো হয়?

শান্তি। সে বাড়ী আমরা ছেড়ে দিয়ে—এ পাড়ায় উঠে এসেছি ভাই। শোকে দুঃখে অভাবে তোমাদের দাদার শরীর ভেঙে গেছে—দিন রাত কি যেন ভাবে। তোমাদের ফিরে পাবার জন্যে প্রতি মঙ্গলবার মায়ের মন্দিরে পূজো দিতে আসি—অনেকদিন পরে মা মুখ তুলে চেয়েছেন—তোমাকে ফিরে পেয়েছি—

রমেন। আমাকে ফিরে পেয়ে তো তোমার কোন লাভই হবে না।

শান্তি। ঠাকুর পো!

রমেন। তোমায় মনের মানুষ তো সোমেন। সেই শালাকে নিয়ে তোমার গোপন প্রেমের আসর জমজমাট হয়েছিল।

শান্তি। রমেন! [হাত থেকে রেকাবী পড়ে যায়]

রমেন। উপেন তোমার মন ভরাতে পারেনি। কৌশলে সোমেনকে হাত করে তাকে নিয়ে বাসর জমালে—হঠাৎ এসে জুটলো রাস্তার সেই বেশ্যা মেয়েটা—তোমার ভালই হলো—ছুঁড়িটাকে সামনে রেখে পিছন দিয়ে চললো তোমার সোমেনকে নিয়ে স্ফূর্তির ফোয়ারা।

শান্তি। ঠাকুর! আমাকে বধির করে দাও।

[দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে]

রমেন। তোমাদের গোপন প্রেমের একমাত্র বাধা ছিলাম আমি। তাই কায়দা করে শুয়োরের বাচ্চা সোমেনকে দিয়ে তুমি আমাকে মার খাওয়ালে। তাকে যদি এখন একবার সামনে পাই—

[দাঁত কড়মড় করে]

শান্তি। ঠাকুর! হতভাগা ছেলেটাকে তুমি ক্ষমা করো।

রমেন। কি বললে!

শান্তি। আমার মনে তুমি অভিশাপের আগুন জ্বেলে দিও না ঠাকুর—

রমেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শান্তি। ও হাসুক—জন্ম জন্ম হাসুক—ওর অজ্ঞানতার—অমঙ্গলের—অন্ধকারের জ্বালা আমার দু' চোখ বেয়ে অশ্রু হয়ে ঝরুক।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

রমেন। যা-যা, তোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তুই শয়তানীর জন্যই জপার মত একখানা জিনিষ আমার হাতে এসে হাত ফস্কে চলে গেছে।

বল্টু ও টোটা আসে।

বল্টু। কি হাত ফস্কে গেছে গুরু?

টোটা। আঙুর না আপেল?

রমেন। তোরা!

বল্টু। জানতে এলাম গুরু?

রমেন। কি?

টোটা। নতুন ইঞ্জিনটাকে নিয়ে তুই শালা কোন লাইনে চালাচ্ছিস।

রমেন। তার মানে?

বল্টু। আবে শালা! শিলিপ মারছিস কেন বে?

রমেন। চোপ শালা!

[পকেট থেকে রিভলভার বার করলে ওরা চমকে ওঠে]

টোটা। তুই গুরু বুদ্ধু আছিস। ছুঁড়িটা একদম হারামী—

রমেন। কেন বলতো?

বল্টু। বলছি।

[সহসা রমেনের হাতে লাথি মারে। রিভলভার ছিটকে পড়ে যায়। বল্টু কুড়োয়। তার আগে রমেন পালায়]

টোটা। শালা কেটে গেল যে বে?

বল্টু। কতদূর যাবে হারামীর বাচ্চা—যা চট করে খান দুই চা পাটি নিয়ে আয়।

টোটা। ঠিক আছে।

[প্রস্থান।

বল্টু। শালাকে আজ ঝাড়বো—তবে আমার নাম—

[কিছু খবরের কাগজ নিয়ে]

সোমেন এসে বলে।

সোমেন। আর মাত্র কখানা আছে—নিয়ে যান স্যার। নেবেন কাগজ—খবরের কাগজ—আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতি; বসুমতি, যুগান্তর, আনন্দবাজার। টাটকা খবর, তাজা খবর "সমাজ বিরোধিদের প্রতি সতর্ক বাণী"—

বল্টু। বাজে বকবে না—

সোমেন। বিশ্বাস করুন—এ লাইনে আজ আমি প্রথম। মাত্র তিনখানা আছে—নিন না একখানা আনন্দবাজার—যুগান্তর দেব?

বাদল আসে।

বাদল। খুব হয়েছে, চলোতো দাদা। এতবেলায় কেউ কাগজ কিনতে বাকী আছে? চল—

সোমেন। নেবেন স্যার? আজ আমি প্রথম এ লাইনে—

বল্টু। [দূরে লক্ষ্য করে] ওরে শালা পালাচ্ছে—ঝাড়, ঝেড়ে দে টোটা। গেল—গেল—আর একটু এগিয়ে আয়—টোটা—কলজে চেপে ঝেড়ে দে—

[দ্রুত প্রস্থান।

বাদল। সর্বনাশ!

সোমেন। কি হলো বাদল!

বাদল। শিগ্‌গীর পালিয়ে চল দাদা! বোমাবাজী শুরু হয়ে গেল।

[বোমার আওয়াজ]

বল্টু। [নেপথ্যে] মার-মার।

[ছুটিতে ছুটিতে রমেন এসে দ্রুত চলে যায়। মঞ্চে বোমা পড়ে। লাগে বাদলের চোখে]

বাদল। আঃ [পড়ে যায়]

সোমেন। বাদল!

বাদল। মা গো!

সোমেন। বাদল! বাদল!

[বাদলের পাশে বসে তুলতে চায়]

আসে বল্টু। সে বলে।

বল্টু। যা শালা, অন্য লোক পড়ে গেছে—[সিটি দিয়ে] কেটে পড় বল্টু! কালো ভ্যান আসছে।

[প্রস্থান।

বাদল। আঃ, জ্বলে গেল—পুড়ে গেল—

সোমেন। বাদল! [তোলে। দেখা যায় বাদলের দুচোখ-মুখ ঝলসে গেছে] ইস—চোখ-মুখ একেবারে ঝলসে গেছে—কি হবে—

বাদল। জল—জল—একটু জল—

সোমেন। কথা বলিস না বাদল! আমার গলাটা শক্ত করে ধর। সামনেই ডাক্তারখানা—তোকে আমি ওখান নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা কি মানুষ না অন্য কিছু—প্রকাশ্য দিবালোকে সমাজবিরোধিরা এই-ভাবে হিংসাত্মক কাজ করবে আর আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন—কেউ প্রতিবাদ করবেন না? সারা দেশে কি একটাও মানুষ নেই? এই জঘন্য হিংস্রতার কোন প্রতিকার নেই? আছে—ওই ধুলোয় পড়ে থাকা খবরের কাগজে লেখা আছে—"সমাজ বিরোধিদের প্রতি সতর্ক বাণী" হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[বাদলকে লইয়া প্রস্থান।

———

একাদশ দৃশ্য।

বোগেন ভিলিয়া।

একটি সুদৃশ্য কার্ড পড়তে পড়তে জ্ঞানবাবু আসে।

জ্ঞান। "মিষ্টার কিংশুক চ্যাটার্জির সহিত মিসেস শাঁওলী চ্যাটার্জির শুভ মিলনে অভিনন্দন বাণী" পাঠ করে শোনালেন প্রসিদ্ধ নাগরিক রমাপ্রসাদ সেন।

মঙ্গল আসে।

মঙ্গল। তারপর কি হলো?

জ্ঞান। সায়েব এবং মেমসায়েবদের খানা-পিনা। খানা-পিনা হয়ে গেলেই আবার আরম্ভ হবে—

মঙ্গল। কি?

জ্ঞান। নৃত্যানুষ্ঠান। ক্যাবারে নৃত্য পরিবেশন করবেন হোটেল কুইনের সুন্দরী ক্যাবারে নর্ত্তকী মিস ঝুমা। সংবাদ বিচিত্রা শেষ—

মঙ্গল। না। শেষ নয়, আরও আছে। আপনি বলবেন, প্রাসাদপম এই অট্টালিকার মালিক মিঃ কিংশুক চ্যাটার্জি। বাড়িটি তৈরী করতে খরচ পড়েছে মাত্র তিন লক্ষ সাতানব্বই হাজার টাকা। এটি একটি ছোটখাটো তাজমহল, এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। তাই তিনি বাড়িটির নাম রেখেছেন বোগেন ভিলিয়া—অর্থাৎ—একটি বিলিতী ফুলের নাম।

জ্ঞান। ছোটবাবু!

মঙ্গল। অথচ কিংশুক বাবুকে যিনি চাকরী করে দিয়েছিলেন তিনি

বর্তমানে বাস করছেন এই কলকাতা মহানগরীর এক নোংরা পচা বস্তিতে।

নেশায় টলায়মানা শাঁওলী আসে। পরনে বহুমূল্য পরিচ্ছদ। বলে।

শাঁওলী। এবং তিনি, অর্থাৎ সাম্য ও সরলতার উজ্জ্বল প্রতীক—আই মীন এ যুগের মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত বাবু সোমেন ব্যানার্জি মহাশয়ও এই প্রীতিবাসরে নিমন্ত্রিত।

মঙ্গল। সে আসবে না।

জ্ঞান। আপনি ঠিক বলেছেন ছোটবাবু!

শাঁওলী। কে! ও জ্ঞান চক্রবর্ত্তি—তুমি এখানে?

জ্ঞান। আজ্ঞে আমি অনুষ্ঠানসূচী ঘোষণা করবো।

শাঁওলী। যখন করবে তখন আসবে—এখন কিংশুককে গিয়ে বল আপনার স্ত্রী বলেছেন—

জ্ঞান। কি বলেছেন?

শাঁওলী। কি বলেছি—কি বলেছি—ছোটদা! এই ছোট্দা··· আমি কি বলেছি রে? ও ইয়েস—বলবে আপনার স্ত্রী, না-না ওয়াইফ বলেছেন আপনি এখনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। মনে থাকবে?

জ্ঞান। থাকবে।

শাঁওলী। আমি যেমনটি বলেছি—

জ্ঞান। আমিও তেমনটি বলব।

শাঁওলী। কি বলবে?

জ্ঞান। বলবো, আপনার স্ত্রী—না-না ওয়াইফ বলেছেন আপনি এখনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। [প্রস্থান।

শাঁওলী। কি রে ছোট্দা! ড্রিংক করবি না?

মঙ্গল। না।

শাঁওলী। তোদের একমাত্র বোনের বিবাহের প্রীতিভোজ—আজকেও তুই নিরামিশ থাকবি? আশ্চর্য্য! চিরকাল গুড বয় হয়েই থাকলি। না করলি কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম—না ছুঁলি মদ—আগের জন্মে তুই বোধ হয় বিদ্যাসাগর হয়ে জন্মেছিলি।

মঙ্গল। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—তুই এত নীচে নেমেছিস শাঁওলী?

শাঁওলী। নীচে নামিনি ছোটদা—ওপরে উঠেছি। নীচে নেমেছে তোদের সোমেন। নোংরা-পচা-অন্ধকার বস্তি—চারি দিকে নোংরা পোকা থিক থিক করছে—সেই ডেভিল সেই অন্ধকার পচা বস্তিতে বাস ক'রে জপা—তার প্রিয়া জপার সঙ্গে প্রেম করছে—

মঙ্গল। বাজে কথা বলবি না।

শাঁওলী। বাজে কথা! আমি যাইনি? আমি দেখিনি মনে করছিস?

মঙ্গল। কি দেখেছিস তুই?

নেশায় মৃদু টলতে টলতে কিংশুক আসে।

কিংশুক। যা দেখেছে—তা কি বোন হয়ে শাঁওলী তোমাকে বলতে পারে?

মঙ্গল। শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোর মৃত্যুদণ্ড বিধান করে—আরাম করে মসনদে বসলেন সম্রাট আলমগীর।

শাঁওলী। ছোট্দা! মনে রাখিস, কিংশুক আজ শুধু তোদের কর্মচারী নয়—

কিংশুক। ভগ্নিপতি!

মঙ্গল। হাঃ-হাঃ-হাঃ, একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল। জানিস শাঁওলী ঠিক তোর মতই কোন শাহজাদী তার সম্রাট স্বামীকে বলেছিল—"ভিখিরীগুলো ভাত ভাত করে চেঁচাচ্ছে কেন? বিরিয়ানী খেতে পারে না?"

শাঁওলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মঙ্গল। সাবধান শঙ্করবাঈ! গোলাম কাদের হাসছে।

শাঁওলী। গোলাম কাদের!

মঙ্গল। নগন্য জঘন্য এক ভিস্তিওয়ালার এক চোখ কানা ছেলে। গায়ের রং ছিল তার কয়লার মত কালো—জীবনভর বেইমানী করে সে রোহিলাখণ্ডের নবাব হয়েছিল—তোর স্বামীকে দেখে আজ আমার তার কথাই মনে পড়ছে—

কিংশুক। হোয়াট!

মঙ্গল। তুমি কিংশুক চ্যাটার্জি—মুখার্জি ড্রাগ ইণ্ডাষ্ট্রীজের চীপ কেমিষ্ট—তুমি কয়লা কালো একচোখ কানা নবাব গোলাম কাদের—তোমার লক্ষ্য মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কোহিনুরের দিকে, তোমার লক্ষ্য কল্যাণ মুখার্জির ধনভাণ্ডারের দিকে—

কিংশুক। মঙ্গলবাবু!

মঙ্গল। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষুধিত পাষাণ তোমাকে ক্ষমা করবে না জাহাঁপনা। আকাঙ্ক্ষার মণিমঞ্জিল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে কালের প্রবাহে—স্বচ্ছ স্ফটিকে নির্মিত হামামে ঝরবে না তোমার উচ্চাশার গোলাপ-পানী—থেমে যাবে লালসার পায়েল—স্তব্ধ হবে কামনার দীলরুবা। জঙ্গলাকীর্ণ এই বিশাল প্রাসাদের দেউরীতে শোনা যাবে শুধু ইতিহাসের হাহাকার—তফাৎ যাও। ঝুট—ঝুট হায়—বিলকুল ঝুট হায়।

[প্রস্থান।

শাঁওলী। যা-যা—ও ইতিহাস পুরোনো হয়ে গেছে। আজ আমার ফুলশয্যা। তাই ফুলশয্যার শয্যা থেকেই শুরু করবো আমার জীবনের নতুন ইতিহাস। শিবু—শিবু—এই ননসেন্স—ড্রিং নিয়ে আয়।

মদের পাত্র সাজানো ট্রে হাতে শিবু আসে।

শিবু। আর এ বিষ খেয়ো না দিদি।

শাঁওলী। [মদের পাত্র নিয়ে] বিষ! বিষ কিরে ইডিয়েট—এ অমৃত। এ অমৃত পান করলে মানুষের অতীতের কথা মনে থাকে না। [পান করে] সেই ডেভিল লায়ার সোমেনটা আমার সঙ্গে শত্রুতা করে, মিথ্যা কথা বলে মদ খাওয়া ছাড়িয়েছিল। আজ আসুক—এসে দেখে যাক—তার সঙ্গে দেখা হলে বলবি—বলবি—কিংশুক! মাই ডারলিং—সেই লায়ার সোমেনটাকে শিবু কি বলবে?

শিবু। বলবো—বাবু! দিদিমণি আবার মেমসাব হয়েছে। আবার মদ গিলছে—তোমার কথা ভুলতে গিয়ে বেশী করে মনে পড়ে যাচ্ছে।

[প্রস্থান।

শাঁওলী। মিথ্যে কথা—তার মত একটা ভিখিরীর কথা শাঁওলী কি জন্যে মনে করতে যাবে। তাকে বলে দিস—আমি তাকে ঘৃণা করি। আই হেট হিম—[মদের পাত্র নিতে যায়] আজ তাকে বলব। আসুক সেই সোমেন ব্যানার্জি।

কল্যাণ আসে।

কল্যাণ। পাগল না মাথা খারাপ!

কিংশুক। স্যার।

কল্যাণ। তোর এতবড় একটা বাজে ধারণা হলো কি করে? সে এখানে কোন লজ্জায় আসবে?

শাঁওলী। তার তো লজ্জাই নেই দাদা!

কল্যাণ। তার মানে!

শাঁওলী। লজ্জা থাকলে রাস্তার সেই মেয়েটার সঙ্গে—

কল্যাণ। গেষ্টদের ডিনার কমপ্লিট—এবার বাকী প্রোগ্রাম ষ্টার্ট করে দিক।

কিংশুক। সিওর।

কল্যাণ। দেরী করে লাভ নেই। রাত হয়ে যাচ্ছে—তাছাড়া যে যা দেবার দিয়ে দিয়েছে—বাকী তো কেউ নেই। মিঃ চক্রবর্ত্তি!—

[পাতায় মোড়া রজনী গন্ধার মালা হাতে ক্লান্ত]

সোমেন এসে ধীর কণ্ঠে বলে।

সোমেন। জাষ্ট্ এ মিনিট মিঃ মুখার্জি—আমাকে এক মিনিট সময় দিন!

শাঁওলী। তুমি!

সোমেন। এই মাত্র এলাম। বিশেষ কারণে আসতে আমার একটু দেরী হয়ে গেল।

কিংশুক। তুই এসেছিস সোমেন!

সোমেন। হ্যাঁ, মানে আপনার স্ত্রী আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন —তাই—

শাঁওলী। হ্যাংলা কুকুরের মত আপনি এসে পড়লেন! লজ্জা করলো না আপনার এখানে আসতে? অভদ্র,—ছোটলোক—

সোমেন। ভদ্রমহিলার স্বাক্ষরিত এই নিমন্ত্রণ পত্রটা পেয়ে লজ্জায়

আমি কালো হয়ে গিয়েছিলাম—কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো—যেতেই হবে আমাকে। না গেলে সেই ভদ্রমহিলা যদি লজ্জা পান।

[কার্ড বার করে]

কিংশুক। ঠিক বলেছিস সোমেন। আয়, [হাত ধরে] নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিই।

সোমেন। সময় হবে না কিংশুকবাবু।

কল্যাণ। সে কি! কিছু খাবে না?

সোমেন। আজ্ঞে না। আমি ওই সব কিছু কোনদিন খাই না।

শাঁওলী। না। সাধু পুরুষ আপনি! কেবল রাস্তার একটা বেশ্যা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারেন।

সোমেন। মিসেস্ চ্যাটার্জি—

শাঁওলী। বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান—এই মুহূর্তে আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যান!

সোমেন। আপনি অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছেন! আজ আপনাদের জীবনের সব চেয়ে শুভদিন—শুভদিনের শুভ রাত্রে আমি আপনারই নিমন্ত্রণে এসেছি এক বুক শুভেচ্ছা নিয়ে। আপনি এবং আপনার স্বামী আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। সেই সঙ্গে গ্রহণ করুন আমার সামান্য উপহার এই রজনীগন্ধার মালা।

[মালা দুটি খুলে একটি কিংশুকের হাতে দেয়। অন্যটি দেয় শাঁওলীর হাতে। শাঁওলী ক্রোধে আত্মহারা হয়ে মালাটি ছিঁড়ে ছড়িয়ে বলে]

শাঁওলী। ঘৃণা করি। আপনার উপস্থিতি, ফুলের মালা, আপনার ছায়াকে পর্যন্ত ঘৃণা করি।

কিংশুক। শাঁওলী!

শাঁওলী। ওই ডেভিল্স লায়ারের দেওয়া মালাটা হাতে নিয়ে তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছো? [কিংশুকের হাত থেকে মালাটা নিয়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিয়ে বলে] ইউ ডেভিল—লায়ার সোমেন ব্যানার্জি! তুমি এখনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, আমি বলছি।

সোমেন। আর আমি বলছি, আপনাদের দাম্পত্য জীবনের প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ওই ছড়িয়ে পড়া ফুলের মত—সমাজে, সংসারে সবখানে ছড়িয়ে পড়ুক। [প্রস্থান।

শাঁওলী। মিথ্যাবাদী, ছোটলোক, লম্পট—তোমাকে আমি—উঃ, বুকটা আমার জ্বলে যাচ্ছে—শিবু—এই শিবু! মদ নিয়ে আয়। এক পেয়ালা, দু' পেয়ালা—অনেক পেয়ালা মদ নিয়ে আয়।

[দ্রুত প্রস্থান।

কল্যাণ। শাঁওলী ভীষণ রেগে গেছে।

কিংশুক। শাঁওলীর সম্বন্ধে আপনি কিছু ভাববেন না—দু'দিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ফাংশন শেষ হলে ম্যাড্রাসের মিঃ আপ্পা রাওয়ের সঙ্গে মেডিসিন ও বেবীফুড সম্পর্কে আলোচনা করে নেবেন।

কল্যাণ। পুণার পার্টি চেক্ জমা দিয়েছে?

কিংশুক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কল্যাণ। ঠিক আছে। কাল মরণিংয়ে দিল্লীর চালানটা ডেসপ্যাচ করে নিতে বলবে। আর ইজিপ্ট থেকে যে অর্ডারটা এসেছে—ওটার সম্বন্ধে যা ভাল বুঝবে করো। কাল আমি একবার বাইরে যাব। টোয়েন্টি—এই নাম্বার ষ্টেশনে সামথিং ঝামেলা হচ্ছে—যাক কাল যাবার আগে সব বলে যাব। এবার তাহলে বাকী প্রোগ্রাম ষ্টার্ট—মিঃ চক্রবর্ত্তি!

জ্ঞানবাবু আসে।

জ্ঞান। ইয়েস স্যার!

কল্যাণ। নেক্স্‌ট্‌ প্রোগ্রাম ষ্টার্ট করে দিন।

[জ্ঞানবাবু মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলে]

জ্ঞান। লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্টল মেন—

কল্যাণ। বাংলায় বলুন মিঃ চক্রবর্ত্তি।

[জ্ঞানবাবু আবার মাইকে ঘোষণা করে]

জ্ঞান। মাননীয় ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ! ক্যাবারে নৃত্যই আজকের শেষ অনুষ্ঠান—ক্যাবারে পরিবেশন করবেন হোটেল কুইনের শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী মিস ঝুমা। [সকলের হাততালি] কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জির বোগেন ভিলিয়ায় যে ক্যাবারে আজ অনুষ্ঠিত হবে—তা কিছুটা ভিন্ন স্বাদের। ক্যাবারে নর্ত্তকী তাঁর সর্বাঙ্গ কালো পোষাকে ঢাকা দিয়ে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াবেন। বাজনা শুরু হবে। মিস ঝুমার কটিদেশ থেকে আচ্ছাদন খসে পড়বে। মুখখানি কিন্তু তখনও ঢাকা। আর যাঁর বিবাহ উপলক্ষে আজকের এই মহতী আয়োজন তিনি অর্থাৎ মিঃ চ্যাটার্জি স্বয়ং মিস ঝুমার মুখ থেকে কালো আচ্ছাদন সরিয়ে দেবেন। পাগল করা ক্যাবারে নর্ত্তকী নাচ শুরু করবেন—হ্যাঁ—এবার মঞ্চে আসছেন মিস ঝুমা।

[বিলিতি অর্কেষ্ট্রায় মাতাল করা মিউজিক বাজে। সিঁদুরের ছুপা কাঁপে। কটি থেকে কালো ঢাকা খসে। তার সর্ব্বাঙ্গে কম্পন]

কিংশুক। [শেষ পাত্র পান করে] ফাইন—ভেরি ফাইন—ছন্দময়ী ঝুমার সেক্সি ফিগার দেখে আমি মুগ্ধ।

[তখনও ঝুমা ওরফে সিঁদুরের সর্ব্বাঙ্গে নৃত্যের কম্পন। কিংশুক টলতে টলতে গিয়ে তার মুখের ঢাকা সরিয়ে দিলে দেখে ঝুমা তার বোন। সিঁদুরও দাদাকে দেখে চিৎকার করে ওঠে]

সিঁদুর। না—না—না—   [প্রস্থান।

কল্যাণ। কি ব্যাপার কিংশুক!

কিংশুক। আ-আমি ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার। ভীষণ নেশা হয়ে গেছে। আ-আমি বেডরুমে চললাম। [টলতে থাকে]

কল্যাণ। শিবু। কিংশুককে ধরে নিয়ে যা।

শিবু। [কিংশুককে ধরে] আসুন স্যার।

[ধরে নিয়ে প্রস্থান।

কল্যাণ। মিঃ চক্রবর্ত্তি! অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

[জ্ঞানবাবু মাইকে বলে]

জ্ঞান। মাননীয় অতিথিবৃন্দ! হঠাৎ মিস ঝুমা অসুস্থ হয়ে পড়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজকের এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করতে বাধ্য হলাম। আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করবেন। নমস্কার—

[প্রস্থান।

কল্যাণ। হাউ ষ্ট্রেঞ্জ্! নাচতে নাচতে হঠাৎ মিস ঝুমার হলো কি! নাচের ছন্দে—দেহের দোলায় দুলে উঠেছিল সুন্দরী নর্ত্তকীর যৌবনভরা অঙ্গপসরা। কিন্তু যেই কিংশুক গিয়ে মুখের কালো ঢাকা সরিয়ে নিল, অমনি—

রমেন আসে। তার মুখে দাঁড়ি, চোখে চশমা।

রমেন। স্যার।

কল্যাণ। তুমিই তো মিস ঝুমার—কেয়ারটেকার?

রমেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কল্যাণ। কি হলো বলতো? হঠাৎ মিস ঝুমা এ রকম করলো কেন?

রমেন। জানি না স্তর।

কল্যাণ। সে কি বলছে?

রমেন। "পালিয়ে চল—এখানে আর এক মিনিট থাকবো না।"

কল্যাণ। এখন কি করছে?

রমেন। লবীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

কল্যাণ। তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

রমেন। স্তর।

কল্যাণ। বলবে হল খালি। আমি ছাড়া আর কেউ নেই। যাও—

রমেন। কিন্তু—

কল্যাণ। কিন্তু কি?

রমেন। হোটেলের ম্যানেজার সাহেব যদি কিছু বলেন!

কল্যাণ। [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] ড্যাম ইয়োর ম্যানেজার। তাকে বলবে মালিক কল্যাণ মুখার্জি—[শান্ত কণ্ঠে] আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাদের ম্যানেজার সাহেবকে আমি ফোনে বলে দিচ্ছি। ম্যানেজারের নাম জানো?

রমেন। জানি স্তর।

কল্যাণ। কি নাম?

রমেন। মহেন্দর সিং?

কল্যাণ। ঠিক আছে। মিস ঝুমাকে পাঠিয়ে দাও। আর এই নাও তোমার বকশিষ—

[পাঁচখানা একশো টাকার নোট বার করে। রমেনের
অবাক লাগে, সে বলে]

রমেন। পাঁচশো টাকা!

কল্যাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, পাঁচশো টাকা দেখেই চমকে উঠছো। মিস ঝুমাকে আমার আধ ঘণ্টার জন্য প্রয়োজন। প্রয়োজন মিটিয়ে সে যখন এখান থেকে বেরিয়ে যাবে—তখন তুমি আমার কাছে আসবে। তোমাকে অনেক টাকা দেব। যাও—

রমেন। যাচ্ছি স্যর! ঝুমাকে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

কল্যাণ। ছোকরার নাম রমেন। ছদ্ম নাম চন্দন। মিস ঝুমাকে ও ভালবাসে। কিন্তু টাকার লোভে ওর ভালবাসার পাত্রী—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

সিঁদুর আসে। তার বেশবাস অবিন্যস্ত, বুকে তোয়ালে
জড়িয়ে মুখ নত করে ভগ্ন কণ্ঠে বলে।

সিঁদুর। আমাকে আপনি ডেকেছেন?

কল্যাণ। হ্যাঁ।

কল্যাণ। নাচতে-নাচতে হঠাৎ ওই ভাবে পালিয়ে গেলে কেন?

সিঁদুর। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।

কল্যাণ। মিথ্যা কথা বলো না।

সিঁদুর। আমি মিথ্যা বলিনি।

কল্যাণ। সিঁদুর!

[সিঁদুর হতচকিতা হয়ে কল্যাণের দিকে চেয়ে
বিস্ময়াবিভূত কণ্ঠে বলে]

সিঁদুর। কে সিঁদুর!

কল্যাণ। যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সিঁদুর। আ-আমি সিঁদুর নই। আমি ঝুমা। আপনার ভুল হয়েছে—আমি চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

কল্যান। দাঁড়াও!

সিঁদুর। বলুন।

কল্যাণ। তুমি কি জানো কল্যাণ মুখার্জির জীবনে ভুল বলে কোন শব্দ নেই। তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু আমি জানি। কোন কিছু তুমি লুকোতে চেষ্টা করো না। বল কিংশুক চ্যাটার্জিকে তুমি কতদিন ধরে চেনো?

সিঁদুর। চিনি না।

কল্যাণ। তুমি তার কতদিনের পরিচিতা?

সিঁদুর। আমি অপরিচিতা।

কল্যাণ। সে তোমার কে?

সিঁদুর। [উচ্চকণ্ঠে] কেউ নয়। সে আমার অপরিচিত। আমি তাকে চিনি না।

[সহসা কল্যাণ সিঁদুরের হাত ধরে কাছে টেনে গম্ভীর কণ্ঠে বলে]

কল্যাণ। সিঁদুর।

সিঁদুর। হাত ছাড়ুন। ছেড়ে দিন।

কল্যাণ। ছেড়ে দেব। তবে প্রয়োজন মিটলে।

সিঁদুর। ছেড়ে দিন বলছি। [জোর করে]

কল্যাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তুমি আমাকে চিনতে পারনি। অথচ অনেক দিন অনেক বার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে—অনেক-ক্ষণ ধরে অনেক কথা হয়েছে—

সিঁদুর। কে আপনি! [মুখ পানে চেয়ে] ওঃ—আপনি—

কল্যাণ। [সিঁদুরের মুখ চেপে ধরে] চুপ। একটিও কথা না—তোমাকে আমার ভাল লেগেছে—তাই তোমাকে আমি চাই। এস আমার সঙ্গে।

সিঁদুর। যাব। আজ নয়। আমি অসুস্থ। দয়া করে আজকের মত আমাকে ছেড়ে দিন—

কল্যাণ। [ছেড়ে দিয়ে] দিলাম। কিন্তু মনে রেখো উর্ব্বসী সেন, মীরা দত্ত, সন্ধ্যা ব্যানার্জ্জির পরিণামের কথা—মনে থাকবে?

সিঁদুর। [মন্ত্রমুগ্ধবৎ] থাকবে।

কল্যাণ। কোথায় দেখা হবে?

সিঁদুর। যেখানে বলবেন।

কল্যাণ। কখন?

সিঁদুর। যখন বলবেন।

কল্যাণ। কবে?

সিঁদুর। যবে বলবেন। [প্রস্থান।

কল্যাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমি জানি এখনও তুমি কুমারী। কেউ তোমার কৌমার্য্য কেড়ে নিতে পারেনি। কিন্তু কিংশুকের সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক…!

হাততালী দেয়, রমেন আসে।

রমেন। স্যর।

কল্যাণ। মিস ঝুমা আর হোটেল কুইনে নাচতে আসবে না। যেখানে ও বাস করে সেখান থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

রমেন। আপনি কি করে জানলেন?

কল্যাণ। প্রশ্ন করবে না। যা বলছি মন দিয়ে শোনো। মিস ঝুমাকে আমি চাই। বাট অনলি ফর ওয়ান নাইট—[পকেট থেকে একগোছা টাকা বার করে] দু' হাজার টাকা ওর বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসবে, আর এই নাও তোমার। [রমেনকে টাকা দেয়] খুশী?

রমেন। হ্যাঁ স্যর।

কল্যাণ। বাট ইউ রিমেমবার ইয়ংম্যান! এ ঘটনা যেন কেউ জানতে না পারে। যদি জানতে পারে তাহলে তোমার বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীরা দেখতে পাবে তোমার শোবার ঘরের পাশের নর্দ্দমায় পড়ে আছে তোমার মৃত দেহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

রমেন। কল্যাণ মুখার্জি! আমি তোমাকে অনেক আগেই সন্দেহ করেছিলাম। আজ পরিষ্কার জানতে পারলাম তুমিই সেই মহেন্দ্রর সিং, শহিদুল্লা খান এবং কিষণজী আংরে। ঝুমাকে তুমি চাও—কিন্তু পাবে না। ঝুমা আমার। তোমার মত লক্ষ কল্যাণ মুখার্জির ক্ষমতা নেই যে ঝুমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়! [সহসা চীৎকার করে ওঠে] কে! না—কেউ নয়—আশ্চর্য্য! এখনও চন্দন গুপ্তর কথা শুনে হঠাৎ আঁতকে ওঠে অতীতের সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন ইডিয়েট রমেন ব্যানার্জি।

[চীৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে রমেনের দেহ যেন শক্ত হয়ে যায়, পরে সহজ হয়ে প্রস্থান করে]

দ্বাদশ দৃশ্য।

উপেনের নতুন বাসা।

স্বপ্নোত্থিতবৎ উপেন আসে। গায়ে ময়লা চাদর। দুর্ব্বল কণ্ঠে সে বলিতেছিল।

উপেন। রমেন—রমেন—রমেন এসেছিস! আয়। আয় ভাই আয়। আমি জানতাম তোরা আসবি। আসতেই হবে। কারণ তোদের সঙ্গে যে আমার রক্তের সম্পর্ক—নাড়ীর টান—এ টানের কাছে রাগ অভিমান সব মিথ্যে—তা ছাড়া আমি যে তোদের কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি রে। শান্তি—শান্তি! ও শান্তি তো বাড়ীতে নেই—মুদীর দোকানে ঠোঙা দিতে গেছে। গেছে তো অনেকক্ষণ—ফিরতে এত দেরী করছে কেন?

শান্তি আসে।

শান্তি। দেরী কি আর সাধে করেছি—দোকানে যা ভিড়।—একি! তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছ কেন?

উপেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শান্তি। কি হলো! অমন করে হাসছো কেন! জ্বরে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে—এখনি মাথা ঘুড়ে পড়ে যাবে যে—

উপেন। কোন ভয় নেই। সব অসুখ ভাল হয়ে গেছে। রোগের মত ওষুধ পড়েছে।

শান্তি। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন?

উপেন। না।

শান্তি। তবে কোথায় পেলে ওষুধ ?

উপেন। ওষুধ আপনি এসে গেছে। এক দাগ এসে গেছে—আর এক দাগ আসছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—তুমি খুব অবাক হয়ে গেছো, তাই না ?—শোনো—দু' দাগ ওষুধ হলো গিয়ে রমেন আর সোমেন।

শান্তি। রমেন—

উপেন। এসে গেছে।

শান্তি। সত্যি !

উপেন। হ্যাঁ। আর সোমেন আসছে।

শান্তি। বাবুদের তা হলে ভুল ভেঙেছে—সেদিন, যাক সে কথা শুনতে পেলে হয়তো লজ্জা পাবে। তা হ্যাঁ গো ! বাবু কোথায় ?

উপেন। কোথায় আবার—রান্না ঘরে গিয়ে বসে আছে।

শান্তি। তাই বুঝি ! দেখি তো বাবু কি কচ্ছে—[প্রস্থানোদ্যত হয়ে ফিরে] তুমি যেন আর কিছু বলো না বাপু—[প্রস্থানোদ্যত]

উপেন। না না কিছু বলবো না।

শান্তি। আর একটা কথা—সোমেনকেও কিছু বলতে পাবে না তা আমি বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ—

[হাসতে হাসতে প্রস্থান।

উপেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ডাক্তার এলে বলবো আপনি রোগই ধরতে পারেননি ডাক্তারবাবু। শুধু শুধু কতকগুলো ইন্জেকসন করলেন আর তেতো নিম ওষুধ খাওয়ালেন। আর সুনীতিকাকা তো অবাক হয়ে যাবে—বুঝতেই পারবে না কিসে কি হলো। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শান্তি ফিরে আসে।

শান্তি। কই গো! রান্না ঘরে তো রমেন নেই। তুমি তাকে আসতে দেখেছো?

উপেন। নেই! তাহলে আমার ঘরে গিয়ে বসে আছে দেখ।

শান্তি। দেখেছি।

উপেন। কি দেখেছো?

শান্তি। কেউ নেই।

উপেন। সে কি? তাহলে গেল কোথায় রমেন!

শান্তি। তোমাকে কিছু বলে যায়নি?

উপেন। আরে বলে যাবে কি—আমার সঙ্গে তো দেখাই করেনি—

শান্তি। তবে?

উপেন। তুমি ঠোঙাগুলো নিয়ে চলে যাবার পর—পেটের যন্ত্রনাটা আবার বেড়ে গেল। দুহাতে পেটটা চেপে ধরে পাশ ফিরে শুতেই সামান্য একটু তন্দ্রার মত এল—তখনই তো দেখলাম—

শান্তি। কি দেখলে?

উপেন। কলেজ থেকে যেমন বাড়ি আসতো, ঠিক তেমনি করে হাসতে হাসতে রমেন বাড়ি এল। ধড়ফড় করে বিছানা থেকে উঠে আমি এঘরে চলে এলাম—ভাবলাম রান্না ঘরে গিয়ে বসে আছে।

শান্তি। ভুল—ভুল—সব ভুল। [কান্না]

উপেন। শান্তি!

শান্তি। রমেন আসেনি।

উপেন। আসেনি! কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখলাম—

শান্তি। স্বপ্ন দেখেছো—ওগো! তন্দ্রার ঘোরে তুমি স্বপ্ন দেখেছো।

[স্বামীর বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে]

উপেন। স্বপ্নই তো আমি দেখছিলাম শান্তি। স্বপ্ন দেখেছিলাম মা-বাপ মরা ভাই দুটোকে নিয়ে সংসার করবো। তিন ভাইয়ের স্বপ্ন দিয়ে গড়া সুন্দর একটি সংসার হাসি খুশীতে ভরে উঠবে। অভাব থাকবে না—অশান্তি থাকবে না—থাকবে শুধু মুঠো মুঠো হাসি আর অফুরন্ত আনন্দ—[কান্না]

শান্তি। কেঁদো না। চল, শোবে চল। [হাত ধরে]

উপেন। না। আর আমি শোব না।

শান্তি। সে কি? জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে।

উপেন। যাক। জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাক। কি হবে বেঁচে থেকে? বাঁচতে চাই না। এই বিষাক্ত সংসারে আমি আর এক মুহূর্ত্ত বাঁচতে চাই না। [প্রস্থান।

শান্তি। ভাই-ভাই করে মানুষটা আধমরা হয়ে গেছে—কিন্তু কেউ এলো না—

বহুমূল্য শাড়ী ও প্রচুর গয়না পড়ে জপমালা আসে।
তার হাতে ঘড়ি। চোখেসোনার ফ্রেমের চশমা, পায়ে
হাইহিল সু। কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ।

জপ। হ্যালো! বৌদি—

শান্তি। কে!

দামী স্যুট পরে সুব্রত এসে বলে।

সুব্রত। সে কি বৌদি! চিনতে পারলেন না? আপনাদের জপা।

শান্তি। জপা! ঠাকুরঝি তুই!

সুব্রত। কেমন আছেন বৌদি? [প্রণাম করে]

জপ। তুমি আচ্ছা ভুলো মানুষতো? কতদিন তোমাকে বলেছি না কারো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো না। কার পায়ে কিসের জার্ম আছে তার ঠিক নেই।

শান্তি। সত্যি ঠাকুরঝি!

জপ। জানো বৌদি! সেদিন কল্যাণ মুখার্জির সঙ্গে গ্রাণ্ড হোটেলে দেখা হতেই ব্যস—বাবু অমনি তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসলেন।

শান্তি। তাতে কি হয়েছে ভাই। ঠাকুরপো তুমি যে ঠাকুর-ঝিকে বিয়ে করেছো—এতেই আমাদের আনন্দ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও। কিরে ঠাকুরঝি নিজের সংসার বুঝে নিয়েছিস তো?

জপ। বুঝে তো নিয়েছি, কিন্তু ব্রতটা এমন ছেলে না—কিছুতেই কথা শুনতে চায় না। এত বড় বাড়ী, এত টাকাকড়ি থাকতে ছেলেটা হাঁদারামের মত কবিতা লিখতো আর উড়ে উড়ে বেড়াতো। টাকা পয়সার ওপর কোন দরদ নেই।

শান্তি। সোমেন কোথায় আছে তুমি জানো সুব্রত?

সুব্রত। জানি।

শান্তি। কি করছে সে এখন?

জপ। ফেরি।

উপেন আসে।

উপেন ও শান্তি। কি বললে!

সুব্রত। হ্যাঁ। খবরের কাগজ, সিনেমা পত্রিকা, টুকিটাকি ওষুধ-পত্র, মানে যখন যেটা ভাল বোঝে তাই নিয়ে রাস্তায় পার্কে ফেরি করে বিক্রি করে।

রূপ। আর রমেনটাতো শুনেছি পকেট মারে।

উপেন। বাঃ বাঃ কি আনন্দের কথা! কি শুভ সংবাদ! সোমেন ফেরি করে—রমেন পকেট মারে—ফাষ্ট ক্লাশ কেমিষ্ট সোমেন ব্যানার্জি রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করছে—আর পিঁপড়ে মারতে যার হাত কাঁপতো সেই রমেন ব্যানার্জি আজ পকেট মারছে। [দেওয়ালে টাঙানো মা-বাবার ছবির দিকে চেয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে] মা তুমি শুনছো—বাবা তুমি শুনছো—তোমাদের স্নেহের সোমেন রমেনকে আমি মানুষের মত মানুষ করেছি—তোমাদের সোমেন আজ ফেরি-ওয়ালা—তোমাদের রমেন আজ পকেটমার—তোমরা আমার ওপর ওদের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলে—সে দায়িত্ব আমি ভালভাবে পালন করেছি—তোমরা দেখতে পাচ্ছো রমেন পকেট মারছে—তোমরা শুনতে পাচ্ছো ফাষ্ট ক্লাশ কেমিষ্ট সোমেন আজ রাস্তায় রাস্তায় চীৎকার করে বলছে,—কাগজ, খবরের কাগজ,—সিনেমা পত্রিকা নেবেন স্যর—ওষুধ আছে—ওষুধ। নাম করা কোম্পানীর নাম করা ওষুধ আছে—আপনারা নিয়ে যান বাবু। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

শান্তি। সুব্রত ঠাকুরপো! তোমরা একটু বস ভাই। তোমার দাদাকে শুইয়ে দিয়ে আমি এখনি আসছি।

[প্রস্থান।

সুব্রত। সুন্দর একটা সংসারের কি নিদারুণ অবস্থা।

রূপ। এক কাজ করলে হয় ব্রত।

সুব্রত। কি?

জপ। এদের সংসারের গল্পটা নিয়ে তুমি উপন্যাস লেখো। কি হলো—কি ভাবছো বলোতো?

সুব্রত। উপেনদার শরীরের যা অবস্থা—বেশী দিন বাঁচবেন বলে মনে হয় না—বৌদির বোবাকান্নায় ভেজা মুখের দিকে তাকাতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে—অনেক স্নেহ পেয়েছি ওঁর কাছ থেকে—অনেক মমতামাখা মূহূর্ত্ত আমরা বৌদির প্রীতির ভাণ্ডার থেকে চুরি করেছি—আজ ওঁর দুঃখের, বেদনার সামান্য একটু ভাগও আমরা নিতে পারি না মালা?

শান্তি আসে।

শান্তি। সুব্রত ঠাকুরপো সোমেনের ঠিকানাটা দেবে?

জপ। শোনো বৌদি! মেজদা যেখানে থাকে সেখানে ভদ্রলোক থাকতে পারে না—তাছাড়া আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ। মাঝে মাঝে আমার কাছে গিয়ে হাত পাতে—তুমি বল বৌদি আমি আর কত দিতে পারি, আমারও তো সংসার আছে।

সুব্রত। আচ্ছা বৌদি! পৃথিবীতে ভাল হওয়া—ভদ্র হওয়া কি অপরাধ?

[ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একশো টাকার নোট বার করে]

জপ। বৌদি! টাকাটা রাখ—বড়দাকে ফল কিনে দেবে।

শান্তি। একশো টাকা!—না ভাই ঠাকুরঝি—অত টাকা কি হবে—তাছাড়া তোর তো এখন অনেক টাকার দরকার—

জপ। তা হোক ধরতো। [টাকা দিয়ে] ব্রত! আমার ভীষণ মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে—বাড়ী চল। চলি বৌদি! আবার আসবো।

শান্তি। সে কি রে—এসেই চলে যাবি—এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যা।

জপা। ভাললোক—ভদ্রলোক তোমার সুব্রত ঠাকুরপোকে খাওয়াও বৌদি। খারাপ—অভদ্র মেয়েকে খাইয়ে কোন লাভ নেই।

[প্রস্থান।

সুব্রত। শুধু দেখলেন আর শুনলেন—কই কিছু বললেন নাতো বৌদি!

শান্তি। ঠাকুরপো!

সুব্রত। আমি বুঝতে পেরেছি বৌদি। একটাও কথা না বলেই—আপনি অনেক কথা বলেছেন।

শান্তি। পাগল কোথাকার!

সুব্রত। সোমেনের ঠিকানা চেয়েছেন - ঠিকানা আমি দেব না বৌদি। দু-একদিনের মধ্যেই আমি নিজে এসে আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাব। আর একটা কথা—জপমালার হয়ে আমি আপনার কাছে, বড়দার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বৌদি! আপনারা ক্ষমা করবেন।

শান্তি। সুব্রত ঠাকুরপো!

সুব্রত। বৌদি! অনেক কথা আমার বলার আছে—অন্য দিন এসে বলব, আজ শুধু একটা কথা বলে যাচ্ছি—ভালবাসার সমুদ্র মন্থন করে যে বিষের পাত্র আমি লাভ করেছি, সে বিষ নিঃশেষে পান করা ছাড়া আর আমার কোন উপায় নেই। [প্রস্থান।

শান্তি। মানুষের চরিত্রের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। সেদিনের সেই দুঃখিনী অভাগিনী জপা ঠাকুরঝি—আজ সে সুখী হয়েছে, এতেই আমি সুখী। একশো টাকা দিয়ে সে আমার অনেক উপকার করে গেল। একশো টাকার আজ অনেক দাম।

নেশায় টলায়মান বল্টু আসে।

বল্টু। এখানে রমেন ব্যানার্জি থাকে?

শান্তি। না।

বল্টু। থাকে না! কিন্তু ওরা যে বললো তোমরা তার আত্মীয়?

শান্তি। যারা বলেছে ঠিকই বলেছে। কিন্তু রমেন এখানে কখনও আসেনি।

বল্টু। তুমি তার কে হও?

শান্তি। বৌদি।

বল্টু। বৌদি। কি রকম বৌদি? পাড়াতুত না—

শান্তি। থামুন, বাজে কথা বলবেন না।

বল্টু। আরে শালা ছেঁক করে ছেঁকা লেগে গেছে মনে হচ্ছে? তা মাই ডিয়ার বৌদি—সে শালা শুয়ারের বাচ্চা কখন তোমার কাছে আসে?

শান্তি। কি বলতে চান আপনি?

বল্টু। কথা শুনেই ফোঁস করে উঠছো কেন মাইরী—ভুলকি চালে খেলা দেখাও।

শান্তি। বেরিয়ে যান—বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

বল্টু। তার আগে বল সুন্দরী! রমেন শালা কখন আসে। সারা রাত থাকে না মধু খেয়েই উড়ে যায়?

শান্তি। [কানে হাত দিয়ে] ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—

বল্টু। যা শালা, সতী সাবিত্রীর সতীত্ব চলে গেল। শোনো সাবিত্রী দেবী! রমেন এলে বলো, মিস ঝুমাকে নিয়ে তার পালাবার মতলব সাত নম্বর বুঝতে পেরেছে। মালকড়ির ধান্দা বাদ দিয়ে দিন-

রাত সে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—শালা জানের যদি মায়া থাকে তা হলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে যেন কলকাতা থেকে টিকিট কাটে—নইলে ভগবানের বাপের সাদ্ধি হবে না এই দু ইঞ্চির পিয়াস থেকে তাকে জিন্দা রাখে।

[ছুরি বার করলে শান্তি চমকে ওঠে। নোটটি পড়ে যায়। বল্টু দেখে বলে]

বল্টু। আরে শালা! একদম চকচকে একখানা পাত্তি—[কুড়িয়ে মুখের কাছে ধরে] আয়নার মত ঝিলিক মারছে মাইরী। পাত্তিখানা আজ আমি নিলাম সাবিত্রী দেবী—সেই শুয়ারের বাচ্চা রমেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে এই শালা সত্যবান তোমার কুঞ্জে একরাত কাটিয়ে যাবে। আর এই পাত্তির সঙ্গে আর একখানা পাত্তি দিয়ে তোমার মধুর দাম মিটিয়ে দেবে। আজ গেলাম বিবিজান। সুহাগ রাত মে ফিন মোলাকাৎ হোগা। শুক্রিয়া—বহোৎ বহোৎ শুক্রিয়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

শান্তি। ভগবান! আর কি কথা শোনাতে তোমার বাকী আছে—আর কি দৃশ্য দেখাতে তোমার বাকী আছে প্রভু! [কান্না].

সুনীতিবাবু আসে।

সুনীতি। ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ—কাঁদছো কেন বৌমা? কোন ভয় নেই—ঠাকুরকে ডাকো—উপেন নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে।

শান্তি। ডাক্তার বাবু এসেছেন?

সুনীতি। না এসে উপায়? মুখের সামনে এক গোছা নোট ফেলে দিলাম, ব্যস—ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ, মনে শক্তি

দাও প্রভু—কেঁদো না লক্ষীটি—[পিঠে হাতে বোলাতে বোলাতে সুনীতির মুখ অন্য রকম হয়ে যায়। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে] তুমি তো চেষ্টার কোন ত্রুটি করছো না শান্তি বৌমা।

[সুনীতির বাম হাত শান্তির পিঠ থেকে ক্রমশঃ ডান হাতের দিকে আসে]

শান্তি। কিন্তু—

সুনীতি। কোন কিন্তু নেই—কোন ভয় নেই—আমি তো রয়েছি—উপেন যদি মারাই যায় তুমি আমার কাছে থাকবে।

[সুনীতির বাম হাতে শান্তির ডান হাত ধরা, এবার সুনীতি ডান হাত দিয়ে শান্তিকে বক্ষলগ্ন করতে গেলে শান্তি চীৎকার করে বলে।]

শান্তি। কি বললেন! [তড়িতাঘাতের মত সরে গিয়ে]

সুনীতি। ঠাকুর—ঠাকুর—

শান্তি। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। মুখে ঠাকুরের নাম কচ্ছেন আর ব্যবহার করলেন কুকুরের মত? বেরিয়ে যান—এখনি আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যান।

সুনীতি। [ভয় পেয়ে] তুমি আমাকে ভুল বুঝলে মা!

শান্তি। মা!

সুনীতি। জিনিষটা তুমি উল্টো করে ধরেছো। তুমি আমার মেয়ের বয়সী—আমি বড় লজ্জা পেলাম বৌমা।

শান্তি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন কাকাবাবু—শোকে-দুঃখে আমার মাথার ঠিক নেই—আমি ভুল বুঝে আপনার অসম্মান করে ফেলেছি—মেয়ে মনে করে—বাবার মত অভাগিনী মেয়েকে আপনি ক্ষমা করে নিন।

সুনীতি। ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ, তুমি উপেনের কাছে গিয়ে বস মা। আমি টাকার ব্যবস্থা দেখি। ঠাকুরকে ডাকো—তিনিই চিত্তচাঞ্চল্য দূর করবেন। ঠাকুর—ঠাকুর—মনে আরও শক্তি দাও দয়াময়।

[প্রস্থান।

শান্তি। আমি কি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবো! না হলে কেন আমি জানতে পারছি না যে কোনটা ফুল আর কোনটা ভুল!

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

বস্তি।

গান গাইতে গাইতে অন্ধ বাদল আসে। তার চোখে-মুখে পোড়া দাগ দেখা যায়। সে গায়।

গান।

কোন্‌টা ফুল আর কোন্‌টা যে ভুল
জানতে পারি না।
মনের বীণার ছিঁড়েছে তার
বাঁধতে পারি না।

অন্যদিকে আসে ধর্ম্মদাস।

ধর্ম্ম। বাদল! [বাদল গায়]

গান।

বাদল। দু'চোখ নিলারী প্রভু কেড়ে নিলে আলো
আমার ভুবন ভরে দিলে শুধু কালো—
একি তোমার বিচার বল?
বুঝতে পারি না।

ধর্ম্ম। সিঁদুর কোথায় গেছে জানো বাবা?

বাদল। আজ্ঞে না—আমাকে তো বলে যায়নি।

ধর্ম্ম। গেল কোথায় মেয়েটা! ক'দিন ধরে অফিস যাচ্ছে না—অথচ—আচ্ছা তুমি জানো, সিঁদুর কোন্ অফিসে চাকরী করে?

বাদল। কেন, আপনাকে বলেনি?

ধর্ম্ম। বলেছে। সে যে অফিসের নাম বলেছে, সে অফিসে চাকরী সে করে না।

বাদল। সে কি!

ধর্ম্ম। হ্যাঁ বাদল। আমি ভালভাবে সন্ধান নিয়ে জেনেছি। আচ্ছা বাদল—

বাদল। বলুন।

ধর্ম্ম। সিঁদুর কি আমাকে মিছে কথা বলেছে?

শূন্য সাইড-ব্যাগ কাঁধে সোমেন আসে।

সোমেন। সিঁদুরকে আপনি ভুল বুঝেছেন কাকাবাবু!

ধর্ম্ম। সত্তর বছর ধরে অভিজ্ঞতার ঝুলিতে আমি তাহলে শুধু ভুলই সঞ্চয় করেছি সোমেন? এ ক'দিন তুমি সিঁদুরকে লক্ষ্য করেছ?

সোমেন। করেছি।

ধর্ম্ম। কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করোনি?

সোমেন। করেছি!

ধর্ম। সে কি এত ভাবছে তুমি বলতে পারো?

সিঁদুর আসে।

সিঁদুর। না। কারণ আমি কি ভাবছি—কাউকে বলিনি।

ধর্ম। কি ভাবছিস তুই?

সিঁদুর। আমরা এখানে থাকবো না।

সোমেন। তার মানে!

সিঁদুর। বাবাকে নিয়ে এখান থেকে আমি অন্য কোথাও চলে যাব।

বাদল। কেন?

সিঁদুর। এখানে থাকতে ভাল লাগছে না।

সোমেন। শুনলাম তুমি নাকি ক'দিন অফিস যাওনি?

সিঁদুর। ছুটি নিয়েছি।

ধর্ম। কেন?

সিঁদুর। কেন-কেন-কেন! চারিদিক থেকে সবাই মিলে আমাকে কেন-র জালে জড়িয়ে মারতে চায়। না, আমি কারও কোন কেন-র উত্তর দেব না। [প্রস্থানোদ্যত]

ধর্ম। সিঁদুর।

সিঁদুর। বল কি বলবে?

ধর্ম। তুই কোন অফিসে চাকরী করিস?

সিঁদুর। এক কথা কতদিন বলব?

ধর্ম। যে অফিসের কথা বলেছিস সিঁদুর নামে কোন মেয়ে সেখানে চাকরী করে না।

সিঁদুর। কে বলেছে তোমাকে?

ধর্ম্ম। সত্যবাবু।

সিঁদুর। তিনি জানেন না। আমি ওই কোম্পানীর ব্রাঞ্চ অফিসে চাকরী করি।

বাদল। তা কথাটা ভাল করেই বল সিঁদুর।

সিঁদুর। তুমি থামতো বাদলদা! সবটাতে তুমি মাথা গলাতে আস কেন?

ধর্ম্ম। কি বললি!

বাদল। ঠিকই বলেছে কাকাবাবু! সত্যিই তো। আমি অন্ধ—আপনাদের এখানে আসাই আমার অন্যায়।

সোমেন। বাদল! তুমি কাঁদছো?

বাদল। না-না—আমি কাঁদিনি—

ধর্ম্ম। বাদল!

বাদল। [গানের শেষাংশ গায়]

গান।

আমার এই বুকের ঝিনুক
খুন করে ডুবুরী,
হৃদয়ের মুক্তোগুলো
করেছে যে চুরি—
আমি একলা বসে গুমরে মরি
কাঁদতে পারি না॥

[প্রস্থান।

ধর্ম্ম। তোর কি হয়েছে সত্যি করে বল সিঁদুর?

সিঁদুর। কি আবার হবে—রাত্রে কি খাবে বল?

ধর্ম্ম। আমার একটুও খিদে নেই।

[প্রস্থান।

সিঁদুর। হুঁ! বুড়ো হলে মানুষের ভীমরতি ধরে।

সোমেন। সিঁদুর! তুমি কি অসুস্থ?

সিঁদুর। তবু ভাল—পরের দিকে চাইবার সময় পেয়েছেন!

সোমেন। তুমি আমার ওপর মিথ্যে রাগ করছো সিঁদুর। জপা শ্বশুর বাড়ি চলে যাওয়ার পর থেকে সংসারের কাজগুলো আমাকেই তো করতে হয়। তার ওপর ওষুধগুলো তৈরী করতে করতে কখন যে সময় কেটে যায় বুঝতেই পারি না। প্যাকেট করা, লেবেল দেওয়া, —বাণ্ডিল বাঁধা—কত কাজ—

সিঁদুর। কাজগুলো তো অন্য কেউ করে দিতে পারে।

সোমেন। সিঁদুর!

সিঁদুর। আপনার একটা চিঠি আছে। [বুকের ভেতর থেকে বার করে] সুব্রতবাবুর বেয়ারা দিয়ে গেছে। নিন—[দিল]

সোমেন। সুব্রতর চিঠি! কি ব্যাপার! [চিঠি পড়ে] "সুপ্রিয় সোমেন! ঘটনাচক্রে তোর দাদা-বৌদির ঠিকানা পেয়ে—আমি ও মালা গত রবিবারদিন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—গিয়ে দেখি একটা প্রায় পড়ো বাড়িতে তাঁরা বাস করছেন—উপেনদার শরীর অসুস্থ—ইচ্ছা হলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পারিস—সাক্ষাতে অনেক কথা আলোচনা করবো। প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ ইতি"—এখন কটা বাজে সিঁদুর?

সিঁদুর। [ঘড়ি দেখে] সাড়ে সাতটা।

সোমেন। আমি চললাম—

সিঁদুর। রাত্রেই যাবেন?

সোমেন। না। দেখা করতে যাব কাল সকালে। এখন কাপড়ের দোকানে যাচ্ছি। একটা গরদের শাড়ী কিনতে।

সিঁদুর। কেন?

সোমেন। বৌদি নিজে মুখে আমাকে চেয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে দেওয়া হয়ে ওঠেনি। আজ আমি তাঁরই আশীর্বাদে নতুন পথের সন্ধান পেয়েছি সিঁদুর। তাই অনেকদিন পরে—কাল তাঁর হাতে গরদের লালপাড় শাড়ী তুলে দিয়ে—প্রণাম করে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলবো—বৌদি! আমি ফিরে এসেছি—তুমি হতভাগ্য সোমেনের শূন্য হৃদয়পাত্র তোমার হাসির ফুলে আবার ভরে দাও।

[প্রস্থান।

সিঁদুর। এই যা—সোমেনদাকে বলতে ভুলে গেলাম—শুধু শাড়ী এয়োস্ত্রীকে দিতে নেই—শাড়ীর সঙ্গে দিতে হয় আলতা—

রমেন আসে।

রমেন। সিঁদুর।

সিঁদুর। আমার নাম যে সিঁদুর তুমি জানলে কি করে চন্দন?

রমেন। সেদিন পার্কে তোমার বাবা তোমাকে সিঁদুর বলে ডেকেছিল। আর—

সিঁদুর। আর কি?

রমেন। যেদিন যোগেন ভিলিয়ায় নাচতে নাচতে কিংশুক চ্যাটার্জিকে দেখে—

সিঁদুর। চন্দন! এখন যাও কাল দেখা হবে।

রমেন। কাল আমরা কলকাতায় থাকবো না। থাকলে কল্যাণ মুখার্জির কাছে তোমাকে যেতে হবে।

সিঁদুর। না—আমি যাব না—

রমেন। যেতে তোমাকে হবে না সিঁদুর। কাল ভোরে তোমাকে নিয়ে আমি অনেক দূরে চলে যাব। তুমি রেডি- হয়ে থাকবে—

সিঁদুর। কিন্তু—

রমেন। কোন চিন্তা নেই। তোমার বাবার জন্যে ভাবছো তো? ভাবতে হবে না। এই নাও দু' হাজার টাকা—তোমার বাবার হাতে দেবে। আর এই দু' হাজার টাকা তোমার কাছে রাখো—শাড়ী সায়া ব্লাউসগুলো একটা সুটকেশে ভরে নিও। ভোর তিনটের সময় আমি আসব।

সিঁদুর। আমাকে দু'দিন ভাবতে দাও চন্দন!

রমেন। আমি ভাবতে দিলেও—কল্যাণ মুখার্জি কাল তোমার সব ভাবনা শেষ করে দেবে। তাকে তুমি চেনো না—উর্বশী সেন—সন্ধ্যা ব্যানার্জির মত মেয়েরাও তার কামনার আগুন থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেনি। কল্যাণ মুখার্জি কে জানো?

সিঁদুর। কে?

রমেন। আমাদের মালিক।

সিঁদুর। চন্দন!

রমেন। বিভিন্ন ছদ্মবেশে সে শয়তান সারা দেশে শয়তানী ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে—

সিঁদুর। সর্বনাশ!

রমেন। হ্যাঁ, যদি নিজেকে সর্বনাশের পথে মিলিয়ে দিতে না চাও তা হলে যা বললাম তাই করো। বেশীক্ষণ দাঁড়াবার সময় নেই—এখনও অনেক কাজ আছে। আমি চললাম। মনে রেখো—ভোর তিনটের সময় আমি আসব। চলি— [প্রস্থান।

সিঁদুর। শোনো, চন্দন—কি করি! কি করে জানোয়ার ছুটোর কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করি—অনেক চেষ্টা করে কলকাতার বাইরে একটা বাড়ি ভাড়া নিলাম—মনে করলাম দু' একদিনের মধ্যে এখান থেকে উঠে যাব—কিন্তু—না-না, যেমন করেই হোক পশু ছুটোর নজরের বাইরে আমাকে চলে যেতে হবে।

ধর্ম্মদাস আসে।

ধর্ম্ম। এত রাত্রে কোথায় যাবে মিস্ ঝুমা।

সিঁদুর। বাবা!

ধর্ম্ম। কে তোর বাবা? আমি? না—আমি তোর কেউ নয়। আমার মেয়ে সিঁদুর দু'বছর আগে মরে গেছে—তুই তো পাঞ্জাবীর মেয়েরে হতচ্ছারী—

সিঁদুর। তুমি আমাকে ক্ষমা কর বাবা।

ধর্ম্ম। না, ক্ষমা নেই। তোর মত চরিত্রহীনা মিথ্যাবাদী মেয়েকে ধর্ম্ম কখনও ক্ষমা করতে পারে না—

সিঁদুর। বিশ্বাস কর শুধু তোমার মুখ চেয়েই আমি এ পথে নেমেছিলাম—

ধর্ম্ম। বাঃ-বাঃ, ধর্ম্মকে বাঁচাতে গিয়ে অধর্ম্মের পথে পা দিয়েছে আমার উপযুক্ত মেয়ে। কি দরকার ছিল কালামুখি? আমি না খেয়ে মরতাম—আমি তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যেতাম—তুই কেন আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিস—কেন আমাকে ঠকিয়ে তোর পাপের অন্ন মুখে তুলে দিয়েছিস?

সিঁদুর। তুমি শান্ত হও বাবা। বিশ্বাস কর আমি চরিত্রহীনা নই। আমার চরিত্রে কেউ কলঙ্কের কালি দিতে পারেনি—

ধর্ম্ম। বিশ্বাস করি না।

সিঁদুর। কেন বিশ্বাস কর না বাবা? আমার মুখের পানে ভাল করে চেয়ে দেখ আমি এখনও ফুলের মতই পবিত্র। শুধু জীবনের প্রয়োজনে—বাঁচার তাগিদে ওদের সঙ্গে মিশে আমাকে টাকা আনতে হয়েছে—আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি—আমি কলঙ্কিনী নই।

[ধর্ম্মের পায়ে হাত দিতে গেলে ধর্ম্ম সরে গিয়ে বলে]

ধর্ম্ম। না—তুই আমাকে ছুঁস না। তোর ছোঁয়ায় ধর্ম্ম কলুষিত হবে। অনেক টাকা দিয়ে গেছে তোর পুরুষ বন্ধু—টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তোর যা খুশী তুই তাই কর—আমি এ বাড়ি থেকে চললাম।

সিঁদুর। বাবা!

ধর্ম্ম। ওরে হতভাগি! যে বাড়িতে অধর্ম্ম আশ্রয় নিয়েছে—সে বাড়িতে ধর্ম্ম থাকতে পারে না। আমি চাকরগিরি করবো—রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করবো তবু তোর দেওয়া পাপের অন্ন আর মুখে তুলব না।

[প্রস্থান।

সিঁদুর। বাবা! যেও না—আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যেও না—[কান্না] ধর্ম্ম আমাকে ছেড়ে চলে গেল—আমি তাহলে কার আশ্রয়ে থাকবো—আমার রিক্ত—নিঃস্ব বুকে কে জ্বেলে দেবে আশার আলো?

সিঁদুর চেয়ে থাকে। চোখে জল। দেখে ভয়ঙ্করদর্শন

পাপ যেন এসে বলছে।

পাপ। আমি।

সিঁদুর। তুমি কে!

পাপ। আমি অধর্ম্ম—পাপ।

সিঁদুর। পাপ!

পাপ। হ্যাঁ। আমি পুণ্যের শত্রু, ধর্ম্মের শত্রু—ওদের আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। ধর্ম্ম ছিল বলে এতদিন তোর কাছে আমি আসতে পারিনি—আজ এসেছি—তোর ভয় কি—তোর কেউ না থাক তুই তো আছিস—তোর সুন্দর দেহ আছে—অফুরন্ত যৌবন আছে—কল্যাণ মুখার্জ্জিকেই তুই সব কিছু বিলিয়ে দে—সে তোকে রানী করে রাখবে।

সিঁদুর। না-না, রানী হতে আমি চাই না—আমি চাই প্রিয়া হতে—আমি সোমেনকে ভালবেসেছি—তাকে নিয়েই আমি ঘর বাঁধতে চাই। তুমি যাও—চলে যাও—[অধর্ম্ম চলে যায়] আমার কাছ থেকে এখনি চলে যাও।

দু'চোখে হাত ঢাকা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বসে। অধর্ম্ম চলে যাওয়ার পরই বল্টু এসে সেই স্থানে দাঁড়ায়। তার মুখে হিংস্র হাসি। সে বলে।

বল্টু। কাকে চলে যেতে বলছো ছুকরী!

সিঁদুর। তুমি!

বল্টু। হ্যাঁ আমি। আমি আজ তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

সিঁদুর। কোথায়?

বল্টু। আমার আস্তানায়। তোমাকে আমি বিয়ে করবো। এস—

সিঁদুর। না।

বল্টু। না মানে! শালা চন্দনকে নিয়ে কেটে পড়ার তালে আছো সে আমি জানি। কিন্তু সে খেলা তোমাকে খেলতে হবে না ছুকরী। সেই শালা কুকুরের বাচ্চাটাকে দশদিন ধরে তাল্লাসী করছি

কিন্তু পাকড়াতে পারছি না—সে শালাকে পরে দেখে নেব—এখন তুমি আমার সঙ্গে চলে এস। [এগোয়]

সিঁদুর। খবর্দ্দার এগোবে না বলছি।

বল্টু। ওরে শালা! ফনাতোলা হচ্ছে—আয় বলছি—

সিঁদুর। না, যাব না।

বল্টু। তুই যাবি না তোর বাবা যাবে।

বল্টু সিঁদুরকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। সিঁদুরও মরিয়া হয়ে বাধা দেয়। শাড়ী খুলে যায়।

সহসা আসে টোটা।

টোটা। আবে গুরু! ছেড়ে দে।

বল্টু। [ছুরি বার করে] কে! ওঃ—তুই!

টোটা। তুই শালা ফেমিনাইন জেণ্ডার। না হলে ছুঁরিটাকে নিয়ে যেতে এত টাইম লাগে। ছুরি রাখ। দেখ শালা নাগিনীর মত সুড়সুড় করে ঝাঁপিতে ঢোকে কিনা।

বল্টু। ঠিক আছে।

ছুরি রাখে। সহসা আসে রমেন।

রমেন। এইবার শালাকে ফেলে দে।

বল্টু। আবে শালা!

[আবার ছুরি বার করতে যায় কিন্তু টোটা তাকে জড়িয়ে ধরে ফেলে]

টোটা। রাখ বে শূয়ারের বাচ্চা!

রমেন। শূয়ারের বাচ্চার বডিখানা ফেলে দেনা।

টোটা। এখানে নয় গুরু। আড্ডায় নিয়ে যেয়ে ফিনিষ করে

দেব। চল শালা। টাকাটা কিন্তু গুরু নগদ চাই—চল শালা—[নিয়ে যেতে থাকে]

বল্টু। ক্ষমা কর গুরু। জীবনে কোনদিন তোমার জিনিষের ওপর নজর দেব না—আমি জবান দিচ্ছি—

টোটা। রাখ শালা জবান। আজ তোর জবান—জান খতম হয়ে যাবে। [বল্টুকে টেনে নিয়ে প্রস্থান।

রমেন। ক্ষমা! ক্ষমা করবো! শালা বোম মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম না? যে শালা সেদিন তোর দোস্ত হয়ে বোম ছুঁড়েছিল আজ সেই শালাই তোর খেল খতম করবে। ক্ষমা—শালা পিছনে দুশমন রেখে কোন কাজ হয় না।

সিঁদুর। ওকে খুন করবে?

রমেন। শুধু ওকে নয় শালা, যে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনতাই করতে আসবে সেই শালার আমি লাশ ফেলে দেব। তোমাকে আমি চাই—আমার জান একদিকে আর তুমি একদিকে—হ্যাঁ শোনো! কাল আমরা যাচ্ছি না। গেলে পুলিশে সন্দেহ করতে পারে, কারণ বল্টু শালার তো লাশ পড়বে—কাজেই আমাদের পালাবার প্রোগ্র্যাম সাতদিন পিছিয়ে গেল। কল্যাণ মুখার্জিকে যেমন করেই হোক আমি ম্যানেজ করবো—তুমি যেন বাড়ি থেকে কোথাও বেরিও না। চলি—ঠিক সময়ে আবার দেখা হবে। [প্রস্থান।

সিঁদুর। না। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না জানোয়ার। আমি আজ রাত্রেই সোমেনকে সব বলবো—নিশ্চয়ই সে আমার সব কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে না। সে আমাকে যেমন করেই হোক রক্ষা করবে—নিশ্চয়ই আমাকে লুকিয়ে রাখবে সেখানে যেখানে আছে তার শান্তিময়ী শান্তি বৌদি! [প্রস্থান।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

উপেনের নতুন বাড়ি।

বাম হাতে কাপড়ের প্যাকেট, ডান হাতে ঝুলন্ত দুটি ডাব—
সোমেন আসে। তার মুখে মৃদু হাসি। সে বলে।

সোমেন। বৌদি!—বৌদি!—দাদা!—মা বাবা! কারও কোন সাড়া-শব্দ নেই—গেল কোথায় সব! দাদা কি তা হলে ডাক্তারখানা গেছে? নিশ্চয়ই গেছে—কিন্তু বৌদি গেল কোথায়—ঘর-দুয়ার হাট করে খুলে রেখে নিশ্চয়ই দূরে কোথাও যায় নি। কাছেই যেখানে হোক আছে। গরদের শাড়ীখানা পরে বৌদিকে যা মানাবে না—আসুক বৌদি, বলবো লালপাড় গরদের শাড়ী, কপালে এই সিঁদুরের টিপ—পায়ে আলতা—দেবীর মত তুমি এখনি সেজে এস বৌদি, আমি তোমাকে প্রণাম করবো।

সাদা থান পরে বিধবা শান্তি আসে। তার নিরাভরণ
হাত। ধীর কণ্ঠে ডাকে।

শান্তি। ঠাকুরপো!

সোমেন। বৌদি! [হাত থেকে সব পড়ে যায়। শান্তির পায়ে আছড়ে পড়ে] এ তুমি কি সাজে সেজেছো বৌদি! [বিপুল কাঁদে] এ তুমি কি সাজে সেজেছো?

[শান্তির পায়ে মুখ ঘসে। শান্তি দাঁড়িয়ে থাকে পাষাণ প্রতিমার
মত। তার দু'চোখ বয়ে ঝরে অশ্রুধারা। সে সোমেনকে
তুলতে তুলতে বলে]

শান্তি। তোমার দাদা যে আমাকে এই সাজে সাজিয়ে পালিয়ে গেছেন ভাই।

[সোমেন উঠে দাঁড়ায়। তার চোখেও অশ্রু ঝরে। সে ফোঁফাতে ফোঁফাতে বলে]

সোমেন। আমি যে তোমার জন্যে লালপাড় গরদের শাড়ী নিয়ে এসেছি। আলতা নিয়ে এসেছি—সিঁদুর নিয়ে এসেছি—

শান্তি। সেই এলে; কিন্তু বড় দেরী করে এলে ভাই! আরও দুদিন আগে যদি আসতে—

সোমেন। বৌদি!

শান্তি। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগেও তোমাদের দু'ভাইকে খুঁজেছেন। বার বার বলেছেন—"সোমেনকে ডেকে দাও—রমেনকে ডেকে দাও—আমি যাবার আগে তাদের শেষ দেখা দেখে যাব।"

[দেওয়ালে টাঙানো দাদার ছবির দিকে চেয়ে]

সোমেন। দাদা! তুমি আমাদের উপর রাগ করে চলে গেছো। কিন্তু কেন—আমি তো তোমার কোন অসম্মান করিনি। পাছে তোমার অসম্মান হয় এই ভয়ে আমি তোমার কাছ থেকে সরে গিয়েছিলাম—কিন্তু মন থেকে তো আমি সরে যাইনি দাদা! তুমি ফিরে এস—একবার এসে দেখে যাও তোমার ভাই সোমেন আজ ফিরে এসেছে।

[কান্না]

শান্তি। কেঁদো না ভাই। তুমি কাঁদলে যে তাঁর আত্মাও কাঁদবে। চুপ কর। চোখের জল মোছো।

সোমেন। দাদার কি হয়েছিল?

শান্তি। শেষ পর্য্যন্ত অনেক রোগ ধরেছিল ভাই। তোমরা চলে যাওয়ার পর থেকে সেই যে কি হলো—দিনরাত কি ভাবতেন—রাত্রে

ভাল করে ঘুমুতে পারতেন না, খাওয়া কমে গেল—প্রত্যেকদিন একবার করে রাস্তায় বেরোতেন তোমাদের খুঁজতে—

সোমেন। ডাক্তার দেখাওনি ?

শান্তি। কত ডাক্তার দেখিয়েছি ভাই—ডাক্তার বসু পর্যন্ত দেখে গেছেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। হবে কি করে, আসলেই তো ভুল।

সোমেন। তার মানে !

শান্তি। কোন ওষুধেই কাজ করলো না।

সোমেন। কেন !

শান্তি। ওষুধগুলো সব জাল।

সোমেন। বৌদি !

শান্তি। প্রথমে বুঝতে পারিনি। ডাক্তার বসু এসে ওষুধগুলো দেখে সন্দেহ করলেন—তারপর পরীক্ষা করে জানা গেল—ওষুধ, ইনজেকশন, ট্যাবলেট সবই জাল।

সোমেন। কল্যাণ মুখার্জি ! তোমার জয়যাত্রা আজ সার্থক হয়েছে। কিন্তু দেশের মানুষ তোমাকে ক্ষমা করবে না—একদিন তোমার অতি মুনাফার রথের চাকার সর্ব্বনাশা দুরন্ত গতি তারা রোধ করবেই।

শান্তি। ঠাকুরপো !

সোমেন। ওঃ—হ্যাঁ—আমি কোথায় কি বলছি আজকাল আর সবসময় মাথার ঠিক থাকে না বৌদি ! কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। [প্রস্থানোদ্যত]

শান্তি। কোথায় যাচ্ছো ?

সোমেন। রাস্তায়। আমি এক্ষুণি আসছি।

[প্রস্থান ।

শান্তি। ঠিকানা নিশ্চয় সুব্রত ঠাকুরপোর কাছ থেকে পেয়েছে! ঠিকানা পেয়েই ছুটে এসেছে—গরদের শাড়ী, আলতা-সিঁদুর নিয়ে—দাদার জন্যে ডাব নিয়ে—[স্বামীর ছবির প্রতি] ওগো! সোমেন এসেছে তোমাকে দেখতে—তুমি একবার এসে তার সঙ্গে দেখা করে যাও।

[কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল]

নেশায় টলায়মান সুনীতি আসে।

সুনীতি। ঠাকুর—ঠাকুর—সবই তোমার লীলা দয়াময়—কঠিন মায়ায় আবদ্ধ সংসারের প্রাণী—

শান্তি। কাকাবাবু!

[সুনীতি গান গায়]

গান।

"এ মায়া প্রপঞ্চময় এ মায়া প্রপঞ্চময়।
ভব রঙ্গমঞ্চ মাঝে
রঙ্গের নট নটবর হরি
যারে যা সাজান সে তাই সাজে।"

শান্তি। আপনি মদ খেয়েছেন!

সুনীতি। মদ নয়। শাস্ত্রে বলে সোমরস। দেবাদিদেব মহাদেবও খেতেন। উপেনের মৃত্যু আমাকে বড় ব্যথা দিয়ে গেছে—তাই ভাবলাম এক গেলাস মুখে দিয়ে যদি ব্যথা ভুলতে পারি। ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম? হ্যাঁ—তুমি কেমন আছো?

শান্তি। কেমন আছি মানে!

সুনীতি। কেমন আছো?

শান্তি। আপনি এখন যান কাকাবাবু। এখন আপনি সুস্থ নন—কি বলছেন নিজেই জানেন না।

সুনীতি। জানি না মানে? আলবৎ জানি—জেনে শুনেই বলছি—আর তুমি অসুস্থতার কথা বলছো? অসুস্থ আমি ইচ্ছা করে হয়েছি—কারণ সেদিন সুস্থ থাকার ফলে আট হাত এগিয়ে দশ হাত পিছিয়ে আসতে হয়েছে—

শান্তি। তার মানে!

সুনীতি। বুঝতে পারছো না? না বোঝার মত কচি খুকি তুমি তো নও শান্তিরানী।

শান্তি। কি বলছেন! আমি যে আপনার মেয়ের মত।

সুনীতি। চুপ কর। মেয়ের মত—তোমার শরীরের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ দুটো আমার কি হয়েছে জানো?

শান্তি। বেরিয়ে যান—বাড়ী থেকে আপনি বেরিয়ে যান।

সুনীতি। চোখ রাঙিয়ো না শান্তিরানী। বাড়িটা তোমার নয়, আমার। তবে হ্যাঁ, এ বাড়ি আমি তোমার নামে লিখে দেব। খাওয়া পরার কোন ভাবনা থাকবে না—সব আমি জোগাব—যদি তুমি আমার রক্ষিতা হয়ে থাকো।

শান্তি। আপনি মানুষ না পশু। অর্থের লোভ দেখিয়ে—সুখের লোভ দেখিয়ে একটা অনাথা বিধবার আপনি সর্বনাশ করতে চান! আমি সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম—কিন্তু আপনি আমাকে মা বলে ডেকে—

সুনীতি। সেদিনের কথা বাদ দাও—আজ এস—আমার বুকে এস শান্তিরানী—[এগোয়]

শান্তি। এক পা এগোবে না জানোয়ার!

সুনীতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ধরা তোমাকে দিতেই হবে সুন্দরী। তোমার জন্যে আমার অনেক পয়সা গলে গেছে, এস—

শান্তি। না—

সুনীতি। জোর করে ধরলে তোমাকে কে বাঁচাবে দেবী?

সোমেন আসে।

সোমেন। দেবীর পূজারী।

সুনীতি। কে! ও তুমি! আমি মানে—

সোমেন। সুনীতিকাকা! দয়া করে আর মিথ্যা কথা বলবেন না।

সুনীতি। কি! আমি মিথ্যা কথা বলছি—ঠাকুর—ঠাকুর—

সোমেন। এখনও ঠাকুরের নাম করছেন! আপনার ওই পাপ মুখটা আমি চিরদিনের মত বন্ধ করে দিয়ে যাব।

[সোমেন দু'হাত দিয়ে সুনীতির গলা চেপে ধরতে গিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে]

সোমেন। না-না-না—আপনি আমরণ ঠাকুরের নাম করুন সুনীতি-কাকা—আমার বিশ্বাস আপনার ঠাকুরই আপনাকে একদিন শুভবুদ্ধি দেবেন।

শান্তি। ঠাকুরপো!

সোমেন। আর দেরি নয় বৌদি এবার চল।

শান্তি। কোথায়?

সোমেন। তোমার মন্দিরে।

শান্তি। মন্দিরে!

সোমেন। হ্যাঁ বৌদি! আমার কাছে তুমি দেবী। তাই—আমার ভক্তির মন্দিরে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করে আমি আজীবন তোমার পূজা করবো। [হাত ধরে] এস।—

শান্তি। চলি কাকাবাবু! আপনি আমাকে যাই ভেবে থাকুন, আমি কিন্তু এখনও জানি আপনি আমার গুরুজন—তাই যাবার বেলায় একটা প্রণাম করে যাই! [গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে] চল ভাই!

সোমেন। সুনীতিকাকা! আপনাকে অপমান করলাম বলে মনে কিছু করবেন না। এস বৌদি!

[শান্তির হাত ধরে প্রস্থান।

সুনীতি। ঠাকুর—ঠাকুর—কি যেন বলছিলাম? হ্যাঁ—একেই বলে কপাল! ধরতে এলাম মাছ—জালে উঠলো ব্যাং—[শাড়ী, আলতা, সিঁদুর, ডাব কুড়িয়ে নিয়ে] গরম মেজাজ ডাব খেয়ে ঠাণ্ডা করবো। শাড়ীটা দেব গিন্নীকে—আলতাটা দেব নাতনীকে—আর এটা দেব বৌমাকে —কি এটা! ঠাকুর—ঠাকুর—এক থান সিঁদুর।

[সবগুলো নিয়ে প্রস্থান।

———

পঞ্চদশ দৃশ্য।

বালীগঞ্জের লেক।

কল্যাণ মুখার্জি আসে।

কল্যাণ। সিঁদুর আসবে আজ আমার কাছে। সে নিজে টেলিফোনে বলেছে অথচ চন্দন বলে গেল সিঁদুরের অসুখ। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না—যেমন বুঝতে পারিনি কিংশুকের সঙ্গে সিঁদুরের কি সম্পর্ক। কেন সিঁদুর সেদিন নাচতে নাচতে পালিয়ে গেল—যেমন করেই হোক ব্যাপারটা আমাকে জানতে হবে।

কিংশুক আসে।

কিংশুক। গুড্ ইভ্নিং স্যর।

কল্যাণ। আরে! তুমি এখানে? ভালই হয়েছে, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

কিংশুক। সার্টেনলি।

কল্যাণ। সিঁদুর নামে কোন মেয়েকে তুমি চেনো?

[কিংশুক চমকে ওঠে। পরে ঠিক হয়ে জবাব দেয়]

কিংশুক। সিঁদুর! না স্যর—ঠিক মনে পড়ছে না।

কল্যাণ। একটু ভেবে দেখ। এমনও হতে পারে যে অতীতে—আই মীন ছাত্র জীবনে চিনতে—এখন ঠিক মনে করতে পারছো না।

কিংশুক। ঠিকই বলেছেন। কিন্তু—[কিছুক্ষণ ভেবে] না স্যর—সিঁদুর নামে কোন মেয়েকে আমি—

শাঁওলী আসে।

শাঁওলী। কি ব্যাপার দাদা! বালীগঞ্জের লেকে তুমি!

কল্যাণ। কেন রে, আমাকে আসতে নেই?

শাঁওলী। আসতে আছে। কিন্তু যে জন্যে লোকে এখানে আসে তুমি তা থেকে বঞ্চিত।

কল্যাণ। তার মানে?

শাঁওলী। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখ সবাই জোড়ায় জোড়ায়—তুমি শুধু একা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কিংশুক।
কল্যাণ। } হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সুব্রত আসে।

সুব্রত। কি ব্যাপার কল্যাণদা এত হাসির কারণ কি?

কল্যাণ। আরে সুব্রত! কি আশ্চর্য্য, তোমাকে চিনতেই পারিনি। এদিকটা কি অন্ধকার বলোতো! তারপর, কেমন আছো?

সুব্রত। ভাল। শাঁওলী যে কথাই বলছো না?

শাঁওলী। আপনার সঙ্গে আড়ি।

সুব্রত। কেন কেন?

শাঁওলী। আপনি আর আমাদের বাড়ি একদম আসেন না।

সুব্রত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই কথা—বিশ্বাস কর শাঁওলী একেবারে। সময় পাই না।

কল্যাণ। তোমার প্রিয় বন্ধু সোমেন কি করছে?

সুব্রত। ফেরি।

কল্যাণ। ফেরি করছে!

সুব্রত। হ্যাঁ। বেচারার জন্যে ভারী দুঃখ হয়।

শাঁওলী। কেন, দুঃখ হবে কেন? চরিত্রবান সাধুপুরুষ বন্ধুকে কিছু টাকা দিলেই তো দুঃখ ঘুচে যাবে?

সুব্রত। টাকা অবশ্য মাঝে মাঝে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে কতটুকু? তাছাড়া সোমেন—

শাঁওলী। সুব্রতদা! কাইণ্ডলি প্রসঙ্গ চেঞ্জ করুন। একটা লোফার স্কাউণ্ড্রেল ডেভিলের কথা শোনবার বা বলবার মত প্রবৃত্তি নেই।

সোমেন আসে। তার কাঁধে ব্যাগ, হাতে কাগজের প্যাকেট। সে উচ্চ কণ্ঠে বলে।

সোমেন। মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের কাছে আমার একটা ছোট নিবেদন আছে। আপনারা অনেকেই হয়তো মাঝে মাঝে শারীরিক দুর্ব্বলতা বোধ করেন—কাজ করতে করতে—অফিসের ফাইল দেখতে দেখতে হঠাৎ আপনার ক্লান্তি বোধ হয়—রাত্রে ভাল ঘুম হয় না—কোন কাজে এনার্জি পান না। আমার কাছে এক রকম ট্যাবলেট আছে এবং সে ট্যাবলেট আমি নিজে তৈরী করেছি—যার দুটি মাত্র আপনি সেবন করলেই অবিলম্বে ফল বুঝতে পারবেন। দাম বেশী নয়—এক ফাইল এক টাকা পঁচিশ পয়সা—তিন ফাইল এক সঙ্গে নিলে তিন টাকায় পাবেন—

সুব্রত। সোমেন।

সোমেন। কে! ও সুব্রত! তোর সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে ভাই। এখানে কতক্ষণ আছিস?

সুব্রত। আছি কিছুক্ষণ।

সোমেন। ঠিক আছে। আমি একটু ঘুরে আসছি। বলুন স্যর!

দেব এক ফাইল—আমার নিজের তৈরী—প্যাকেটের গায়ে ফর্মুলা লেখা আছে—আপনি আলোয় গিয়ে দেখে নিন। দেব স্যর?

কল্যাণ।
বিংশুক। } হাঃ-হাঃ-হাঃ—
শাঁওলী।

সোমেন। কে! ওঃ আপনারা! [মৃদু হেসে] হাসছেন? ধন্যবাদ। সুব্রত! আমি একটু পরেই আসছি—আপনারা এক ফাইল করে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করে দেখুন—যদি কোন ভাল ফল না হয় ফাইলেই ঠিকানা দেওয়া আছে—দয়া করে যাবেন আমি সম্পূর্ণ পয়সা ফেরৎ দেব। বলুন স্যর—দেব এক ফাইল— [প্রস্থান।

শাঁওলী। বন্ধুর কাছে এক ফাইল কিনে নিলে না কেন—রাত্রে ভাল ঘুম হতো। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সুব্রত। শাঁওলী!

শাঁওলী। আচ্ছা সুব্রতদা; এইভাবে ফেরি করে আপনার মহান সত্যবাদী বন্ধু সেই মেয়েটাকে পুষছে কি করে?

সুব্রত। কোন মেয়েটা?

শাঁওলী। ওর কেপ্ট্—আই মীন কি যেন নাম—ইয়েস মনে পড়েছে—জপমালা।

সুব্রত। কি বললে!

অত্যাধুনিক পোশাকে সজ্জিতা জপমালা আসে।
তার হাতে চাবির রিং ঘোরে। সে বলে।

জপ। হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! তুমি এখানে আর আমি কোথায় খুঁজে মরছি—হ্যালো মিঃ মুখার্জি! কেমন আছেন?

কল্যাণ। ভাল।

জপ। আপনি তো শাঁওলী দেবী? আপনাকে একদিন দেখেছিলাম—

শাঁওলী। সুব্রতদা! জপমালা আপনার কে?

সুব্রত। স্ত্রী।

শাঁওলী। স্ত্রী!

জপ। আপনি জানেন না! সোমেনদাই তো আমাদের বিয়ে দিয়েছে।

শাঁওলী। কিংশুক!

[চীৎকার করে ওঠে। কিংশুকের চোখে চোখ। কিংশুক মুখ নামায়। শাঁওলীর সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। চোখে জল। কল্যাণ তাকে ধরে। শাঁওলী বলে]

শাঁওলী। তোমাকে কি বলবো আমি! বলার মত কোন ভাষা আজ আমার মুখে আসছে না। তুমি আমাকে ঠকিয়েছ—দাদার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ——তাই আজ আমার যা করা উচিত—এ যুগের সুস্থ শিক্ষিতা মেয়েরা যা করে—

কিংশুক। শাঁওলী—

শাঁওলী। না—না—তা আমি করবো না গো, ডিভোর্স আমি করবো না। তোমার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধই আমার থাকবে। না হলে যে সোমেনকে অপমান করা হবে—তার যে আদর্শে আমার মন-প্রাণ আলোকিত হয়েছিল—তার সবটুকু আলো নিভিয়ে দেওয়া হবে—আমার মনের মালঞ্চে সোমেন যে শিক্ষার ফুল ফুটিয়েছিল তোমাকে অস্বীকার করলে সেই ফুলগুলো সব ভুল হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

কিংশুক। ওকে নিয়ে আমি ভোরের ফ্লাইটেই বোম্বে চলে যাব স্যর। বোম্বে থেকে কাল দুপুরে জাহাজে উঠবো।

কল্যাণ। বিলেতে পৌঁছেই খবর দিও।

কিংশুক। সিওর। আপনি কিন্তু খবরের কাগজে খবরটা দিয়ে দেবেন। লিখবেন—মুখার্জি ড্রাগ ইণ্ডাষ্ট্রিজের চীপ কেমিষ্ট মিঃ কিংশুক চ্যাটার্জির উচ্চ শিক্ষার্থে বিলেত যাত্রা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—গুড নাইট।

[প্রস্থান।

সুব্রত। কিংশুকবাবুকে বিলেত পাঠালেন কল্যাণবাবু?

কল্যাণ। হ্যাঁ। সঙ্গে শাঁওলীও যাবে—কিন্তু—

জপ। কিছু ভাববেন না কল্যাণদা? বিলেতে গিয়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। কি হলো! কি ভাবছেন কল্যাণদা! [কল্যাণের হাত ধরে] আসুন আমরা ও পাশে গিয়ে গল্প করি।

কল্যাণ। চল।

উভয়ে প্রস্থানোদ্যত হলে সোমেন আসে। সে বলে।

সোমেন। তোর সঙ্গে কিছু কথা ছিল জপা।

জপ। আঃ, তোমার জন্যে দেখছি আমার প্রেষ্টিজ পর্যন্ত থাকবে না। যেখানে সেখানে—যার তার সামনে অসভ্যের মত জপা বলে ডেকে বসে থাক।

সুব্রত। তবে কি বলে ডাকবে?

জপ। কতদিন তো বলেছি মালা বলে ডাকতে। কারণ জপমালা নামটা পুরোনো। আজকাল ও নাম চলে না। তাছাড়া তুই-তোকারী করে কথা বলবে না। কারণ তোমার ষ্ট্যাণ্ডার্ড আর আমার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এক নয়।

সুব্রত। কি বলছো তুমি!

সোমেন। ঠিকই বলেছে সুব্রত—সত্যিই আমার ভুল হয়ে গেছে—ঠিক আছে এবার থেকে আর ভুল হবে না। ক'দিন হলো বৌদির জ্বরের মত হয়েছে।

সুব্রত। সে কি!

সোমেন। হ্যাঁ। জ্বর গায়েই বৌদি অবশ্য সেলাই শেখাতে যাচ্ছে, কিন্তু আমার তো উচিত তার চিকিৎসা করানো।

সুব্রত। নিশ্চয়ই।

সোমেন। কিন্তু আমার অবস্থা তো সবই জানিস।

জপ। হয়েছে বাবা হয়েছে, এখন বল কত টাকা চাই?

সোমেন। একশো টাকা।

জপ। একশো টাকা!— না। অতটাকা আর আমি দিতে পারবো না।

সুব্রত। তুমি চুপ করতো। [সোমেনকে টাকা দেয়]

সোমেন। [সোমেন টাকা নেয়] তোর এ দানের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে ভাই।—চলি রে জপমালা—

[প্রস্থান।

জপ। এতগুলো টাকা দিয়ে দিলে যে! টাকার কোন দাম নেই, কেমন? ঘরে আমার আলাদিনের প্রদীপ আছে যে ঘসলেই ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা আসবে?

কল্যাণ। যা দিন পড়েছে—

জপ। চল। এখনি আমি তোমাকে গ্রাণ্ডে নিয়ে যাব। দু'পেগ শ্যাম্পেন পেটে পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে। কল্যাণদা! বাই-বাই।

[প্রস্থান।

কল্যাণ। বিউটিফুল সুইট গার্ল! কিন্তু সিঁদুর! সেও কি কম মিষ্টি? তাহলে—না না চিন্তার কি আছে—দুটো ফুলের গন্ধই আমি নেব। আমার এক হাতে থাকবে সিঁদুর—আর এক হাতে থাকবে জপমালা।

মঙ্গল আসে।

মঙ্গল। আর ব্যবসায়ী গোষ্ঠির সভাপতির মালা থাকবে তোমার গলায়।

কল্যাণ। মঙ্গল!

মঙ্গল। দিল্লী থেকে ট্র্যাঙ্কল এসেছে। এ বছর তুমি ব্যবসায়ী গোষ্ঠির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছো। আজ রাত্রের ফ্লাইটেই তোমাকে দিল্লী যেতে হবে।

কল্যাণ। দেখলি তো মঙ্গল। চেষ্টা করলে মানুষ কত উঁচুতে উঠতে পারে?

মঙ্গল। এ আর নতুন কথা কি! ইতিহাস তার সাক্ষী। তোমার পথই ছিল মিরজাফরের পথ—ক্লাইভের পথ। তোমার মতই চেষ্টা করে কেরানী ক্লাইভ হয়েছিল লর্ড ক্লাইভ। তোমার মতই আদর্শবান সেই সাদা শয়তান শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে নির্ব্বাসিত করেছিল রেঙ্গুনের মাটিতে।

কল্যাণ। ননসেন্স!

মঙ্গল। সেন্স তোমাদেরই নেই মিঃ সভাপতি! থাকলে দেখতে পেতে—

কল্যাণ। কি?

মঙ্গল। বাহাদুর শাহ আসছেন।

কল্যাণ। মঙ্গল!

মঙ্গল। অমঙ্গলের আল্পনা এঁকে অকল্যানের যে অভিশাপকে তোমরা সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করতে চলেছো—সেই অন্ধকার অভিশাপকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে নতুন আলোর দুয়ার উন্মুক্ত করে দিতে ছুটে আসছে দুর্ব্বার যুবশক্তির—সে এক নতুন বাহাদুর শাহ। পিছনে তার লক্ষ কণ্ঠে মেঘমন্দ্র আওয়াজ—বা আদব বা মুলায়েজা—হোসিয়ার।

[প্রস্থান।

কল্যাণ। যা-যা, বাজে কথা ভাববার সময় নেই। [ঘড়ি দেখে] টাইম হয়ে গেছে। এখনি এসে পড়বে যৌবনকুরঙ্গী সুন্দরী সিঁদুর।

সিঁদুর আসে।

সিঁদুর। আমি এসেছি স্যার।

কল্যাণ। এসেছ! এস। আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। আচ্ছা সিঁদুর—

সিঁদুর। বলুন।

কল্যাণ। চন্দন এসে বলে গেল তুমি আসতে পারবে না—তোমার নাকি শরীর অসুস্থ। ব্যাপারটা কি?

সিঁদুর। শরীর অসুস্থ ঠিকই স্যার। তবে চন্দনকে আপনি বিশ্বাস করবেন না।

কল্যাণ। কিংশুক কে? তাকেও কি আমি অবিশ্বাস করবো?

সিঁদুর। স্যর।

কল্যাণ। কিংশুক চ্যাটার্জির সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ? বল। হাতে আমার বেশী টাইম নেই। আজ রাত্রেই আমাকে দিল্লী রওনা হতে হবে। কি হলো? বল—কিংশুককে তুমি দেহ দান করেছ?

সিঁদুর। না-না, ও কথা বলবেন না স্যর—ও কথা শোনাও আমার পাপ। কিংশুক চ্যাটার্জি আমার নিজের দাদা।

কল্যাণ। কিংশুক তোমার দাদা!

সিঁদুর। স্যর!

কল্যাণ। ঠিক আছে। তুমি ফিরে যাও সিঁদুর। দিল্লী থেকে ঘুরে এলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।—

সিঁদুর। আবার দেখা হবে!

কল্যাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, দেখা হবে বৈকি সুন্দরী। তোমার দাদা আমাকে ব্ল্যাকমেল করে আমার একমাত্র বোন শাওলীকে কেড়ে নিয়েছে—আমি একটুও প্রতিবাদ করতে পারিনি কারণ সে আমার সব খবর পুলিশের কানে পৌঁছে দেবে এই ভয়ে।

সিঁদুর। স্যর—

কল্যাণ। তাই সেই ডেভিল কিংশুক চ্যাটার্জির সুন্দরী বোন সিঁদুরকে বুকে তুলে নিয়ে তার সবটুকু মধু পান করে চীৎকার করে বলবো ইউ কিংশুক চ্যাটার্জি—দেখ কেমন কাঁটায় কাঁটায় আমি প্রতিশোধ নিয়েছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

সিঁদুর। একদিকে কল্যাণ মুখার্জি—আর একদিকে চন্দন—দু'দিকে দুই হিংস্র জানোয়ার—আমি কি করে নিজেকে রক্ষা করবো? না-না, আজ আর কোন লজ্জা নয়—সোমেনকে আজ বলতেই হবে। সব কথা শুনে সে যদি আমাকে গ্রহণ না করে তাহলে আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে জানোয়ারদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবো।

[প্রস্থান।

দ্রুত রমেন আসে।

রমেন। সিঁদুর—সিঁদুর—ইস্! শয়তানী ট্যাক্সিতে চেপে পালিয়ে গেল। আর এক মিনিট আগে এলেই ছুকরীকে এখানেই ধরতে পারতাম—চল সুন্দরী কতদূর তুমি যাবে—ফেরিওয়ালার প্রেমে পড়ে আমাকে তুমি ল্যাং মারার তালে আছো। না—তুমি পারবে না রূপসী—আজ রাত্রেই তোমাকে আমি—

[দ্রুত প্রস্থান]

ষোড়শ দৃশ্য।

উদভ্রান্ত সোমেন আসে। পিছনে শান্তি বৌদি।

সোমেন। তোমাকে আমি কি বলবো বৌদি! শেষ পর্য্যন্ত তুমিও আমার কাছে মিথ্যাকথা বললে?

শান্তি। ঠাকুরপো!

সোমেন। সেলাই শেখাতে গিয়েছিলে, তাই না? এক ভদ্রলোকের দুটি মেয়েকে তুমি শেলাই শেখাবার কাজ পেয়েছ—এতবড় মিথ্যা তোমার মুখে—তাহলে কোথায় কার কাছে কি করে রাখব আমি সত্যের স্নিগ্ধ শিখা?

শান্তি। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না ভাই। আমি জানতাম—ঝি-বৃত্তি করতে তুমি দেবে না। তাই মিথ্যা কথা বলে—ঝিয়ের চাকরি নিয়েছিলাম—শুধু তোমারই জন্য—তোমার মুখ চেয়ে।

সোমেন। বৌদি! [শান্তিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে] তুমি আমাকে ক্ষমা করো বৌদি! তুমি আমাকে ক্ষমা করো! [কান্না]

শান্তি। ছিঃ ভাই! কাঁদছো কেন!—আমি কিছু মনে করিনি—আমি তো তোমাকে চিনি।—এস, অনেক রাত হয়েছে—সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছো—তোমাকে দেখে আমার বড় ভয় করছে ঠাকুরপো!

সোমেন। ভয়!

শান্তি। হ্যাঁ ভাই। তোমার এ চেহারা আমি কখনও দেখিনি। তোমার মুখে যেন নিরাশার ছায়া—চোখের কোলে সাগরের স্তব্ধতা—তোমার কণ্ঠস্বর যেন অতীতের কোন ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে ভেসে আসা কঙ্কালের কান্না।

[প্রস্থান।

দ্রুত সিঁদুর আসে।

সিঁদুর। সোমেন—

সোমেন। কে!

সিঁদুর। আমি সিঁদুর। তুমি আমাকে বাঁচাও সোমেন! তুমি আমাকে বাঁচাও!

[সোমেনের বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরে]

সোমেন। কি হয়েছে! এতরাত্রে হঠাৎ তুমি কোথা থেকে ছুটে এলে? কি ব্যাপার আমাকে খুলে বল।

সিঁদুর। বলব। সব বলব। তার আগে বল তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে না।

সোমেন। সিঁদুর!

সিঁদুর। অসহায়া বিপন্না সিঁদুর আজ তোমার কাছে তার জীবন

যৌবন সমস্ত কিছু নিবেদন করছে—তুমি বল তাকে জীবন সঙ্গিনীর মর্য্যাদা দেবে?

দ্রুত ছুটে আসে রমেন। এসেই সোমেনকে
প্রচণ্ড ঘুসি মেরে বলে।

রমেন। নিশ্চয়ই দেবে শালা শুয়োরের বাচ্চা।

[সোমেন আর্ত্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়]

সোমেন। আঃ!

রমেন। কিবে শালা বেজন্মা! লটকে পড়লি যে। [পিঠে লাথি মারে]

সিঁতুর। না-না, ওকে মেরো না—ওর কোন দোষ নেই।

রমেন। চুপ কর শয়তানী! তোর শয়তানী আমি আজ রাত্রেই ঘুচিয়ে দেব। আগে তোর নাগর এই শালা ফেরিওয়ালাকে খতম করি। [ছুরি বার করে। সিঁতুর আর্ত্তনাদ করে ওঠে] কিবে শালা কুকুর! মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলেই বাঁচবি মনে করেছিস? না—আমার মেয়ে মানুষকে যে ছিনিয়ে নিতে চায় তাকে আমি বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখি না। বল্টু গেছে, টোটা গেছে—এবার তুইও যাবি। তোল শালা মুখ তোল।

[সোমেনের চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলে। দেখা যায় তার কষ
বেয়ে রক্ত ঝরছে। রমেন ঝাঁকুনি দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে]

রমেন। বল শালা! তোর নাম কি?

[সোমেনের চুলের মুঠি রমেনের বাঁ হাতে। ডান হাতে
ছুরি। হঠাৎ রমেন চীৎকার করে বলে]

রমেন। মেজদা!

[হাত থেকে ছুরি পড়ে যায়। সিঁতুর সচকিত হয়ে ওঠে।
রমেন যেন কেমন হয়ে যায়]

দ্রুত বেগে আসে শান্তি।

শান্তি। কি হলো সিঁদুর। দেখা পেয়েছিস? একি! ঠাকুরপো কথা বলছে না কেন! ঠাকুরপো—ঠাকুরপো—

সিঁদুর। সোমেন!

রমেন। মেজদা!

[সোমেন সহসা অট্টহাসি হাসে]

সোমেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ—স্নেহ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে—প্রেম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—কর্ত্তব্য যেন আজ ক্রুশবিদ্ধ যীশু। স্বার্থ, লোভ আর আত্মসুখের নেশায় মানুষগুলো সব পাগল। না-না, আমার পায়ে লালসার শেকল নেই—আমার কাছে জমা হ... ...পারা পৃথিবীর খবর—আমি পৃথিবীর রানার—আমি ছুটে চলেছি পূর্ব্য... ...শ—অনেক পিছনে ফেলে যাচ্ছি রুদ্ধ পাগলা-গারদ। হাঃ-হাঃ

[প্রস্থান।

[সকলে মাথা নত করে]